

বিজ্ঞাপন।

কিয়দিবস অতীত হইল আমি নির্মলনলিনীকে প্রকাশ করিব মানস করিয়া তাহার আকৃতি প্রকৃতি মনোমধ্যে গঠন করিয়া রাখিয়াছিলাম কিন্তু কি প্রকার অলঙ্কারাদিতে ভূষিত করিলে পাঠকবৃন্দের সুশ্রাব্য ও সুললিত হইবে এই ভাবনার নিরন্তর নিমগ্ন ছিলাম এমন সময়ে আমার সৌভাগ্য বশতঃ বিদ্যোৎসাহী নবদ্বীপ নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পার্শ্বতীচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় মদীর ভবনে সভা-পণ্ডিতের পদে অভিষিক্ত হইলেন এবং আমি তাঁহার নিকট মনোভাব প্রকাশ করিলে তিনি উৎসাহ বিতরণে আমার আশালতাকে পরিবর্দ্ধিত করিয়া বিশেষ যত্ন ও পরি-শ্রমের সহিত আমার নলিনীকে অলঙ্কারাদিতে ভূষিত করিতে প্ররত্ত হইলেন এবং বাওয়ালী গ্রামস্থ ইং বাং বিদ্যা-লয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ বসু মহাশয় ও এবিষয়ে সহায়তা ও যত্ন প্রকাশ করেন। গুণাল-ঙ্কিত পণ্ডিত ও বসু মহাশয় নির্মলনলিনীকে অলঙ্কারাদিতে বিভূষিত করিয়া অনুকম্পা প্রকাশপূর্ব্বক আমাকে প্রত্য-পর্ণ করায় আমার আশা ফলবর্তী হইল। নির্মলনলিনী রচনা বিষয়ে প্রাপ্ত শ্রদ্ধাস্পদ মহোদয় দ্বয় যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন তাহাতে আমি তাঁহাদিগের নিকট চিরজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম। এক্ষণে নলিনী পাঠকবৃন্দের হস্তে নীত হইয়া আদ্যোপান্নদ্রুত হইলে আত্মাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব।

• বাওয়ালী
জেলা ২৪ পরগণা
সন ১৯৮১ সাল।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ বগল।

নির্মলনলিনী ।

টির প্রসিদ্ধ ত্রক্ষারত্ব প্রদেশ আশা হিন্দু জাতির আদিস্থান ছিল। যে স্থানে, হিন্দুরা আশা সনাতন ধর্মের সার সাধন করিয়া স্বকীয় শরীরের কলুষরাশি বিমোচন করিতেন। ত্রক্ষনন্দন যুগুৎপ্লিখিত সেই ত্রক্ষারত্বের পূর্ষ দক্ষিণ দিগভাগে, ত্রক্ষি নামে প্রদেশ ছিল। যে ত্রক্ষি প্রদেশে, বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র, মথুরা প্রভৃতি তীর্থ স্থান অধিষ্ঠিত হইয়া, নরনিকরের নিস্তারের সোপান হইয়া অচ্যাপি বিরাজ করিতেছে। যে মথুরায় ভগবান্ বৈকুণ্ঠপতি বহুক্রুরার ভারাপনোদন ও ভক্তজনমানসকমল বিকসিত করিবার জন্য বহুদেবনন্দনরূপে রত্নগর্ভা দেবকীর গর্ভে সম্ভূত হইয়াছিলেন। যে স্থানে, ভগবান্ চুন্দাস্তকাস ধূস করিয়া, তাপোত্রত ধ্বনিদিগের হৃদয়স্থিত ভয়শঙ্কু উশ্বিত করিয়াছিলেন। যে বৃন্দাবন জনগণের কলুষবিমোচনের কারণ হইয়াছে। যেখানে গোলোকবিহারী গোলোক পরিহার পূর্ষক নন্দ-নন্দনরূপে আবির্ভূত হইয়া, অশেষ অলৌকিক কাণ্ড দ্বারা, বৃন্দাবন বাসীদিগের চিত্তভঙ্গকে আনন্দরূপ কুসুমমধু পান করাইয়া প্রমত্ত করত, বহুবিধ রঙ্গরসে কালযাপন করিয়াছিলেন। যথায় বংশীধারী, সুমধুর বংশীধ্বনিতে, অবলা ত্রজবালাগণের প্রেমসিকু আলোড়িত করত, পুনর্বার সেই প্রেমার্গবে কাণ্ডারী হইয়া পার করিতেন যেখানে গোপাল, গোপালকে লইয়া গোষ্ঠে গোষ্ঠে, নবদুঃখদল তক্ষণ করাইয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিতেন; যে স্থানে ভূভারহারী গোবর্দ্ধনগিরি ধারণ করিয়া, বৃন্দাবনস্থিত জীবনিচয়ের অমূল্য জীবনধন সপ্তাহকাল

পরিরক্ষণ করত, সকলের আদরের খন হইয়াছিলেন। আহা! সেই পদ্মপাশালোচনের পদপঙ্কজের যে কত গুণ, তাহা কে বর্ণনা করিতে পারে? যে পাদপদ্মে জাহ্নুবী জয় গ্রহণ করিয়া জগৎপাবনী হইয়াছেন। যে পদকমল কালীয়ার মস্তকে চিহ্নিত থাকায়, তাহার চিরশত্রু বিনতানন্দনের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। যে ত্রক্ষসি প্রদেশের মধ্য দিয়া সূর্য্যাতনয়া কালিন্দী, জলযয়ী হইয়া প্রবলরূপে প্রবাহিত হইতেছে; যাহার কাল নীর নবীন নীরদকেও নিরস্তুর উপহাস করিয়া থাকে। যিনি সতত সদয় হইয়া, তরঙ্গরূপ বাহু প্রসারণ দ্বারা, পথশ্রান্ত পান্থদিগের ক্রান্তি শান্তি করিবার কারণ, সর্বদা আহ্বান করিয়া থাকেন। যাহার তীরে হিন্দাল, তাল, তমাল, বকুল প্রভৃতি তরু সকলে শোভিত হইয়া ছায়া প্রদানে তপনতাপিত জনগণের সম্ভ্রাম দূর করিতেছে; এবং পাদপ সকল ফলভরে অবনত হওয়াতে বোধ হইতেছে, যেন তাহার নতশিরে, পান্থদিগের মর্যাদা প্রতিপালন করিতেছে। বকুল, ব্যাকুল হইয়া, পথিকের সর্কাক্ষে পুষ্প বর্ষণ ছলে, শত শত কুমুদহস্তে, যেন তাহাদের দেহের দূরিত মার্জ্জন করিতেছে। যথায় নির্জনে একান্তমনে, অনশনে, স্থানে স্থানে সাধুরক্ষ, গোবিন্দের পদারবিন্দ, সদানন্দে, হৃদপদ্মে করপদ্ম সংস্থাপন করিয়া নিরস্তুর ধ্যান করিতেছেন; যে পুণ্য ক্ষেত্রে, নরগণ অসার সংসার পরিত্যাগ করণানন্তর, সারাৎসারকে প্রাপ্ত হইবার জন্য, সত্যাত্তসাদু সমূহের সহিত অবস্থিতি করিতেছে। যে জগদ্বিখ্যাত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে, পাণ্ডববিজয় কেবল পাণ্ডবনাথের প্রবল বুদ্ধি কেশলকেই হেতুভূত করিয়া রাখিয়াছে, এবং যাহার একমাত্র সহায়তাতেই পাণ্ডবগণ, ক্ষত্র-বিদ্যা বিশারদ, বীর্য্যগ্রগণ্য কুরুসেনাপতিগণকে নিধন করিয়া জগদাণ্ডে জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। যে রণভূমির গণাগণিতে শূশোভিত হইয়া, নবোঢ়া বালার শ্যাম পটবাস ধারণ করিয়াছিল। যে রণে বার্ষিক প্রবর জিতেজিয় ভীষ্ম, শর শয্যায় শয়ন করিয়া শরীর পতন করেন; ঈদৃশ শোভাশালী পবিত্র ধাম ত্রক্ষসি

প্রদেশে কেশরীবীৰ্য্য নামে এক বীৰশক্তি সম্পন্ন পরাক্রমশালী নর-
পতি ছিলেন ।

রাজ্য, ধৈর্য্যগুণে বিভূষিত হইয়া, নিষ্ঠুরের অনুগ্রহের পাত্র
ছিলেন । তিনি স্বীয় ভূজবীৰ্য্যে বৈরিবৃদ্ধিগের হৃদয় হইতে রক্তহার
অপনীত করিয়া, তৎপরিবর্তে নয়নজলের হার রচনা করিয়াছিলেন ।
তিনি স্বরহরের ন্যায় জিতমুখ হইয়া, নিজ স্ত্রী ব্যতীত অন্য স্ত্রীতে
কটাক্ষপাতও করিতেন না ; বলিতে কি, তাঁহাকে দানে কর্ণ ও ধৰ্ম্মে
ধর্ম্মরাজত্বলা, কোপে রুতাস্ত ও বুদ্ধিতে বৃহস্পতি সমান, এবং বলে
অনিল ও প্রতাপে অনল সমান বলিলেও অত্যুক্তি বোধ হয় না । যে
রাজার যশস্কন্দমা ত্রিজগতে আলোক প্রদান করিয়া, সকলের আনন্দ-
কুমুদ বিকসিত করিত ; যাঁহার কীৰ্ত্তিকঙ্করী বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া
নারায়ণের অঙ্কলক্ষ্মীকে আনয়ন করত প্রদান করিয়াছে ; কমলা,
সুভাবতা চকলা হইলেও, নরপতির নির্মলগুণে নিতাস্ত বশীভূত হইয়া,
রাজভবনে স্থিরভাবে অবস্থিতি করিয়াছিলেন । যে কঙ্করী ভয়ে
ভবভীত হইয়া, সপত্নী সতীকে স্বীয় অঙ্কে লুঙ্ঘায়িত করত, হরগৌরী-
রূপ ধারণ করিয়াছিলেন । পাছে, কীৰ্ত্তিকঙ্করী প্রাণাধিকা প্রেয়সীকে
লইয়া প্রস্থান করে, এই ভয়ে পদ্মযোনি চতুরানন ধারণ করিয়া,
সচকিতে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতেন । সমদলী সুধাকরের ন্যায় রাজা,
দাক্ষিণ্য প্রভৃতি নৃপগুণে সকলকে সমভাবে সমাদর করিতেন ।

চন্দ্রপ্রভা নামী রাজার এক মহিষী ছিলেন । তিনি অতি রূপবতী ও
গুণবতী, বয়ঃক্রম অব্যয় পকবিশিষ্ট, বিশুদ্ধ কাকনের ন্যায় শরীরের
বর্ণ, চমরী বিনির্মিত রক্তবর্ণ চাঁচর কেশ, অতিশয় ঘন, নবঘন সদৃশ,
নিতম্ব পর্য্যন্ত পতিত, আয়ত লোচনবয়, তিলমূল তুল্য নাসিকা,
কম্বুর ন্যায় গ্রীবাদেশ ; জয়গৌর তুলনায় খুঁজিয়া মিলেনা, স্বরের
শরাসনও লজ্জা পায় ; স্বর মধুর, স্বভাব অতি নম্র ; ওষ্ঠাধর বিষ-
ফলের ন্যায়, প্রতিনিয়তই রাজার মানসবিহঙ্গকে সুধারসপানে
লৌলুপ করিত । কুচগিরি অতিশয় কণ্ঠের নয়, উন্নত অথচ পীন ও

কোমল, উপরি চুচুক্রপ কাল ঘটপদ থাকায় বিকসিত স্বর্ণকমল বলা যাইতে পারে; প্রকল্পনা হইলে উৎফুল্ল হইয়া অলি কেন মধুপানে মত্ত হইবে; ভূজ্জয় শিরীষ কুমুদোপেক্ষা ও সুকুমার, যুগলের সঙ্গে সমান হইতে পারিত, যদি তাহাতে কটক না থাকিত। অঙ্গুলি সকল বোধ হয়, চম্পককলিকায় নির্মিত; তিনি একরূপ দ্ব্যংকোদরী, যে কটিদেশ সামুদ্রিকোলে ভগ্ন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, তবে যে ভগ্ন হয় না সে কেবল রাজার শুভাদম্বল বলিতে হইবে। উরুযুগল করিকর ও রামকন্দলীর সঙ্গে সাদৃশ্য হইত, যত্নপি উভয়ে উষ্ণতা ও শীতলতা দোষে দূষিত না থাকিত। রাজ্যী চন্দ্রাননী বটেন, কিন্তু কলঙ্করহিত; গমন গজেন্দ্র-গমন সত্য, কিন্তু তাহা হইতেও মুক্ত। আহা! পদপঙ্কজেরই বা কি শোভা! নৃপজায়া যখন কোন স্থানে গমন করিতেন, তখন বোধ হইত, যেন পদারবিন্দ, স্বল্পারবিন্দের শোভা সংকুচিত করত পৃথিবীতে সঞ্চরণ করিতেছে। যেমন জলধরের সৌদামিনী, ইন্দের ইন্দ্রাণী ও গিরি-রাজের মেনকা, সেইরূপ কেশরীবিহারের চন্দ্রপ্রভা। তিনি সীতা ও সাবিত্রীর ন্যায় সান্তিশয় পতিপরায়ণা হইয়া, পাতিত্রত্য ধর্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এবং সতত স্মনাথের পদসরোজ শুভ্রায়া করিয়া কতই যে সুখানুভব করিতেন, তাহা বচনাতীত। প্রজার মনে মনে বিবেচনা করিত, গোলোকপতি গোলোক পরিভ্রমণ করিয়া স্বস্ত্রীক ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। নায়কপরায়ণ রাজার প্রধান মন্ত্রীর নাম প্রজ্ঞানিধি। তিনি রাজ্যভারতরণীর কর্ণধার, ধৈর্যের ধাম, সত্যের গুরু ও সিন্ধুর ন্যায় গম্ভীরপ্রকৃতি ছিলেন। নৃপতি তাঁহার বাক্যের একান্ত বশব্দ হইয়া, তদীয় পরামর্শ ব্যতীত কোন কার্য করিতেন না।

রাজবাটী অতি মনোহর, অতি বিস্তীর্ণ, সুদীর্ঘ প্রাকারে পরিবেষ্টিত। প্রাকারের উপরিভাগ একরূপ অর্ধমণ্ডলাকার ভাবে বিনির্মিত, যে দূর হইতে দেখিবামাত্র, বোধ হয় যেন উহা এক বৃহৎ হরিদ্বর্ণ উপলব্ধ হইতে প্রোদিত হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক উহা প্রস্তর-

নির্মিত নহে, কেবলমাত্র মৃত্তিকায় গঠিত ও নবীন দুর্জয় আচ্ছাদিত ; তবে যে উহা প্রস্তরনির্মিত বলিয়া দর্শকের জ্ঞান জগাইয়া থাকে, সে কেবল নির্মাতার অসাধারণ বুদ্ধিকৌশল ও পারদর্শিতার পরিচয় । ঐ প্রকারের শিরোভাগে স্থানে স্থানে শ্বেত, পীত, নীল ও লোহিত প্রভৃতি নানা বর্ণের মন্দিরাকৃতি খোদিত উপলব্ধ ও সংস্থাপিত আছে ; দূর হইতে দর্শনমাত্র উহাদিগকে হিমাদ্রিশৃঙ্গ বলিয়া প্রতীতি জন্মে । ঐ সকল প্রস্তরখণ্ডের শিরোপরি বিস্তৃত হেমনির্মিত কলস সকল গ্রথিত রহিয়াছে । দিবাসমাগমে দিবাকরকরসংযোগে, কলসসমূহ এরূপ তেজোরাজি উদ্দীর্ণ করে, যে তদদর্শনে বিদ্যাম্বালার প্রথর জ্যোতিঃ, দীপশিখার নিকট খদ্যোতালোকের ন্যায় বোধ হয় । নিশাগমে কলসজ্যোতিঃ অনেক অংশে তিরোহিত হয় বটে, কিন্তু রাহুগ্রস্ত পূর্ণ শশধরের ন্যায়, স্রান মরীচি দ্বারা দর্শকের আনন্দক্ষয়ী হইয়া থাকে, কলস সমূহের শিরোনেশে লোহিতবর্ণ পতাকা সকল, মাকুতধিল্লোলে মরীচিমালার মুহূৰ্হুঃ বিকম্পিত হইয়া, চট্ চট্ শব্দ করিয়া উডউীন হইতেছে, দেখিলে বোধ হয় যেন, রাজাজ্ঞার বশব্দ হইয়া, ধ্বজরক্ষ সনাগত নানাদেশীয় প্রজাকুলকে করসংগলন দ্বারা রাজবাটী দেখাইয়া দিতেছে ও শব্দদ্বারা আহ্বান করিতেছে । প্রাকারের দিকত্রয় সুরম্য ও অতি গভীর পরিখায় পরিবেষ্টিত । দক্ষিণ দিকে কালিন্দী অবিরল কল কল শব্দে তরঙ্গজাল বিস্তার পৃষ্ঠক প্রবাহিত হইতেছে ; দিগ্‌দ্বয়ের পরিখা যমুনার সহিত যোজিত হওয়াতে বোধ হয় যেন দুর্জয় শত্রুহস্ত হইতে রক্ষার জন্য কালিন্দী ভূজ প্রসারণ দ্বারা রাজ-ভবন আপন হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে ।

রাজবাটী প্রবেশদ্বারের নাম সিংহদ্বার । ইহা অতি উৎকৃষ্ট শ্বেতবর্ণ প্রস্তরে প্রস্তুত, এবং ভাস্করের কাঙ্ককরিত্ব এতদূর প্রকাশিত, যে তদদর্শনে ইদানীন্তন প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ অটালিকার কাঙ্ককরিত্ব লজ্জা পায় । পাঠক মহাশয় ! রাজশ্রেষ্ঠ রাজা কেশরীবীর্যের ঈদৃশ ঐশ্বর্যশালী, নয়নতৃপ্তিকর ও চিত্তবিনোদন ভবন দর্শনে যদি মানস

হইয়া থাকে, তবে আমার সঙ্গে আসুন, আমি আপনার পথদর্শক হইব। সিংহদ্বার অতিক্রম করিলেই প্রথম প্রকোষ্ঠ। ইহার অভ্যন্তরে হরিদ্বর্ণ নবীন দুর্গাদলসমাকীর্ণ বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র। ঐ ক্ষেত্রের চতুর্দিকে স্বেত প্রস্তরে নির্মিত একটি প্রশস্ত পথ আছে। ঐ পথের নিপরীভাগে ত্রাণাকার দ্বিহস্তপরিমিত রজতনগের বেটন। ঐ বেটনের ধারে ধারে কদম্ব, পারিজাত, ও বকুল প্রভৃতি নানাবিধ রক্ষ পল্লবিত ও কুমুদিত হইয়া গন্ধবহস্যযোগে গন্ধ বিস্তারকরত রাজ্য আমোদিত করিতেছে। মধুমক্ষিকা সকল গুণ্ণ গুণ্ণ স্বরে গান করত মহাশব্দ এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে বসিয়া পরম সুখে মধুপান করিতেছে। কোকিল শাখাসীন হইয়া মোহন স্বরে গান করিতেছে; অলিকুল মধুপানে মত্ত হইয়া অনবরত গুণ্ণ গুণ্ণ শব্দ করায় বোধ হইতেছে যেন, মহারাজের মঙ্গলচুক গান করিতেছে।

তৎপরে দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ। ইহার মধ্যে ভীষণাকার বলবান পুরুষেরা, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া বিশেষ সতর্কতা সহকারে দ্বার-রক্ষা করিতেছে। কাহার হস্তে শাণিত অসি, কাহার হস্তে তরবারি, কেহবা ধনুর্ধারী, কেহবা নারাচধারী। সরল পাঠক! অগ্রসর হও ভয় পাইও না। এই অস্ত্রধারী ভীষণাকার পুরুষেরা রাজেন্দ্রের দ্বার-রক্ষী। ইহাদিগকে দর্শন করিয়া ভয় পাইওনা। ন্যায়পরায়ণ পরম-দয়ালু রাজা কেশরীবীর্য, জনসাধারণের চিত্তবিনোদনার্থই, জগতের যাবতীয় মনোহর ও অদ্ভুত বস্তু সকল বহু প্রয়াসে একত্রীকৃত করিয়াছেন। অগ্রসর হও, আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ও অভিনব সামগ্রী ও ভীষণ জন্তু দর্শনে, দর্শনেন্দ্রিয়ের চিরসার্থকতা সাধন কর। ঐ দেখ, কোন স্থানে গো, মেষ, মহিষ, ছাগ প্রভৃতি পশুসমাকীর্ণ পশুশালা, কোন স্থানে সারস, কলহংস, ময়ূর, শুক, শারিকা প্রভৃতি পক্ষিসমাকীর্ণ পক্ষিশালা, কোথাও বা সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, গণ্ডার প্রভৃতি হিংস্র জন্তুদিগের দৃঢ় নির্মিত বাসগৃহ।

অনন্তর তৃতীয় প্রকোষ্ঠ। সম্মুখে কেমন অপূর্ণ চতুর্কোণ

সরোবর। সরসীর নির্মল জলে বহুবিধ মৎস্য সম্ভরণ করিয়া বেড়াই-
তেছে। কোথাও বারাজহংসীগণ দলবদ্ধ হইয়া, বক্সিম ঐষায় নির্ভয়ে
মহানন্দে বিচরণ করিতেছে। সরোবরের দুইটা বাঁধা ঘাট, উভয় ঘাটের
উপর যেত প্রস্তরের এক একটা মন্দির। মন্দিরভাস্করে ত্রিগুণাত্মক,
পরমকারুণিক ভূতভাবন ভবানীপতি ভগবান্ ত্রিলোচনের প্রতিমূর্তি
প্রতিষ্ঠিত। শত শত উদাসীন ও ব্রহ্মচারী তথায় বসিয়া নেত্র নিমীলন
পূরক, কেহবা স্তুতিপাঠ, কেহবা গায়ত্রীপাঠ, কেহবা কদ্রাক্ষমালা
ধারণ পূরক ইষ্ট চিন্তা করিতেছেন। তাঁহাদের পরিধান বস্কল,
শরীরে ভস্মলেপন, গলদেশে কদ্রাক্ষমালা, ও মুখে সর্ষদা বম্ বম্ শব্দ
নিঃসারিত হইতেছে। তাঁহারা একপ প্রশান্তমুক্তি, যে দর্শন করিলে
অস্ত্যকরণ পরিত্যক্ত হইয়া শাস্তিরসে শিক্ত হয়। সরোবরের চতুর্দিকে
অপূর্ণ উদ্যান। উদ্যান সর্ষবিধ পাদপে পরিপূর্ণ। কোন স্থানে আশ্র,
কাঁঠাল, দাড়িম প্রভৃতি রসাল ফলে পরিশোভিত বৃক্ষ নিচয়, কোথাও
বা গুণজারুতি বৃক্ষ সকল পল্লবিত ও কুসুমিত হইয়া একপভাবে স্থাপিত
হইয়া রহিয়াছে, যে তাহাদের স্বক্ল ও মূলদেশ কোন ক্রমে দৃষ্টিগোচর
হয় না। তাহাদিগকে দেখিবামাত্র বোধ হয় যেন, দেবী বসুন্ধরা, স্বপতি
কেশরীবাঁধকে উপহার দিবার নিমিত্ত পুষ্পের গুচ্ছ তুলিয়া
দিতেছেন। উদ্যান মধ্যে পৃথিবীর সকল প্রকার বৃক্ষলতাদি থাকিতে
সকল সময়েই কোন বৃক্ষ পুষ্পিত, কোন বৃক্ষ ফুলিত, কেহ ফলভরে
অবনত, কাহারও বা ফল পাকাবস্থায় পরিণত হইতেছে। সুতরাং
উদ্যানের শোভা সকল সময়েই সমান। যাঁহারা উদ্যানটী একবার
নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা ইখতু সমুদায়ের যুগপৎ আবাসস্থান
কোথায় বলিতে পারেন।

চতুর্থ প্রকোষ্ঠে রাজার সঙ্গীতশালা। সম্মুখে এক অতি সুদীর্ঘ
রমণীয় অটালিকা। অটালিকার উপরিভাগে আরোহণ করিবার জন্য
চতুর্দিকে সোপান চতুষ্টয়। সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ শত শত ব্যক্তির
সমাগমে, অটালিকা সর্ষদাই আনন্দকোলাহলে পরিপূর্ণ। কেহ

তানপুরা লইয়া সঙ্গীত সমালোচন করত শ্রোতাদিগের শ্রুতিযুগলে সুধাবর্ষণ করিতেছে, কোন গৃহে বাড়িব্যবসনা, রতিনিকিত পূর্ণশোবন। নটকীর নৃত্য করিতেছে। নাট্যশালার পার্শ্বভাগে এক অপূর্ণ মন্দির। ঐ মন্দির মধ্যে মণিময় সিংহাসনে, নীলনিভা, অসিকরা, দিগধরা, রক্তাক্তকনয়না, জগদ্বাতার যুতি প্রতিষ্ঠিত। তথায় ব্রাহ্মণেরা কেহ বা উচ্চৈঃস্বরে চণ্ডীপাঠ, কেহবা স্তুতিপাঠ, কেহবা দেবীর সহস্র নাম পাঠ করিতেছেন। মন্দিরের অন্তঃস্থানে বহুমূল্য রত্নাদি সজ্জিত রহিয়াছে। দেবীর চতুর্দিকে পদ্মরাগ ও নীলকান্তমণি প্রভৃতি বহুমূল্য রত্নরাজি খচিত হওয়ায়, মন্দির সধদা সেদামিনীপূর্ণ বোধ হয়। দিব্য-নিশিধূপ, পুনা, গুণ্ডুল প্রভৃতি সুগন্ধ বিস্তৃত হওয়াতে দেবীর আলয় সধদা সুগন্ধময় ও শান্তি প্রদ। ফলতঃ স্থানটী একপ মুন্দর ও সমৃদ্ধিশালী, যে উহা ইন্দ্রালয় কি প্রবলোক, কি বৈকুণ্ঠধাম কিছুই স্থির করিতে পারা যায় না।

এইবার রাজবাটীর পক্ষ প্রকোষ্ঠ। এখানে এত জনতা কেন? কই একপ ত অপার কোন প্রকোষ্ঠে দেখিলাম না; কেনই বা নানা-দেশীয় নানাবিধলোক ব্যস্তসমস্ত হইয়া ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছে। ইহাদের অনেকেরই হস্তে না কাগজ পত্র? পাঠক মহাশয়! এক্ষণে বুঝিয়াছেন, এটা মহারাজের বিচারালয়। কালাস্তক যমোপম অসংখ্য প্রহরী, শাণিত অন্তঃশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া, যে মণ্ডলাকার অটালিকার দ্বার রক্ষা করিতেছে, বলিতে পারেন, ও স্থান একপ দৃঢ়-তরুণে পরিরক্ষিত কেন? ফলকাল শ্রবণ করুন দেখি, ঠিক যেন যুদ্ধ-পতনের শব্দ শ্রুতি গোচর হইতেছে, এটা রাজার কোষাগার। ইহার অনতিদূরেই বিচারালয়। এই গৃহের উপরিভাগে অতি মনোহর মেঘবর্ণের চন্দ্রাতপ। চন্দ্রাতপের মধ্যদেশে, উজ্জ্বল কাকন রক্ত-হুত্রাদি দ্বারা নানা প্রকারে চিত্র বিচিত্র থাকাতে, অনিঃচরীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে। উহার চতুর্দিকে মুক্তা-পাংক্তি সকল মন্দ মন্দ মাকতহিল্লোলে দোলায়মান হওয়াতে, মুক্তা নিঃসৃত জ্যোতিরিন্দ এক

একবার গৃহ উজ্জ্বল করিতেছে, ও পরক্ষণেই আবার তিরোহিত হইতেছে, দেখিলে বোধ হয়, যে গৃহমাধো গর্তনগ্নে ক্ষণে ক্ষণে সৌন্দর্য্যমণী প্রকাশ হইতেছে ও গৃহটী হাস্য করিতেছে। চন্দ্রা-
তপের নিম্নভাগে মনোহর সিংহাসন। সিংহাসন মণিমাণিকা-
প্রবালাদি দ্বারা রচিত। তাহাদের উজ্জ্বল প্রভায় সত্যমণ্ডপ,
অসংখ্য নীপজাল পরিবেত বলিয়া বোধ হয়। সিংহাসনের উত্তর
পার্শ্বে, রক্ত-সিংহাসনোপরি বিবিধ দিয়া ও শাস্ত্রবিশারদ,
বহুদশী, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরা উপবিষ্ট হইয়া অমাত্যের
কার্য্য করিতেছেন। মহারাজ বহুমূল্য রত্নরাজিখচিত পরিচ্ছদ
পরিধান পুষ্পক মণিময় সিংহাসনে আসীন হইয়া রাজকাৰ্য্য পৰ্য্যায়
লোচনা করিতেছেন। চিত্তেরা কেহবা শিখিপুঙ্খ নির্নির্মিত রত্ন ও
চামর দ্বারা বাওন, কেহবা সুগন্ধ দ্রব্য দ্বারা সভা আয়োদিত করি-
তেছে। বস্তুতঃ রাজসভা একটা মনোহর ও সমৃদ্ধিশালী, এবং
নানা শাস্ত্রবিশারদ ব্যক্তিগণে অশোভিত, যে যাহারা মহারাজের
সভা কখন নহনগোচর করে নাই, তাহারাই মহারাজ বিক্রমাদিত্যের
সভার গৌরব ও বাশ্যকীভূত করিয়া থাকে। বিচারভবনের
অনতিদূরেই কারাগার। তথায় রাজাছত্র বশবদ হইয়া লৌহ-
নিৰ্ভাবক অসংখ্য অপরাধী ব্যক্তির শয্যা রক্তাপরাধের ফল ভোগ
করিতেছে। বিকটাকার দীর্ঘকায় প্রহরীরা কারাগার রক্ষা করি-
তেছে। তাহার মধো মধো দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে অকারণ প্রহার
করিতেছে। তাহাদিগকে দেখিলে কালাশ্রকের স্মরণ হয়। এ
নরধম রক্তকন্দিগের শরীর দ্বারা লেশ মাত্র নাই, সংকর্ষে প্রস্তুতি
নাই, মৃত্যুর প্রতি বিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা তাহার।
পরিচ্ছাদনহীন। অধীনস্থদিগকে প্রহার করাই তাহাদের কৌতুক
ও আমোদের বিষয়। অক্লীল-বাক্য-প্রয়োগ করাই তাহাদের
মধুরলাপ; ভয়প্রদর্শন ও প্রতারণাপূর্ণক অর্থ সংগ্রহ করাই
তাহাদিগের ব্যবসায়। পাবগদিগকে দেখিলে মনে যেন যেন জমে,

কথা কহিলেও শরীরে পাপস্পর্শ হয়। পাঠক মহাশয়! আপনি ইহাতে কি মহারাজের প্রতি কুপিত হইয়াছেন? ইহাতে রাজার কোন দোষ নাই। রাজা কিছু স্বেচ্ছা কোন বিষয়ই দর্শন করেন না; এসকল কর্মচারীদের দোষ। বাচাই হউক, এখন হইতে চলুন, এ পাপ স্থানে আর থাকার আবশ্যক নাই, হৃদয় শুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

বট প্রকোষ্ঠে রাজার বিশ্রামভবন ও বিদ্যামন্দির। বিশ্রামভবন অতি রমণীয়, বলিতে কি, তাহাতে প্রবেশ করিলে, বোধ হয় যেন তুবানগুহ মধ্যে প্রবেশ করিলাম। বহির্দেশ হইতে বিশ্রামভবনকে একমাত্র অথও প্রকাণ্ড ভবন বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ইহা নানা খণ্ডে অতি সুকৌশলে নির্মিত। কোন স্থানে বহুবিধ নয়নমনতৃপ্তিকর মায়াগ্রী পরিপূরিত ও সুবর্ণ পদ্মাস্ত্রপরিণোদিত মহারাজের শরনগুহ, কোন গৃহে রত্নাদি খচিত রাজপরিচ্ছদ সকলশোভা পাইতেছে; কোন স্থানে রাজভোগোপযোগী বহুবিধ সুখসেবা খাদ্যদ্রব্য, প্রচুররূপে বহুমূল্য কাপনপাত্রে সজ্জিত রহিয়াছে। ফলতঃ একপ অপরূপ বিশ্রামভবন, কোন কালে কোন রাজার ছিল কিনা, সন্দেহ। উত্তমগৃহ উপাস্ত্রলে, অনেক ইন্দ্রভবন উল্লেখ করিয়া থাকেন, কিন্তু সে কেবল যাঁহার মহারাজ কেশরীবীর্যের বিশ্রামভবন দেখেন নাই। বিদ্যামন্দিরও প্রীতিপ্রদ এবং দর্শনরঞ্জক। দেশবিদেশীয় অগাধবুদ্ধিশালী, সুবিদ্যা পণ্ডিতগণ সমাকীর্ণ। গৃহে সরসাই শাস্ত্রালোচনা ও বিদ্যাচর্চা। বিদ্যাবুরাগী রাজা কেশরীবীর্য অশেষ যত্নে ও অধ্যবসায়ে তাঁহার সময়ের ব্যবহার প্রত্যুৎসাহ করিয়া বিদ্যামন্দিরে রাখিয়াছেন ও তদ্বারা বিদ্যার্থীদের বিদ্যোপার্জনের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। ফলতঃ বিদ্যামন্দির দর্শন করিলে, রাজা যে অশেষ বিদ্যাবিশারদ ও গুণগ্রাহী তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ থাকেন না। এই প্রকোষ্ঠের শেষ ভাগে এক অগূঢ় নবরত্ন, নবরত্নের অভ্যন্তরে

মণিময় সিংহাসনোপরি বিশ্বগুণ রাধামদনমোহন মূর্তি প্রতি-
স্থিত ; সে মোহনমূর্তি সন্দর্শনে শরীরের পাঁপরাশিবিমোচন এবং
মন অনিত্য সংসারস্থ পরিহারপূরক নিতাপথে যাইতে অভি-
লাষী হইয়া থাকে। পাঠক মহাশয় ! অগ্রসর হউন, এবং ভক্তি-
ভাবে ভগবান্কে দর্শন করিয়া জন্ম সার্থক ককন। আহা ! কি
আশ্চর্য্য শোভা ; মূর্তির সম্মুখে ত্র্যম্বকেরা কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া
কেহবা তাঁহার সহস্রনাম জপ, কেহবা ত্রীমধ্যগবৎ পাঠ করিতেছেন ;
কেহবা সচন্দন তুলসীপত্র করে লইয়া তাঁহার সেই ধ্বজবঙ্কায় শাক্তিত
পাদপদ্মে ভক্তিভাবে প্রদান, কেহবা করপুটে দণ্ডায়মান হইয়া
স্তব করিতেছেন। এই পবিত্র স্থান দর্শন করিলে শাস্তিরসে শরীর
সিক্ত হয়। তৎপরে রাজবাটীর সপ্তম প্রকোষ্ঠ, পাঠক মহাশয় !
প্রস্থিয়াছেন, যদি বুকিতে পারিয়া থাকেন তবে এই স্থান হইতেই
প্রত্যাবর্তন ককন, এটী রাজার অন্তঃপুর।

হে জগদীশ্বর ! তুমি যে কি মোহিনী মায়া এই মর্ত্যমণ্ডলে বিস্তার
করিয়া রাখিয়াছ, তাহা কে বর্ণনা করিতে পারে। তোমার এই
প্রপঞ্চের মূলীভূত পঞ্চভূতের অন্তর্ভূত ব্যাপার সকল অনুরূপ হইলে
বিশ্বায়ান্ত হইতে হয়। আহা ! এই নশ্বর চরাচরে কাহারে কি আকারে
মূর্তি করিয়াছ, কাহার সাধ্য প্রাণান্তেও তাহা বর্ণিতে পারে।
তত্ত্বাত্ত্ব্য এ পর্য্যন্ত কেহই অবধারণ করিতে পারে নাই। হে
সর্বভূত সমদর্শিন ! তুমি সর্বময় হইয়া সর্বভূতে সর্বরূপে বাস করিতেছ।
হে নন্দলয় ! তোমার রূপার তাপার মহিমা। মাদৃশ অনভিজ্ঞজনে
কি রূপে তাহা বর্ণনা করিবে। কোন উপায়ই সচুপায় বলিয়া গণ্য হয়
না, কিছুতেই মানবকোভ নিবৃত্ত হয় না। যতই চিন্তা করা যায়, মন
ততই নবনব ভাবে প্রসূরিত হইতে থাকে। কোন মতেই তাহার শাস্তি
হইবার উপায় নাই, বিশেষ চেষ্টা করিয়াও জগতে কোন কালে,
কেহই স্থির করিতে পারে নাই। তুমি কি এক অচিন্তনীয় অভিপ্রায়ে
এই অসীম ভূমণ্ডলের মূর্তি করিয়াছ, তাহা অনেক বহুদর্শী তত্ত্ববিৎ

মহাগিগণও বহুতর শ্রমসহকারে কিছুই নির্মাণ করিতে পারেন নাই, আমরা কি শক্তি ঢালনার তাহার আলেচনা করিব। কেবল এই একমাত্র ভরসা করি, তোমার রূপাকটাক্ষে সকলই সম্পন্ন হইতে পারে। তুমি এই অনিত্য অখিল সংসাররূপ নাট্যশালার অধিকারী হইয়া রঙ্গভূমিতে জীবগণকে লইয়া যে কতই রঙ্গ করিতেছ, তাহা তুমিই জান। তুমি ভিন্ন কাহার সাধা, তাহা অনুধাবন করে। এই আমার সংসারদ্বন্দ্বনে, কোন ব্যক্তি দুঃখরূপ কাকনখচিত বসনে শোভিত হইয়া মহানন্দে বিচরণ করিতেছে, কেহবা দুঃখরূপ মলিন ও ছিন্নবাসে, নরনরীয়ে ধরাতল অভিধিবন করিয়া, হা জগদীশ্বর! হা জগদীশ্বর! বলিয়া রোদন করিতেছে। কোন ধনী ধনদানে প্রমত্ত ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া কত শত দীনহীন লোকদিগকে কষ্ট দিতেছে, কেহবা সেই ধন দ্বারা দীনের দীনতা নাশরূপ আশীষ-পুঞ্জ একত্রিত করিয়া অগ্নির সোপান প্রস্তুত করিতেছে। কোন মানব বিচিত্র ইচ্ছাপরি, দুর্ভিক্ষনিভ শব্দায় অসহায়শ্যরূপা প্রাণাধিকা প্রাণসিগীকে লইয়া রসালাপে বামিনী যাপন করিতেছে, কেহবা সামান্য পণকটীয়ে, মৃত্তিকাশয়্যায় মহিলাকে লইয়া দুঃখালাপে রজনী কাটাইতেছে। কেহবা অমূল্য ধন পুত্রধনে ধনী হইয়া জন্ম সার্থক বিবেচনা করত, হৃদয়াকাশে আনন্দশশীকে স্থান দিতেছে, পুরুষগণই আবার পুত্রধন প্রতিপালনে ঈশ্বর আমাকে অক্ষম করিয়াছেন, এই চিন্তামেষ আসিয়া সেই শশীকে সমাচ্ছন্ন করিতেছে। কোন মানব বা সমস্ত সুখের অধিপতি হইয়া ও ধনশ্রেষ্ঠ পুত্রধনে বঞ্চিত হইয়া সংসার অসার বোধ করিতেছে। হে জগদীশ! তুমিই প্রভা, তুমিই কৌশলময়, কাহার সাধা তোমার মায়া বন্ধিতে পারে।

এক দিন মহারাজ কেশরীশীর্ষ্য বহুমূল্য মণি বাণিকা-খচিত রত্ন-সিংহাসনে, সুধীর পারিষদবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া, নক্ষত্রমণ্ডলমাত্রে শলীসম বিরাজ করিতেছেন। সভার শোভার সমা নাহি। কেহ

বা রাজার গুণ কৌতুহ করিতেছে, কেন সভা স্বর্ঘ্য সম্বন্ধীয় নানাবিধ উপদেশ দ্বারা রাজার শ্রবণযুগলকে সম্বুষ্ট করিতেছেন। এইরূপে নানা শাস্ত্র ও বিচার চর্চা হইতেছে, এমন সময়ে জনৈক হুদী মনুশাস্ত্র সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী লইয়া তর্ক করিতে করিতে সহসা “পুণ্যমো নরকাত্ম বন্দ্যাদ্বারেতে পিতরং সুতং” অর্থাৎ পুণ্যম নরক হইতে পুত্র ভিন্ন পিতাকে কেহ উদ্ধার করিতে সমর্থ নহে এবিধ বাক্য উচ্চারণ করিলেন। বাক্যটী রাজার হৃদয়ে বাজিল। মুখমণ্ডলে চিস্তার লক্ষণ লক্ষিত হইল। শারদীয় পূর্ণ শশধরকে হঠাৎ মধ্যে আকুল করিল। শাস্ত্রমুখা-ভাণ্ডে সন্দেহ-হলাহলের সংস্পর্শ হইল। এই নির্দাক্ষণ বিষময় বাক্যশব্দ রাজার শরীরভাঙ্গুরে প্রবিষ্ট হইয়া অশেষ প্রকারে যন্ত্রণা দিতে লাগিল। দুর্ভাবনা-রাক্ষসী শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া ধৈর্য্য গান্ধীর্ঘ্য প্রভৃতি গুণ সবলকে এক কালে গ্রাস করিল। করকমলে দুখকমল বিন্যস্ত করিয়া দ্বৈত বন্ধিমতাবে যেন কি ভাবিতে লাগিলেন। সময় পাইয়া মলিনতা-রাজ রাজার মুখ চেল্লিমাতে গ্রাস করিল। সমুদ্র দীর্ঘ নিশ্বাস মধ্যে মধ্যে নাসিকা হইতে নির্গত হইতে লাগিল।

সভাসদগণ গাঢ় নিদ্রিষ্ট হইয়া তৎকালোপযোগী স্ব স্ব কার্য্য-সকল পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। রাজা যেন সে রাজাই নহেন, সে ক্ষুদ্রি নাই, সে মধুরতাও নাই, অনতিপূর্বে যে অনুপম কাণ্ডিতে সভা আলোকময় হইয়াছিল, তাহাও নাই। নাসিকার উপরিভাগে অগ্নি অগ্নি ঘর্ষবিন্দু, সুধাঃ শুবদন বিরস, নয়নকমল নীরে ঢল ঢল। রাজা রোদন করিতেছেন; অজ্ঞাতসারে, পাছে কেহ বধিতে পারে। চাকর জল ঢাফেই নিবারণ করিতেছেন; সদাই অন্যমনস্ক, যেন একমনা হইয়া কি ভাবিতেছেন, ভাবিবার ত কিছুই দেখিন, ইহর ত তাঁহাকে সকল বিষয়েই সুখী করিয়াছেন; তাঁহার ত কিছুই অভাব নাই, তবে কি জন্য এত চিন্তা, কেনই বা একরূপ ভাব, বৈয়দিক চিন্তা, তাহাই বা কেমন করে, রাজার ত সকল রাজার সহিত

সখ্যভাব, সকলেই তাঁহার অনুগত, সকলেরই নিকট তাঁহার মান, রাজ্যের সর্বত্রই শান্তি বিরাজিত, আর তাহা না হইলেও বিষয়-সম্বন্ধে কোন কথা হইলে অমাত্যদিগের নিকট অবশ্যই বিদিত থাকিত ; তবে কি বন্ধুবিয়োগ, না তাহাও নহে, বিরহ-বেদনা, রাজা বিরহ কাহাকে বলে তাহাও পরিজ্ঞাত নহেন । রমণী-রত্ন চন্দ্রপ্রভা ছায়ার ন্যায় অগুঞ্জন রাজার নিকটে অবস্থিতি করিতেন । চন্দ্রপ্রভা রাজার হৃদয়াকাশের শশীসম । কলকলহীন পূর্ণ শশীসম সর্বদাই পূর্ণোদয় ; দিবানিশি ভেদ নাই । দিব্যভাগে চন্দ্র দর্শন করা যায় বটে, কিন্তু আভাহীন ; এ সেরূপ চন্দ্র নহে, সর্বদাই জ্যোতির্ময়, যাহা হউক এত বিরহও নহে । তবে এত শোক কি জন্য, কি জন্যই বা এত ভাবনা ? কোঁতুল, ক্ষান্ত হও, ক্ষণকাল পরেই জানিতে পারিবে মহারাজ কি কারণে বিগ্নভাকে আশ্রয় করিয়াছেন ।

সভাস্থলে সহসা রাজাকে ঈদৃশ অবস্থাপন্ন অবলোকনে, মন্ত্রীবর কারণ জিজ্ঞাস্য হইয়া রত্নাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, হে রাজন্ ! অধীন জনের বাক্য প্রিয়ই হউক বা অপ্ৰিয়ই হউক, প্রভুর তাহা শ্রবণে স্থান প্রদান করা কর্তব্য । মাদৃশ অজ্ঞ ব্যক্তির মুখ হইতে সত্য হিতকর ও মনোহর বাক্য নিঃসৃত হওয়া অসম্ভব । হে ভূপতে ! কিঞ্চিৎ পূর্বে আপনাকে সদানন্দ দর্শন করিয়াছি, সহসা সে ভাবের ভাবাস্তর কেন ? সদানন্দে নিরানন্দ কেন ? নির্মল শারদীয় গগণে অকস্মাৎ মেঘের উদয় কেন ? ভবাদৃশ পুরুষার্থশালী তিগুণভেজা ব্যক্তির ঈদৃশ ভাবাস্তর সামান্য কারণে কখনই সম্ভবে না । তুচ্ছ তৃণাগ্নিতে কি গম্ভীর বারিধির বারি উত্তপ্ত হয় ? সামান্য অনিলাঘাতে কি উন্নত অচলের শৃঙ্গ ভগ্ন হইতে পারে ? লোকে নিক্ষেপণে নিরনিধি আন্দোলিত হয় না । হে নরেশ ! আপনার বিরল বদন অবলোকন করিয়া আমাদের চিত্তমাতঙ্গ অতিশয় অধীর হইয়াছে ; মনোগত ভাব প্রকাশরূপ অঙ্কুশ দ্বারা হৃদয় করিলে পরম পুলকিত হই । সামান্য ব্যক্তি দ্বারাও সময় বিশেষে মহতের উপকার সাধিত

হইয়া থাকে ; পাশাবদ্ধ পশুরাজ সিংহও সামান্য মুখিক হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। হে ক্ষিতীশ ! অধীনজনের নিকট মনোগত ভাব প্রকাশ করুন। আমরা প্রাণপণে তাহার প্রতীকার চেষ্টা করিব। নিজ প্রাণ দিয়াও প্রভুর ইচ্ছা সাধন করা কিঙ্করের কত্তব্য, তাহাই যদি না পারিলাম তবে এ অনিত্য জীবনে কি প্রয়োজন। অনুগত সন্থীপে অন্তরের কথা ব্যক্ত করিলেও কথঞ্চিৎ কাঁটের লাঘব হয় ; তাহাদের দ্বারা সহুপারও স্থির হইতে পারে। অতএব হে নরনাথ ! সন্নিহনে নিবেদন, সরল হৃদয়ে শ্রীয হৃদয়ের কথা প্রকাশ করিয়া আমাদের উৎকণ্ঠাকুলিত চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন।

রাজা ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্বক হস্তের দ্বারা অশ্রুজল মার্জনা করত অতি যত্নস্বরে সচিবকে মানর সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, হে মন্ত্রী ! তুমি যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিলে সকলই সত্য ও নীতিগর্ভ। অল্প সভাতে পণ্ডিত মহোদয় হইতে আমি একরূপ জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়াছি। অজ্ঞানাকার তিরোহিত হইয়া অল্প হইতে আমার হৃদয়াকাশে জ্ঞান প্রভাকরের অভ্যুত্থান হইল। পুত্র বাতীত পিতার উদ্ধার নাই। যেরূপ জলশূন্য সরোবর ও ফলহীন তরুণ, পুত্রশূন্য সংসারও তদ্রূপ। ভাবী ভাবনা এত দিন আমার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। আমার রাজ্য, আমার ঐশ্বর্য্য, আমার দেহ, আমার অটালিকা, আচ্ছা ! কেবল আমার আমার করিয়াই এতকাল অতিবাহিত করিয়াছি। চক্ষু মুদিলে যে কি হইবে একবারও মনে ভাবি নাই। যে ধনে, যে রাজ্যে ও যে দেহে এত মায়া ও এত যত্ন, প্রাণবায়ু বহির্গত হইলে যে, সে সকল কাহার হইবে ক্ষণকালও তাহা চিন্তা করি নাই। ভাবিতাম বুকি চিরকালই বাঁচিতে হইবে। কিন্তু এখন সমস্তই বিশেষরূপে বদলিয়াছে, যে আমার রাজ্য পরের জন্য, আমার ধন-সকল পরপোষণার্থ। পূর্ব জন্মে না জানি কতই কুরুত্ব করিয়াছিলাম, কত লোকেরই বা পুত্রনাশ করিয়াছিলাম, তাহা না হইলে

আমি পুত্রধনে বঞ্চিত হইব কেন ? আমি কুলের কুলদ্বার জন্মিয়াছি। আহা ! আমা হইতেই বংশনাশ হইল ; মহাপাতকী একুপ বিশাল রাঙ্গকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া নির্মল কুলতরু নির্মল করিল। বুঝিলাম ঈশ্বর নির্বংশ শব্দটী আমার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অথবা তাঁহারই বা দোষ কি, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ ! আমি নিজ কর্মের ফল ভোগ করিতেছি। প্রাক্তন জন্মে যদি পুণ্য সঞ্চয় করিতাম তাহা হইলে কখনই নিরপত্যভারুপ বিবম দাবদাহে দগ্ধ হইতে হইত না। আমি নরাধম, ধিক্ আমার রাজ্যে ! ধিক্ আমার ঐশ্বর্য্যে ! ধিক্ আমার জীবনধারণে ! সংসার ত পুত্রধন লইয়া, নিরপত্য হইয়া রাজ্যঐশ্বর্য্যের আবশ্যক কি ? অরণ্যই তাদৃশ ব্যক্তির উপযুক্ত স্থান, তপসাই তাহার ভ্রত, ফলমূলই জীবনোপায়। হা অদৃষ্ট ! এত দিনে আমার দগীয় পিতৃলোকদিগের পিওবিচ্ছেদ হইল। উঃ ! আর সহ্য হয় না, প্রাণ ! তুমি বহির্গত হও এ পাপ দেহে আর কেন ? অথবা আমার সংস্পর্শে তুমিও পাপমন্দি হইয়াছ ; নতুবা কেন এই অপবিত্র দেহ হইতে বাহির হইতেছ না। হা বিধাতঃ ! আমার ঈদৃশ দশা দর্শন করিয়াও কি তোমার হৃদয়ে দরদর উদ্বেক হইতেছে না ? ঐকিলাম, তুমি নিরাকর তোমার হৃদয় পাবাগময় ; আশ্রমতরু ফলবান্না হইলেও কি যেহ বশতঃ তাহাতে ঢল সেক করে না। - এতদুচ্চৈশ্বর্য্য দ্বারা দেবদেব, দান দ্বারা ঋষিঋণ এবং পুত্র দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধিত হইয়া থাকে। হা জগদীশ্বর ! আমি কি এত অপরাধী, যে তিরকালের তন্য আমাকে বণভালে জর্জরিত থাকিতে হইল। হে মন্ত্রি ! এক্ষণে সমস্ত বঞ্চিত ? আমি আর সংসারে থাকিব না, সংসার আমাকে আর ভাল লাগে না। নাংসারিক কোন বস্তুতে আমার লালসাও নাই। আমি সংসারমুখে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। আমার সকল আশাই মিটিয়াছে, এক্ষণে মনন করিয়াছি তোমার হস্তে রাজ্যভার নাস্ত করিয়া অরণ্যে গমন পূর্ব্বক অবশিষ্ট জীবন ঈশ্বরআরাধনায় ক্ষেপণ করিব। তুমি অগ্ন হইতে

আমার ন্যায় রাজকার্য্য সকল পর্য্যবেক্ষণ করিবে। তুমি রাজা হইবে, কিন্তু দেখিও যেন ধনমদে মত্ত হইয়া কুপথগামী হইও না ; সুখমদশী ও ন্যায়ানুগত হইয়া অপতানির্ধিশেষে প্রজাপালন করিবে। মন্ত্রীকে এবিধ উপদেশান্তে রাজা সভাস্থ সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ পূৰ্ণক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

সভা ভঙ্গ হইল। ঐ সঙ্গে সভাসদগণের ছনয়ের শাস্তিরও ভঙ্গ হইল। প্রজাকুল ভাবী ভাবনায় শোকাকুল। রাজা রাজ্য পরি-
ত্যাগ করিয়া বনগামী হইবেন, আমাদিগকে কে আর প্রতিপালন করিবে, কে পুত্রবৎ স্নেহ করিবে, বিপদকালে কাঁধারইবা শরণাগত হইব, নিরস্তর এই ভাবনায় শোকাকুল। রাজপুরী ত্রিভুজ হইবে, শত্রুকুল বদ্ধিততেজ হইয়া প্রজাপীড়ন করিবে, এমন স্বর্ণভূমি উচ্ছিন্ন বাইবে, অবিরত এই ভাবনায় শোকাকুল। রাজা হইয়া কিরূপে স্বাপদশঙ্কল ভীষণ বনে ভ্রমণ করিবেন, কসমূলাহারী হইয়াই বা কিরূপে জীবন ধারণ করিবেন, কি রূপেই বা প্রচণ্ড তপন-
তাপ কোমল শরীরে সহ্য করিবেন, অনুক্ষণ এই ভাবনায় শোকাকুল।
হায় রে বিধে ! তোমার মনে এই ছিল, এমন নুতন রকমের নিদাকণ বাদসাধা কোথায় শিখিয়া ছিলে। যদি জানিতে শেষে বনবাসী করিব, তবে এরূপ রাজ্য ভোগ করাইবার আবশ্যক ছিল কি ? রাজা হইয়া কি বনবাস সম্ভবে ? অতি সুখের পর অতি দুঃখ বড়ই অসহ্য। কোথায় রাজ্য সুখ, কোথায় বনবাস দুঃখ। স্বার্থপর প্রজাপীড়ক রাজারা যে সুখ অনুভব করিয়া থাকেন এত সে সুখ নহে, তাহা-
কেত প্রকৃত সুখ বলে না। নায়পরারণতা ও প্রজাবৎসলতা প্রভৃতি সঙ্গাণে যে সুখরাশি সম্ভূত হয়, এ সেই সুখ, সেই সুখই অনু-
পম সুখ। ইহার ত্রাস নাই, বিনাশও নাই। নিত্য নুতন ভাবে অনুভূত হইয়া থাকে। রাজ্যে কোন সুখেই বঞ্চিত নহেন ? অসীম ঐশ্বর্য্য, প্রবল প্রতাপ, দেশবিদেশে খ্যাতি, প্রজাগণসমীপে আশ্চর্য্যিক ভক্তি, আবার সংসারের সকল সুখের সার এক পরমরূপবতী পতিপরায়ণা

রমণীর উহার প্রণয়িনী । এত সুখেও অসুখ । হা জগদীশ্বর !
এত দিনে বুকিলাম, সকল সুখেরই সীমা আছে । এত দিনে বুকিলাম
এ জগতে প্রকৃত সুখ নাই । হা মৃগাতে ! একবারে আমাদের মায়্যা-
মুক্ত হইলে, একবার মনেও ভাবিলেন, যে আমাদের দশা কি হইবে ।
হে নরেশ ! বুকিলাম যে তোমার স্নেহ, তোমার মমতা, তোমার নায়-
নিষ্ঠা, তোমার প্রজাবৎসলতা, তোমার সরলতা, তোমার প্রিয়-
দয়তাই আমাদের কাল হইল । তুমি আমাদের প্রতি যদি নিষ্ঠুর
ব্যবহার করিতে, তাহা হইলেত আমাদেরিগকে এত কষ্ট সহ্য করিতে
হইত না । তখন মনকে প্রবোধ দিবার সামগ্রী থাকিত, মনও
প্রবোধ মানিত । অথবা তোমার দোষ কি, সকলই আমাদের অদৃ-
ষ্টের দোষ, তাহা না হইলে তুমি আমাদেরিগকে ত্যাগ করিবে কেন ?
জুলভ রত্নভোগ কি কখন দরিদ্রের অদৃষ্টে সম্ভবে ? কলতঃ প্রজা-
দিগের দুঃখের সীমা রহিল না । রাজপুরী হাহাকারময় হইল ।

এ দিকে মহারাজ কেশরীবীৰ্য্য হীনবীৰ্য্য হইয়া বিমল-বদনে ও
সম্মাপিতাশ্রু করণে অস্ত্রভবনে প্রবেশ করিলে, মহিষী, মহীপতির
মর্যাদা সংরক্ষণে তৎপর হইয়া গাত্ৰোত্থানপূর্ব্বক করপুটে অভ্যর্থনা
করত রাজার দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিয়া সুবর্ণময় পাণ্ডুলেপরি সমাদরে
ও সহাস্যবদনে বসাইলেন ; কিন্তু রাজার মুখে সে প্রেমসম্ভাষণও
নাই, সে সুখাময় হাস্যও নাই, সে রহস্যরস-মিশ্রিত বাক্যও নাই, সে
উজ্জ্বল কদম্বীয় কোমল কান্দিও নাই । রাজমহিলাত ইহার মর্ষ
অবগত নহেন ! যে ঘটনা ঘটয়াছে তাহার বিন্দু বিসর্গও জানেন
না ! আহা ! নিরপত্যাকরূপ আশীষিয সহস্রা যে রাজাকে ভয়ঙ্কর
ভাবে দংশন করিয়াছে, রাজ্ঞীত তাহার কিছুই অবগত নহেন ! বিষের
জ্বালা না হইলে সুবর্ণের নায় শরীর নীলবর্ণ কেন ? রাজার দীর্ঘশ
অশুভসূচক আকৃতি অলোকন করিয়া রাজ্ঞী ক্ষণকাল নিস্তব্ধ ভাবে
রহিলেন । প্রফুল্ল অস্তুর সংশয়কালকূটে পরিপূর্ণ হইল । আনন্দ-
শশী চিন্তামেঘে আবৃত হইল । মহিষী সন্দেহদোলায় ঢুলিতে

লাগিলেন । অনিষ্টাশঙ্কায় দেহ কাঁপিতে লাগিল । কই আমি ত কখন রাজার নিকট কোন অপরাধে অপরাধিনী নহি ? অবশ্যই ইহার কোন কারণ আছে । অনন্তর রূতাঞ্জলি হইয়া, কাতর-বচনে ও সজল নয়নে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, নাথ ! অন্য দিন যেরূপ দর্শন করি, আজ সেরূপ বিরূপ কিজনা ? বিশ্বাধরাভাস্তরে বিশুদ্ধ মুক্তা-হারের ন্যায় দর্শন-শ্রেণী প্রকাশ পাইতেছে না কেন ? আগমন মাত্র যে অপাঙ্গবান এ অধিনীর মানস-বিহঙ্গকে বিদ্ধ করিত, সে বান আজ নিমীলিত-নয়নভূগে স্থাপিত কেন ? যে নীলোৎপলনয়ন নিরন্তর নীরশূন্য সে কেন আজ ধারাপ্রের ধারার ন্যায় অশ্রুধারা বর্ষণ করিতেছে ? যে কমণীয় শরীর সর্মদা সুশীতল থাকিত, কি জন্য সে দেহ হইতে আজ ঘেদবিন্দু পতিত হইতেছে ? রাজ্ঞী বিনত্র-বচনে ও বাष्ণী কুললোচনে এত বিনয় করিলেন, কিছুতেই রাজা বাক্য বিন্যাস করিলেন না । যাহার কেবল মাত্র মলিন-সদন দেখিলে রাজার অশ্রুধার সীমা থাকিত না, সমস্ত জগৎ অন্ধকারের দর্শন করিতেন, কিছুই ভাল লাগিত না, আজ রাজা তাঁহার দুঃখ-পরি-পূতি হৃদয়বিদারক অতি কাতর বচনে ও বদির হইলেন । তাঁহার অশ্রু অশ্রুপাতেও হৃদয় আর্দ্র হইল না ।

অনন্তর যখন রাজ্ঞী দেখিলেন, রাজা নিতান্তই কথা কহিলেন না, তখন অমনি অবনীপতি-নক্ষত্রী শোকাবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া রোদন করিতে করিতে প্রবল-পবনাত্ত-লতার ন্যায় ভূতল-শায়িনী হইলেন । প্রাণনাথের যুগলপদ করকমলে ধারণ পূর্বক নয়নকমলে চরণকমল ভাসাইতে লাগিলেন । বোধ হইল যেন সরোজদ্বয় সরোবরে ভাসমান হইল । রাজ্ঞী কহিলেন, নাথ ! আর আমি যে আপনার কষ্ট দর্শন করিতে পারি না । আমার চিত্ত অত্যন্ত ব্যাঘ্রল হইয়াছে । হৃদয়বল্লভ ! আমি ত আপনার পাদ-পদ্মে কখন কোন দোষ করি নাই । এক দিনের জন্যও ত অপ্রিয়-বাক্য প্রয়োগ করি নাই । কখন আপনার কথা উল্লঙ্ঘনও করি

নাই। অধিনীকে যখন যে আজ্ঞা করিয়াছেন, তদ্বৎ তাহা সম্পাদন করিয়াছি। প্রতিদিনত অন্তরের কথা প্রকাশ করিয়া থাকেন, জীবিতেশ্বর! বলুন দেখি, তবে আজ কেন মনের ভাব প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন? কি জনাই বা কিকরীকে প্রভা-রণা করিতেছেন? হে প্রিয়তম! বলুন, আর যাতনা সহ্য হয় না; প্রাণ কণাগত হইয়াছে, বহির্গত হইবার আর বিলম্ব নাই।

একে রাজার কলেবরে নিরপত্যাক্রূপ শোকানল প্রবিক্ত হইয়া নিরন্তর দগ্ধ করিতেছিল, তাহাতে আবার প্রাণাধিকা প্রেয়সীর মনে কষ্টরূপ ঋতাহতির সংস্পর্শ হওয়ায় প্রবলবেগে অধিকতর যন্ত্রণা দিতে লাগিল। যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা অসহ্য হওয়ায়, রাজা রাজ্ঞীকে সান্দরসম্ভাষণপূর্বক যুহুমধুরস্বরে বলিলেন প্রিয়তমে! রোদনে ক্ষান্ত হও, শোক সম্বরণ কর। আমি নিজের কষ্ট অনায়া-সেই সহ্য করিতে পারি, কিন্তু তোমার কষ্ট প্রাণান্তেও দেখিতে পারি না। এক্ষণে গাত্রোখান কর এবং আমার শোকের কারণ যদি শুনিতে একান্তই উৎসুক হইয়া থাক, বলি শুন। প্রাণাধিকে! এত দিন আমি সংসারজালে আবদ্ধ হইয়া ভবিষ্যৎ চিন্তা কিছুই করি নাই। অদ্য সভামণ্ডলে জনৈক সুধীর উপদেশবাক্যে আমার মায়াতানশী বিনষ্ট হইয়া বৈরাগ্য-প্রভাকরের উদয় হইয়াছে। “পুঞ্জহীন নর পুণ্যম নরক হইতে উদ্ধার হয় না” এই বাক্যশেল আমার অন্তরে দৃঢ়রূপে পরিবিদ্ধ হওয়ায় তাহার যন্ত্রণায় দেহ-পতন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তবে যদি কখন সেই পরাৎপরের আরাধনা দ্বারা এই দুঃপানয়ে নিরপত্যাতাশেল দূরীকৃত হয়, তাহা হইলেই এ রাজ্যধন ও জীবনে প্রয়োজন; নতুবা এ পাপ প্রাণে কোন আবশ্যক নাই। এক্ষণে তুমি বিশুদ্ধ মনে ভবনে থাকিয়া ভবানীর ভাবনা কর। আমি অদ্য শেষ রজনীতে দৈশ্বরারাধনায় অরণ্যে গমন করিব। যদি কখন সেই জগদ্বন্ধু কণ্ঠসিকুর বিন্দুমাত্র রূপাপাত্র হইতে পারি, যদি কখন সফলমনোরথ হই, যদি কখন

অমূল্য-ধন পুত্রধন সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই, যদি কখন দীননাথ
দীনের দুঃখ দর্শন করিয়া দরদ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলেই পুনরায়
তোমার সহিত সাক্ষাৎ লাভ হইবে, নতুবা তোমার নিকট হইতে
এজ্জের মত বিদায় লইলাম ।

রাজার কুলিশপাতোপম ঈদৃশ বাক্যশ্রবণে রাজ্ঞী শোকাবগে
সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া, অতি কণ্ঠস্বরে রোদন করিতে করিতে
কহিলেন, নাথ ! এক্ষণ মর্ষভেদী বাক্য প্রয়োগ করা অপেক্ষা অধি-
নীকে একবারে বধ করা শত গুণে ভাল ছিল । হৃদয়েশ ! এক্ষণ
নিদাক্ষণ বাক্য প্রয়োগ করিবেন না । বলুন দেখি, আপনি ঈশ্বর-
রাধনায় গমন করিলে আমি তৃতীয় বিচ্ছেদানলে দহ্যমান হইয়া
কিরূপে শূন্য গৃহে বাস করিব ? নাথ ! আপনি যে আমার জীবন-
সম্বন্ধ, প্রাণ হইতেও শ্রেষ্ঠ, আমি যে আপনাকে ভিন্ন আর কাহা-
কেও জানি না । শয়নে, স্বপনে যে আপনার ঐ মোহন মূর্তিই
আমার ধ্যান । প্রাণ-বল্লভ ! হৃদয়ক্ষেত্রে যদি খুলিয়া দেখাইবার
হইত, দেখাইতাম যে উহার মধ্যে আপনার মূর্তি অঙ্কিত রহিয়াছে ।
আপনি ভিন্ন এ ভবন যে আমার পক্ষে ভূজঙ্গভবন সন্দেহ হইবে ।
আপনাকে লইয়াইত আমার সুখ । এক্ষণ নিদাক্ষণ বাক্য কোন্ প্রাণে
মুখ হইতে নির্গত করিলেন ! আমি যে আপনার চিরসঙ্গিনী, তাহা
কি একবারে তুলিয়া গেলেন ! প্রাণেশ ! আপনি কি মনে করেন
আমি আপনার বিরহ সহ্য করিয়া ভবনে থাকিব ! উদ্বন্ধনে বা
অনশনে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হয় তাহাও স্বীকার, তত্রাপি গৃহে
থাকিব না । অবলা কুলবালাদের যে পতি ভিন্ন গতি নাই । পতিই
তাহাদের ধ্যান, পতিই তাহাদের জ্ঞান । পতির মুখে সুখী এবং
পতির দুঃখে দুঃখী হওয়া, পতির আত্মা প্রতিপালন এবং সতত
পতির চরণ সেবা করা সতী স্ত্রীর কর্তব্য কর্ম । তবে নাথ ! কোন্
অপরাধে আমাকে আপনার চরণসেবা হইতে বঞ্চিত করিতে
চাহেন ? বনভ্রমণে অধঃশ্রমে ক্লান্ত হইয়া যখন আপনার মুখকমল

হইতে যেদবিন্দু নির্গত হইবে স্বীয় বসনাকলে মুছাইয়া দিয়া আত্মাকে
 পরিতৃপ্ত করিব। যখন নিদ্রাতুর হইবেন উকনুগলকে উপস্থান
 করিয়া আপনাকে উপহার দিব। নাথ! এই সকলইত আমার সুখ,
 আমি এইত প্রার্থনা করি; যে নারী নারায়ণের নায় স্বীয় পতিকৈ
 ভাবনা করে, সে অশেষ অনশুলোকে গমন করে। প্রাণনাথ! আপনি
 কি জানেন না, পাতিত্ৰতাই স্ত্রীজাতির ধর্ম? পতিপরায়ণ সতী
 পতি ভিন্ন আর কাহাকে অবলম্বন করিয়া থাকে? মাধবীলতা
 সহকার তরুকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। আরও দেখুন জনক-
 রাজনন্দিনী জানকী রামচন্দ্রের অনুগামিনী হইয়া বনে বনে বনা-
 কলাশনে বহুকষ্টে চতুর্দশ বৎসর পর্য্যটন করিয়াও কিছুমাত্র কষ্টা-
 নুভব করেন নাই, বরং মনের সুখেই কাল যাপন করিয়াছিলেন।
 পুণাশ্রোক মহারাজ মল অদৃষ্টবৈশুণো রাজ্যশ্রীভ্রষ্ট হইয়া, স্বীয়
 সহগামিনী বিদর্ভরাজনন্দিনী দময়ন্তীর সহিত বহুকাল অরণ্যে মহা-
 কষ্টে যাপন করেন। কিন্তু স্বামীসঙ্গে থাকায়, সাধ্বী সে রেশ,
 সুখ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। অতএব নাথ! অনুমতি করুন,
 আমিও আপনার অনুগামিনী হই। চন্দ্র গমন করিলেই কোমুদী
 তাহার সহগামিনী হয়। মেঘ নীলাশ্বর পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান
 করিলেই সৌদামিনী তাহার সঙ্গিনী হইয়া থাকে। অধিক কি ছায়া
 কি কখন দেহ ছাড়া থাকিতে পারে? নাথ! যদি একান্তই অধিনীকে
 পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন, তবে ক্ষণকাল বিলম্ব করুন, আমি
 আপনার সমক্ষে প্রাণত্যাগ করি, আমার মৃত দেহ বামে রাখিয়া
 অরণ্যযাত্রা করুন, তাহা হইলে কখন কোন অমঙ্গল ঘটিবে না।
 পাঠক মহাশয়! চন্দ্রপ্রভা রমণীরত্ন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।
 'কেমন, তাহা এক্ষণে সপ্রমাণ হইল কি না? দেখুন, প্রাণ পর্য্যন্ত
 দিয়া পতির মঙ্গলানুষ্ঠানে উচ্ছত। ধন্য রাজা কেশরীবির্ভা! বহু
 পুণ্যে এক্ষণে গুণবতী ভার্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রত্ন, সকল ভাগ্যে
 ঘটে না।

রাজার হৃদয় গলিল, রাজ্যীর তাদৃশ অর্থপ্রপূরিত অযতনয়
বাক্যে রাজার হৃদয় গলিল। কহিলেন, প্রিয়তমে! বাহ্য কহিলে
সকলই সত্য, কিন্তু রাজমহিষী হইয়া যোগিনীবেশে কি তোমার
বনগমন সম্ভবে? তুমি চিরস্থিতি কিস্তি জন্ম দুঃখিনীর নায় আমার
অনুগামিনী হইতে অভিল্যিনী হইয়াছ। হায়! আমি এ দেখে
প্রাণ থাকিতে কিরূপে তাহা দর্শন করিব! একে তুমি রাজকুল-
সম্ভ্রুতা, কখন কোন জ্বালা সহ্য কর নাই, সুখ ভিন্ন দুঃখ
কাহাকে বলে জাননা, তবে কিরূপে ভীষণ অরণ্যে যাইতে
উদাত্ত হইয়াছ? তুমি পতিপরায়ণা বটে, কিন্তু অকারণে এ
নরাধমের সহিত যাইয়া কেন কষ্ট পাইবে? কি জনাই বা এমন
কোমল কলবরকে ক্রেশ দিবে? হে জীবিতেশ্বর! এই সকল
কারণেই তোমাকে বনগমনে বারম্বার নিবারণ করিতেছি। হে বনা-
ভিলাষিনী! বনগমনে কাস্ত হও, পুনঃ বলি, বনবাসের আশা
পরিত্যাগ কর। বন কাহাকে বলে তুমি অদ্যাবধি তাহাও পরি-
জ্ঞাত নও। তাহাই বা কিরূপে জানিবে, তুমি রাজকন্যা,
তোমার অঙ্গ পতঙ্গও দেখিতে পায় না। চন্দ্রাননি! বনবাসের যে
কত কষ্ট তাহা প্রকাশ করিয়া তোমায় কি কহিব। হে পতিপরা-
য়ণে! যদি একান্তই আমার অনুগামিনী হইতে বাসনা হইয়া থাকে
এবং বনবাসের অসহনীয় কষ্ট সকল সহ্য করিতে সক্ষম হও, তবে
আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই শীঘ্র গাজোখান কর। ঐ দেখ রাজনী
শেষ প্রায় হইয়াছে; পৃথ্বী ঝিল্লীরবে প্রপূর্ণা, বক্ষোপরি বিহঙ্গমগণ
মধ্যেঃ গুমধুর ধ্বনি করিতেছে, যোগীগণ যোগাসন হইতে উত্থিত
হইয়া জগদীশ্বরের গুণগান করিতেঃ যশোভিষ্মে গমন করিতেছেন,
অতএব আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে।

অনন্তর রাজা ও রাজ্ঞী অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলে, বোধ
হইল, যেন চন্দ্র চন্দ্রিকার সহিত রাজ্যরূপ গগন পরিত্যাগ করিয়া
অরণ্যরূপ অস্তাচলে গমন করিলেন। কিয়দূর গমনান্তর যামিনী

প্রভাত হইল। রজনী যেন দম্পতির দুঃখ দর্শন করিতে না পারি-
য়াই নিহাররূপ অশ্রুপাতচ্ছলে রোদন করিতে করিতে স্বস্থানে গমন
করিলেন। পথের পার্শ্বস্থিত পাদপ সকল ফলভরে অবনত
থাকায়, বোধ হইতেছিল, যেন তাহারা নতশিরে নরেন্দ্রকে নমস্কার
করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে মন্দ মন্দ মারুত-হিলোলে উন্নত
শাখী-শাখা সকল আন্দোলিত হইয়া যেন তাহারা শিরশ্চালনে
রাজাকে বন গমনে বারম্বার নিবেদন করিতেছে। যখন রাজা
পথশ্রমে ক্লান্ত হইতে লাগিলেন, সমীরণ অমনি শীতল ভাবে
সঞ্চালিত হইয়া রাজা ও রাজ্ঞীর সেবা করিতে লাগিল। কিন্তু হইলে
কি হয়, তাঁহাদের ত কখন পথচলো অভ্যাস নাই, পথশ্রম জন্য
অশেষ প্রকারে কষ্ট পাইতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে কখন
কুশাক্ষুর কোমল পদতলকে ক্ষত বিক্ষত করিতেছে, কখন বা প্রান্তর
সম কঠিন যুস্তিকা সংস্পর্শে শোণিত ধারা পতিত হইয়া অস্থির
করিয়া তুলিতেছে। কোন সময়ে উন্নত ভূমিতে উঠিতে উঠিতে
সহস্রচরণ স্থলিত হইয়া চূতলশায়ী হইতেছেন; অস্পর্শ পরেই
আবার ধরাসন তাজিয়া মন্দগতিতে গমন করিতেছেন। আহা!
রাজা ও রাজ্ঞীর তাত্‌কালিক অসহ্য ক্রেশ দর্শন করিলে পাষাণময়
হৃদয়ও বিদীর্ণ হয়, অতি নির্দয় নিষ্ঠুরের অন্তরেও দয়ার সঞ্চার
হইয়া থাকে। সময় পাইলে কেহই ছাড়েনা। এমন দুঃসময়ে
আবার নির্দয় দিনমণি চন্দ্রাননী চন্দ্রপ্রভার প্রভায় লজ্জিত ও
বিমোহিত হইয়া বাল্যভাব পরিহার করণানন্তর বিষম বিষম বান-
মাগে অধিরোহণ পূর্বক বিকটাকার দর্শন বিস্তার করিল এবং প্রচণ্ড
কর দ্বারা বনচারিনী রাজনন্দিনীর কোমল শরীর স্পর্শ করিয়া
অশেষ প্রকার যাতনা দিতে লাগিল। এদিকে অগ্নিস্কুলিঙ্গের
নায় অত্যন্ত গুণ বালুকাকণা সকল রক্তোৎপল সম পদতল দগ্ধ
করিতে লাগিল। ঘর্ষজালে পরিধেয় বসন আদ্র হইল, নাসিকা
হইতে ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস নির্গত হইতে লাগিল। সময় পাইয়া

পাপীরসী পিপাসাপিণ্ডী আসিয়া আবার রাজ্যের কণ্ঠ রোধ করিল।

কোমলাঙ্গী যখন পথশ্রমে একান্ত ক্লান্ত ও দাক্ষণ পিপাসায় অস্থির হইলেন, আর চলিতে পারেন না, তখন মহারাজাকে বিনম্র বচনে ও কাতর স্বরে সম্ভাষণ পূর্বক কহিলেন, নাথ! আরত আমি বাঁচি না, আমার প্রাণ যায়, এক পা চলিতেও অক্ষম, জল দিয়া জীবন রক্ষা করুন। হৃদয়নাথ! আমার হৃদয় ক্রমে শুক হইয়া আসিতেছে, বুঝি এত দিনে আপনার চরণসেবায় বঞ্চিত হইলাম। প্রাণনাথ! এ কি হইল চক্ষে দেখিতে পাই না কেন, জগৎ অন্ধকারময় বোধ হইতেছে, চতুর্দিক শূন্যময় দেখিতেছি, প্রিয়সখী! রজনী কি আবার সমাগত হইল। কই তাহাও ত নহে, তাহা হইলে কিরণ উষ্ণ হইবে কেন! অনিল অনল শিখা বহন করিবে কেন! হৃদয় বলভ! জলাভাবে বুঝি জীবনবিহগ দেহপিঞ্জর হইতে প্রস্থান করে। হে জীবিতেশ্বর! আর কষ্ট সহ্য হয় না শীঘ্র জীবন দিয়া জীবনরক্ষা করুন। কাতরস্বরে এই কথা বলিতে বলিতে রাজ্যী মুচ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

রাজ্যীকে হঠাৎ মুচ্ছিতা ও ভূতলে পতিতা দেখিয়া রাজা আর শোকাবেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। হা হতোহ্মি বলিয়াই অরুণপূর্ণলোচনে কহিলেন, প্রিয়তমে! তখনই ত বলিয়াছিলাম, আমার সঙ্গে বনগামিনী হইও না, বনবাসের অশেষ কষ্ট তোমার কোমলাঙ্গে সহ্য হইবে না, তখনই ত বলিয়াছিলাম দুর্গমপথগমন-যন্ত্রণায় কাতর হইতে হইবে। রাজমহিষী আমি কি তোমায় তখন বলি নাই, যে ভীষণ বিপিন মধ্যে গমন করিলে তোমার জীবনসংশয় হইবে। তুমি কিছুতেই আমার কথা শুনিলে না, কত বুঝাইলাম, কিছুতেই শুনিলে না, অনাথিনী ও দুঃখিনীর ন্যায় আমার সঙ্গিনী হইলে। প্রিয়ে! তোমায় ধন্য, তোমার পতিভক্তিকেও ধন্য, পতির জন্য বিপিনে আসিয়া অনাথার ন্যায় প্রাণ হারাইলে। হায়! এখন কি করি, কি উপায়েইবা প্রিয়তমার প্রাণ রক্ষা করি,

কি রূপেইবা মুছাপনোদন করি, কেমন করিয়াইবা হতচেতনা প্রেয়-
সীর চৈতন্য সম্পাদন করি, কোন উপায়ই স্থির করিতে পারি-
তেছি না। এ ভীষণ মনুস্যসমাগমশূন্য পথমধ্যে কোন স্থানেত
জল পাইবার সম্ভাবনা নাই। তবে কি এত দিনের পর বন মধ্যে
জলাভাবে প্রেয়সীকে হারাইলাম, স্বহস্তে এমন স্বর্ণপ্রতিমা বিসর্জন
দিলাম, হায়! আমি কি নিষ্ঠুর, কি পাবণ্ড, হা পতিমনমোহিনি!
হা বনবাসসঙ্গিনী! তোমার মনে কি এই ছিল, যদি এমন মনে
জানিতাম, যে তুমি পতিসঙ্গে আসিয়া পথে প্রাণত্যাগ করিবে,
এবং আমাকে দুঃখার্ণবে ভাসাইবে, তাহা হইলে এ হতভাগ্য কখনই
তোমাকে বনবাসে সঙ্গিনী করিত না। এই কি তোমার কর্তব্য,
এই কি তোমার ভালবাসা, এই কি তোমার অচলা পতিভক্তি,
তুমি অন্যায়সে আমাকে পরিত্যাগ করিলে। মুছ! কি তোমার
এতই প্রিয়পাত্রী, সে কি তোমার এতই অনুরাগের ধন, যে তাকে
লইয়া পরম সুখে নিদ্রা যাইতেহ? প্রিয়ে! তুমি সর্বদা বলিতে
আমার ক্ষন্যমন্ধিরে কেহই বসিতে স্থান পায় না। এখন বুঝিলাম
সে কেবল কথার কথা এবং মুখের ভালবাসা। আমি যদি তোমার
প্রণয়ের পাত্র হইতাম, তাহা হইলে তুমি আমার সমক্ষে কখনই
অনিষ্টকর অনাধু অচেতন্যের সহিত সহবাস করিতে না। এত
দিনে জানিলাম তুমি আমার নও, বনমধ্যে আগমন করিয়া
আমায় ভাল পতিব্রতাদর্শ দেখাইলে! পতিপরায়ণা স্ত্রীর পতির
নিকটে এইরূপে কার্য্য করাই উচিত! যাহা হউক, প্রিয়ে! তোমার
দুঃখ দেখিয়া আমার প্রাণ যায়। তুমি কি একবারে আমার
পরিত্যাগ করিলে! আর কি প্রেমপরিপূর্ণ প্রিয়বাক্যে প্রাণনাথ!
বলিয়া ডাকিবে না, আর কি সহাস্য বদনে ও উল্লাসিত মনে অমৃতময়
বাক্যে আমার অবগুণ্ণকে সঙ্কষ্ট করিবে না। প্রাণপ্রিয়তমে!
লতাত বৃক্ষতেই থাকে; বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া লতা কোথায় ধরাশায়িনী
হয়। হায় রে হতবিধে! তোর কি বিচিত্র বিধি, তোর কি

হিতাহিত কিছুই বিবেচনা নাই, যে স্বর্ণময়ী প্রতিমা সুবর্ণময় পর্য্যঙ্কে-
পরি সিতশয্যার শয়ন করিতেন, তাঁহাকে আজ ধরণিশয্যায় শয়ন
করাইলি। যে কুলকামিনীর কমনীয় অঙ্গ পাতঙ্গোদর্শন করিতে
পাইত না, আজ তাঁহাকে কাননরূপ ভীষণ রূতাস্তকবলে কবলিত
করাইলি। যে পতিপরায়ণা সতী সতত সুশীতল ও সুবাসিত সলিল
পান করিয়া তৃপ্তি বোধ করিতেন, আজ তাঁহাকে বনমধ্যে আনিয়া
জলাভাবে তাঁহার জীবন হরণ করিলি। বাঁহার গুরুোমল শরীর
সর্বদা সুরমা সৌন্দর্য্যপরি অবস্থিতি করিত, আজ তাঁহাকে অরণ্য
মধ্যে আনিয়া প্রথরতপনতাপে হতচেতন করিলি যিনি মণিমাণিক্যা-
খচিত বহুমূল্য বসন পরিধান করিতেন, আজ কিনা তাঁহার অঙ্গে
কুরঙ্গচর্চা। রে নির্দয় বিধে! তোর বিধিকে ধিক্, তোর বিবেচনাকেও
ধিক্। এইরূপে রাজা নানাবিধ বিলাপ ও পুরিতাপ করিতে
লাগিলেন। পশুপক্ষী এবং অচেতন পদার্থ সকলও তাঁহার
দুঃখে দুঃখিত হইল। অনন্তর তাঁহার অনবরত নয়নবারি রাজ্ঞীর
দেহে পতিত হওয়ার ও উত্তরীয় বস্ত্র দ্বারা নিরন্তর বাজন করাতে
রাজ্ঞীর নিমীলিতনেত্র উন্মীলিত এবং পার্শ্ব পরিবর্তন হইল।
তদন্বয়ে রাজার হৃৎস্থিত শুক আশাতক মুগ্ধরিত হইল।
ক্রমে বেলারও অবসান, সুমন্দশীতল সন্ধ্যার সঞ্চালিত হইয়া সকলের
শরীর শিথল করিতে লাগিল।

অনন্তর যখন রাজা দেখিলেন রাজ্ঞীর কিঞ্চিৎ সংজ্ঞালাভ হই-
য়াছে, তখন আর আক্লাদের সীমা রহিল না। সকল যাতনাকে
এককালে দেহ হইতে দূরীকৃত করিয়া প্রিয়াকে প্রিয় সম্ভাষণে কহি-
লেন, প্রণয়িনি! বেলা অবসান হইয়াছে, আর এ জনশূন্য অরণ্য
মধ্যে অবস্থিতি করা অবিধেয়। শুনিয়াছি অনতিদূরে ব্রহ্মানন্দ
গুহির আশ্রম, চল আস্তে আস্তে সেই আশ্রমভিমুখে গমন
করি। কাস্তে! যদি একান্তই পদব্রজে গমন করিতে কষ্ট বোধ
হয়, আমার স্বক্লোপরি তোমার কোমল হস্ত আরোপিত করত

উভয়ে মন্দ মন্দ গতিতে গমন করি চল। গাত্ৰোত্থান কর, আর বিলম্ব করিওনা, কারণ এ অরণ্যানী, অনতিবিলম্বেই স্থাপন সকলের সমাগম সম্ভাবনা, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা অধিকতর কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। রাজ্ঞী, রাজার বাক্যে অন্য কোন উত্তর না দিয়া, নাথ তবে চলুন, এই বলিয়া পৃথিবী হইতে উত্থিতা হইলেন এবং রাজার স্তম্ভোপরি হস্তার্পণ করত মৃদুগমনে চলিলেন।

ক্রমে দিনমণি পঞ্চমিনী প্রণয়সিন্ধু মন্ডনে ক্রান্ত হইয়া বিরস-বদনে অস্থানে গমন করিতেছেন, প্রদোবকাল রক্তবাস পরিধান পূর্বক সুখদায়িনী পুরজনীর প্রতিক্ষণ করিতে লাগিল, এমন সময়ে বিভাবরী মস্তকোপরি মনোহর উজ্জ্বল চন্দ্ররূপ কিরীট ধারণ করিয়া প্রিয়সখী তারাগণের সহিত দেখা দিল। পঞ্চমিনী প্রিয়বিরহে জলে মগ্ন হইতে উদ্যত। তাঁহার দৈর্ঘ্য দশা দর্শন করিবার নিমিত্তই যেন কুমুদিনী দৈব ঘাড় তুলিলেন। সিতকরের কর গাত্রসংস্পৃষ্ট হওয়াতে, মুখ বিকসিত হইল-হাসি ধরে না। এই সকল দেখিতে দেখিতে রাজা ও রাজ্ঞী আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।

পাঠক মহাশয়! রাজ্যত বনে আসিয়া উপস্থিত। রাজা ব্যতিরেকে রাজ্যের কিরূপ অবস্থা একবার দর্শন করুন? ত্রক্ষসি প্রদেশে সুখসুখের অবসান হইয়াছে। রাজা রাজ্ঞী আজ বনবাসী। রাজ্যভাগ করিয়া, অতুল ঐহর্ষে জলাঞ্জলি দিয়া, সংসারের মায়া কাটাওয়া, রাজা সজ্ঞীক আজ অরণ্যবাসী, সামান্য বেশে ও পদচারে অরণ্যবাসী। রাজপুরী অন্ধকারময়, রাজা ব্যতিরেকে অন্ধকার ময়। হৃদয় প্রশ্রয় করিলেই তমোময়ী নিশা দেখা দেয়। বহুজনসমাকীর্ণ, গীতবাদ্যোদ্ভলিত ও আনন্দকোলাহলময় আলোকপূর্ণ নাট্যভবন অভিনয়াস্ত্রে যদ্রূপ অন্ধকারময় ও ভীষণমূর্তি ধারণ করে, রাজা ব্যতিরেকে রাজ্যও অবিকল তদ্রূপ ভাব ধারণ করিয়াছে। চপল-স্বভাব কোতুকপ্রিয় বালক আমোদের নুতন সামগ্রী পাইলে প্রথমতঃ যেমন মহানন্দ ও আগ্রহের সহিত কখন বক্ষে ধারণ, কখন করপুটে

সংরক্ষণ করে কিন্তু একবার ভুলিয়া গেলে আর তাহার সে যত্ন থাকে না, ধূল্যাবলুণ্ঠিত হইয়া কোথায় পড়িয়া থাকে কিছুই অনু-
সন্ধান রাখে না, রাজ্য কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ত্রকর্ষি রাজ্যের
দশাও তাহাই হইয়াছে। রাজ্য অীত্রষ্ট হইবে নাই বা কেন ? রাজ্য
ও রাজ্যী লইয়াইত রাজ্যের অী। রাজলক্ষ্মী চন্দ্রাননী চন্দ্রপ্রভার
সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের সকল মুখ্যতারাও লিই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কলতঃ
কোশলাধিপতি রাজা রামচন্দ্র সহধর্মিণী মৈথিলী সহ বনগমন
করিলে কোশলরাজ্য যেরূপ দশা প্রাপ্ত হইরাছিল, রাজাকেশবী-
বীর্যের সস্ত্রীক বনগমনে ত্রকর্ষি রাজ্যও তাদৃশী দশায় উপনীত
হইয়াছে।

এদিকে রাজ্য সস্ত্রীক উপবন দর্শন করিতে করিতে গমন করিতে
লাগিলেন। তপোবন মনোহর ও অনির্লচণীয় শোভাশালী, অতি
পবিত্র, সাক্ষাৎ ধর্ম বিরাজিত। বোধ হয় যেন পুরুষোত্তমের
পুণ্যক্ষেত্র, যথায় জীবগণ গমন করিলেই পাপবিমুক্ত হয়, মন
উল্লাসিত হইতে থাকে। মায়াময়ী তিরোহিত হইয়া মানসপক্ষী
মঙ্গলময় নিত্য সুখরূপ মহীকহে আরোহণ করিতে অভিলাষী হয়।
দেহের দুর্দান্ত রিপুসকল আর থাকে না, কেনই বা না হইবে,
যেখানে সত্যনিষ্ঠ সাধুসকলের বাসস্থান, যেখানে তপস্যার প্রভা
প্রকাশ পাইতেছে, যথায় দয়া, শ্রদ্ধা প্রভৃতি সদাণ সকল জীবের
দুরিত বিদূরিত করিবার জন্য অহরহ নিযুক্ত আছে, যে স্থান শান্তি-
দেবী সদত সদয় ভাবে রক্ষা করিতেছেন, সে স্থান যে সকল সুখের
নিদান হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি ! কোথায় নানাবিধ তরুগণ
মন্দ মন্দ মাকড়সিজালে যোগীদিগকে স্তম্ভ করিতেছে, রক্ষোপরি
অংশুমালীর অংশুবিক্ষিপ্ত হওয়ায় বোধ হইতেছে বেন স্বর্ণের
পর্ণ সকল শোভা পাইতেছে। কদম্বরক্ষতলে কুরঙ্গগণ পরস্পর
গাত্র কণ্ঠ্যন করত উপবিষ্ট, কোথাও বা নানাবিধ সুরভি পুষ্প
বিকসিত হইয়া আগ্নেয়গিরির তৃপ্তি সাধন করিতেছে। নিকরের

ঝর ঝর শব্দ, কজ্জোলিনীর কুল কুল ধনি, বন্য পশু সকলের গভীর
 নিনাদ ও মধ্যে মধ্যে অলোকময়ী রজনী পাইয়া কোন কোন পক্ষীর
 সুললিত গান, এই সমস্ত একত্রিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন জগৎ
 যন্ত্রতাললয় সহকারে তপোবনে আসিয়া শান্তিদেবীকে সুমধুর সঙ্গীত
 শ্রবণ করাইতেছে। এইরূপে রাজা ও রাজ্ঞী তপোবনের অলৌকিক
 শোভা সকল সন্দর্শন করিতে করিতে গমন করিতেছেন। এমন সময়ে
 অনতিদূরে একটি দীপশিখা দর্শন করিলেন। ঘোর জলদজাল
 সমাকীর্ণ অতি ভয়ঙ্করী বিভাবরীতে পরিশ্রান্ত ও পথভ্রান্ত পথিক
 হঠাৎ জ্যোতির্ষ্ময় চন্দ্রমা সন্দর্শনে যদ্রূপ আশা প্রাপ্ত ও পুলকিত
 হয়, রাজা দীপশিখা দর্শনে তাদৃশী প্রীতিলাভ করিলেন। মনের
 উজ্জ্বল প্রিয়াকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রাণাধিকে! ঐ যে
 দীপশিখা দেখা হইতেছে বোধ হয় ঐ ব্রহ্মানন্দ মুনির আশ্রম।
 মুনিদের যোগে বসিবার সময় হইয়াছে অতএব কিঞ্চিৎ দ্রুতগমনে
 চল, যোগে বসিলে অদ্য আর তাঁহার সহিত দেখা হইবে না।
 রাজ্ঞী, রাজার বাক্যে সাহসে ভর করিয়া চলিতে লাগিলেন, ক্রমে
 আশ্রমে উপস্থিত, দেখিলেন গ্রহগণপরিবেষ্টিত প্রাচীতপানের
 ন্যায়, এবং পার্শ্বতমধ্যগত শোভাশালী সুমেকর ন্যায়, সেই
 জ্যোতির্ষ্ময় যোগীবর শিষ্যসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া বিরাজ করিতে-
 ছেন। ঋষির বয়ঃক্রম অনূন সান্নিধ্যত, প্রতাপ কাকনের ন্যায়
 বর্ণ, পৃষ্ঠদেশে সুপুরুষটাতার পতিত; সুপুরুষশ্রবাজি হৃদয়
 পর্য্যন্ত লম্বমান, পরিকৃত ও সুললিত; নাসিকা উন্নত, জহ্বা অতি
 দীর্ঘ ও সুবক্র ছিল, কিন্তু এক্ষণে লোলিতমাংস হওয়ায় আর সে
 ভাব নাই। নয়নযুগল কোটরস্থ, হৃদয়ে লোমাবলী বিরাজিত,
 পরিধেয় ব্যাঘ্রচর্ম, গলদেশে কদ্রাক্ষমালা, নাভিস্থল পর্য্যন্ত পতিত।
 করে অক্ষমালা, স্বর অতি গম্ভীর অথচ মধুরতাময়। সবিতার ন্যায়
 শরীরের জ্যোতিঃ, মুখমণ্ডল সাক্ষাৎ ধর্ম ও শাস্তির নিকেতন।
 তাঁহাকে দর্শন করিলেই ভক্তি হয়। দয়া ও ক্ষমা তাঁহার অস্তঃ-

করণের চিরভ্রমণ। কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া শিবাগণের সহিত ধর্ম সম্বন্ধীয় নানাবৈষয়িক তর্ক বিতর্ক করিতেছেন, এমন সময়ে রাজা ও রাজ্ঞী করযোড়ে তাঁহার নিকটে সমুপস্থিত হইয়া সাক্ষাৎ প্রণিপাত করণান্তর নতশিরে দণ্ডায়মান হইলে, কবিবর রীতিমত আশীর্বাদ করিলেন। অনন্তর সচকিত নয়নে নরদম্পতির অলৌকিক অনুপম কমনীয় কোমল কাস্তি সন্মুখান্নে বিম্বিত ও কুতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আপনারা কে? কোথা হইতে সমাগত হইয়াছেন, যোগীর বেশে নারী সঙ্গে করিয়া এ রজনীতে আশ্রমে কিজন্য উপস্থিত? জন্মপরিগ্রহ করিয়া কোন্ বংশ উদ্ভূত করিয়াছেন? যোগীর বেশ ধারণই বা কি জন্য? আশ্রয় পরিচয় প্রদানে পরিতৃপ্ত ককন।

ঋষির বাক্যাবসানে নরপতি কৃতাজ্জলিপুটে নিবেদন করিতে লাগিলেন, হে মুনিপুংসব! আমি ব্রহ্মধিনেশীয় রাজবংশজাত, আমার নাম কেশরীবীর্ষ্য। সঙ্গে আমার সহধর্মিণী দুঃখিনী অনাখিনীব নায় আমার অনুগামিনী হইয়াছেন। অনিত্য রাজ্যধনলালসা আমাদের হৃদয় হইতে এককালে দূরীকৃত হইয়াছে, সংসারের সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছি। এক্ষণে অবশিষ্ট পাপজীবন ঈশ্বরারাধনায় ক্ষেপণ করিব, মনন করিয়াছি। সম্প্রতি দিব্যবরী সমাগত হওয়ায় আপনার শরণাগত হইলাম, আশ্রয় প্রদানে উপকৃত ককন।

এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র যোগী যোগাসন হইতে গাত্ৰোত্থান পূর্বক সাদরসম্ভাষণে বলিলেন, হে রাজন্! আপনার সস্ত্রীক শুভাগমনে আজ আমার তপোবন পবিত্র হইল, আপনিও পরম পুলকিত হইলাম। তদনন্তর জনৈক শিষ্যকে কুশাসন প্রদান করিতে অনুমতি করিলেন। রাজা ও রাজ্ঞী পৃথক পৃথক আসনে আসীন হইল ব্রহ্মানন্দ ঋষি গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন, হে পুণ্ড্রপতি! কি কারণে যোগীর বেশে দারা সহ কঠিন ত্রাতে নিযুক্ত হইয়া-

ছেন। রাজন্! এত আপনার তপস্যার সময় নহে। এ বয়সে রাজপরি-
চ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া যোগীর বেশ কি সম্ভবে। এ অবস্থায় রাজ্য-
সুখাশা বিসর্জন দিয়া স্ত্রী সহ দুর্গম বনমধ্যে আগমন করা কি ভাল
হইয়াছে। প্রজাদিগকে অনাথ করিয়া অনাথের ন্যায় বনপর্যটন।
এত রাজধর্ম নয়। আপনার ভার্য্যা সহ বিবেকী হইবারই বা কারণ
কি। আপনি সসাগরাধার অধিপতি সুখের সীমা নাই তবে কি
জন্য এরূপ ভাব। যদি সস্ত্রীক দৈশ্বরাদানাই প্রকৃত উদ্দেশ্য হইত,
তাহা হইলে মন প্রফুল্ল এবং শরীরের কান্তিও অবিকৃত থাকিত।
এত তাহানহে; আপনার আকৃতি প্রকৃতি দর্শনে বোধ হয় কোন
দুঃসহ শোকানল অন্তরে প্রবেশ করাতে বনগামী হইয়াছেন। এক্ষণে
মনোগত ভাব আমার নিকটে প্রকাশ করুন, আমি তপোবলেই
হউক বা অপর কোন উপায় দ্বারা হউক আপনার অন্তরের প্রদীপ্ত
অনল প্রাণপণে নির্মাণ করিতে চেষ্টা করিব। আমরা প্রজা হইয়া
ষট্ক্ষে আপনার এ সকল কষ্ট দর্শন করিতে পারি না। রাজাদে
ব্যাত্তর্য্য, কণ্ঠদেশে অক্ষমালা, কোমলাঙ্গে বিভূতি-ভূষণ, প্রজা-
লোকে প্রাণ থাকিতেও ইহা দর্শন করিতে পারে না। সম্প্রতি
কারণ নির্দেশ করুন তৎপ্রতিকারসাধনে তৎপর হই।

অনন্তর রাজা কহিলেন, হে মুনিপুঙ্গব! আপনি যাহা কহিলেন
সকলই সত্য এবং যাহা অনুভব করিয়াছেন, তাহাও যথার্থ। আমি
অতি কুলাঙ্গার, আমার ন্যায় পামর ও নরাধমের রাজকুলে জন্ম-
গ্রহণ করা কখনই সম্ভব নহে। আমি হইতেই এত দিনে পিতৃ-
দিগের পিওবিচ্ছেদ হইল। হায়! আমিই এই বিশাল বংশতরুর
মুতীকু কুঠার হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম; আমি হইতেই এই
চিরবিদিত উজ্জ্বল বংশ সমূলে বিলুপ্ত হইল। হে ঋষি! আপ-
নার আশীর্ষাদে আমার কিছুমাত্র সাংসারিক সুখের অভাব নাই,
কিন্তু একমাত্র নিরপত্যতানল, সহসা আমার শরীরে উদ্দীপ্ত হইয়া
দেহকানন নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে। এই অনলসম্মাপে প্রাণবায়ু

অচিরাৎ বহির্গত হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব যে কএকদিন জীবিত থাকি, দায়া সহ এই অরণ্যে ঈশ্বরারাদনা করিব মনস্থ করিয়াছি। পুত্রহীন নরের সংসারাত্মম পরিবর্তন করিয়া বনে ঈশ্বরোপাসনাই কর্তব্য।

যোগিবর রাজার এই নির্দাক্ষণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে নরনাথ ! কি আশ্চর্য ! আপনি সামান্য কারণে অতিদুঃখ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আপনি জ্ঞানবান, হৃদয়দর্শী ও সন্ধিবেচক হইয়া সামান্য লোকের ন্যায় অতি অবিবেচনার কার্য করিয়াছেন। এত দিনে জানিলাম যে অগাধবুদ্ধিশালী ব্যক্তিরও এইবৈশিষ্ট্যে বুদ্ধিব্রংশ হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, এক্ষণে রাজ্যে প্রতিগমন করুন। প্রজারঞ্জনই রাজার প্রধান ধর্ম। স্বধর্ম বহির্ভূত কার্য করা আপনার পক্ষে অবিধেয়। এখন হইতে আপনি যদি কঠোর ত্রেতে ত্রুতী হন তাহা হইলে প্রজাকুলের উপায় কি হইবে? আমাদিগেরই বা তপস্যা কি রূপে সুসম্পন্ন হইবে? যখন দুর্দাস্ত কৃতাস্তসম যজ্ঞহস্তা রাক্ষস সকল সমাগত হইয়া যজ্ঞের বিঘ্ন করিবে তখন আমরা কাহার শরণাগত হইব? অতএব এমন কার্য কদাচ করিবেন না। সংসারমাগরে দুঃখদুঃখ প্রবাহ স্ভাবতই প্রবাহিত হইয়া থাকে, তাহা বলিয়া কি এককালে বৈরাগ্য আশ্রয় করা কর্তব্য। বিশেষতঃ মহারাজের সম্ভান হইবার সময় এখনও উত্তীর্ণ হয় নাই। অতএব আপনি সশ্রীক স্বরাজ্যে প্রতিগমন করুন। আমার বাক্য উল্লঙ্ঘন করিবেন না। যদি একরূপ বিবেচনা করেন যে, পুত্রহীনের রাজ্যে প্রয়োজন নাই, কিন্তু আমি বলিতেছি আপনি অচিরাৎ অপত্যদুখাবলোকনে চিরপ্রার্থিতা পরম প্রীতি লাভ করিবেন। দৈব অনুকূল না হইলে কখনই অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না, একারণ বলিতেছি যে, রাজ্যে গমন করিয়া ভক্তিভাবে দৈবানুষ্ঠানে রত হউন এবং স্ত্রী সহ সর্বদা শুচি হইয়া মঙ্গলের জন্য মঙ্গলময়ের আরাধনা করুন। ধন, অন্ন ও বস্ত্র দ্বারা দীনের দুঃখ দূর করুন, তাহা হইলে সকল মনোরথ পূর্ণ হইবে সন্দেহ নাই।

রাজা ও রাজ্ঞী মুনিবাক্যে পরম পুলকিত হইয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ প্রণিপাত্ত এবং সেই আশ্রমে থাকিয়া পরমানন্দে রজনীযাপন করিলেন । পরদিন প্রাতঃকালে পুনর্বার মুনিচরণসরোজে প্রণতি পূর্বক রাজ্যাভিমুখে গমন করিলেন ।

মহারাজ কেশরীবীর্ষ্য মহিষী সহ রাজ্যে সমাগত হইলে রাজপুরী আনন্দময় হইল । প্রজাদের মুখের সীমা রহিল না । শোক-দুঃখরূপ তিনিরাহৃত রাজপুরী অদ্য রোহিণী সহ পূর্ণশশধরের বিমল জ্যোতিতে আলোকময় হইল । অশুখরূপ অমানিশা অবসান হইয়া আনন্দাদ্রাবতীর আবির্ভাব হইল । রাজপুরী আনন্দময়, নগর কোলাহলে পরিপূর্ণ । প্রত্যেক গৃহেই নৃত্য, গীত ও বাদ্য । জগতের কি সুখ, কি দুঃখ কিছুই চিরস্থায়ী নহে । দিন যাইতেছে, রাত্রি আসিতেছে । রাত্রি যাইবে পুনর্বার দিন আসিবে । যুবক পাঠক ! শিশু ছিলে, যুবা হইয়াছ । যৌবনও যাইবে, বৃদ্ধকালও আসিবে । চিরকাল একভাবে থাকিতে হইবে না । দিবা সমাগমে পদ্মিনী বিকসিতা, কুমুদ স্নান এবং নিশিযোগে কুমুদ বিকসিত সরোজিনী স্নানমুখী হয় । সকলই পরিবর্তনশীল । কল্যাণীদের মুখে ক্রন্দন শুনিয়াছি, অদ্য তাঁহাদের সহাস্যবদন নিরীক্ষণ করিতেছি । কল্যাণিনি অরণ্যবাসী ছিলেন, অদ্য তাহাকে গৃহস্থাশ্রমী দেখিতেছি, এক সময়ে যে স্থান হাহাকার ও বিবাদে পরিপূর্ণ ছিল, সময় বিশেষে তথায় আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে । এইরূপ পার্থিব সকল পদার্থই অস্থির, ফলতঃ রাজা কেশরীবীর্ষ্য গৃহে ফিরিয়া আসিবেন, ইহা স্বপ্নের অগোচর । তাঁহার এতাদৃশ অসম্ভাবিত প্রত্যাগমনে প্রজাদের আনন্দের সীমা রহিল না । সৌদামিনী সহ নবঘন দর্শনে শিখণ্ডী সকল সদানন্দে যেমন নৃত্য করিতে থাকে ; প্রভাতকালে প্রভাকরকে অবলোকন করিয়া চক্ৰবাকমিথুন যেরূপ আনন্দিত হয় ; পূর্ণশশধর সন্দর্শনে দিকু যে প্রকার আনন্দে উচ্ছলিত হয় ; রাজ্ঞী সহ মহারাজকে সন্দর্শন করিয়া

জনগণের মানস তরুণ আত্মাতে পরিপূরিত হইয়াছিল। অনন্তর অমাত্যবর্গ, প্রজাগণ ও জনপদবাসী সকলেই রাজাকে দর্শন করিতে আসিলে, তিনি, যে যেমন ব্যক্তি তাহাকে তদনুযায়ী প্রিয় বাক্যে সম্ভাষণ করত, বন হইতে প্রত্যাগমনের সমস্ত কারণ বর্ণনা করিয়া সম্ভ্রাবের সহিত বিদায় করিতে লাগিলেন। তদনন্তর প্রধান সচিবকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, হে মন্ত্রিবর! আমাকে অদ্য হইতে যোগীর বাক্যানুযায়ী কার্য্যানুষ্ঠানে নিযুক্ত হইতে হইবে। অতএব তুমি শীঘ্র নানাবিধ কাকনাভরণ, পটবাস ও উত্তম উত্তম উপাদেয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া দীনহীন জনগণকে বিতরণ করিতে নিযুক্ত হও। যে যাহা চাহে তদ্বৎই তাহা সম্পাদিত করিবে কদাচ অন্যথা না হয়। রাজ্যমধ্যে যে সকল দেবদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে, তৎসমুদয় স্থানে সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ নিয়ন্ত্রিত করিয়া শুদ্ধা-
শ্রুতকরণে পূজাবিধি সম্পন্ন করাইবে। রাজা সচিবকে এইরূপ আদেশ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং সেই দিন হইতে দিব্যভাগে রাজকার্য্য পর্যালোচনা ও রাত্রিযোগে সস্ত্রীক হইয়া যোগীর আদেশানুযায়ী পুণ্যকামনায় সদানন্দের উপাসনা করিতে নিযুক্ত হইলেন।

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে, রাজমহিষী চন্দ্রপ্রভা দৈহ-
রের অনুকম্পায় ও যোগীর অব্যর্থ বাক্যবলে কেশরীবীর্ষের সবুদিত
মনোরথ অরূপ, সখীগণের নানানন্দকর কৌতুকী অরূপ, বিমল রাজ-
বাংশের অবিচ্ছেদ নিদানভূত গর্ভলক্ষণ ধারণ করিলেন। অঙ্গ ক্রমে
ক্ষীণ ও অবসন্ন হইতে লাগিল। গাত্রাভরণ শিথিল হইল। অক-
লঙ্ক সবুজ্বল বদনচন্দ্রমা প্রভাতকালের হিমায়ত্তর ন্যায় পাণ্ডব
ধারণ করিল। ক্রমে গর্ভের পরিণত দশায় রাজ্ঞী দৌহদুঃখ
হইতে উত্তীর্ণ হইলে তাঁহার অবরব সমুদয় পুনর্বার পরিপূর্ণ হইতে
লাগিল। তখন তিনি পুরাতন পাত্রের অপগমের পর সজ্জাত
মনোহর পন্থ সম্পন্ন লতার ন্যায় অপূর্ণ শ্রদ্ধারণ করিলেন। স্তন

যুগল নিভাস্ত শূল ও তদীয় চুচুকদয় নীলবর্ণ হওয়ায়, জ্বরসংসক্ত
 স্নজাত পঙ্কজমুকুলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহারাজ
 কেশরীবীৰ্য্য গৰ্ভস্থ শিশুর তেজঃপ্রভাবে অস্তঃসত্তা মহিষী চন্দ্র-
 প্রভাকে নির্দিগ্ভা বহুধরার ন্যায় বোধ করিলেন। অনন্তর প্রিয়া-
 নুরাগ ও ঐশ্বৰ্য্যের অনুরূপ মহোৎসবে প্রিয়তমার পুংসবনাদি ক্রিয়া
 কলাপ নির্বাহিত করিয়া প্রসবকাল প্রতীক্ষায় কালহরণ করিতে
 লাগিলেন। পরে রাজমহিষী চন্দ্রপ্রভা যথাকালে এক পুত্ররত্ন
 প্রসব করিলেন। কুমার ভূমিষ্ঠ হইলে দিগ্‌মণ্ডল প্রসন্ন হইল,
 মুখস্পর্শ সমীক্ষা মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল। ফলতঃ তৎকালে
 সকলই শুভসূচক হইয়া উঠিল। যেহেতু তাদৃশ মহাবীর জন্ম
 পরিগ্রহ কেবল লোকের অভূদয় নিমিত্তই হইয়া থাকে। তনয়ের
 দেহপ্রভায় স্তবিকাগৃহ আলোকময় হইল। ঐ আলোক প্রভাবে
 স্তবিকাগৃহস্থিত নিশীথ দীপ সকল সহসা ফণিকাস্তি হইয়া চিত্রা-
 পিতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অনন্তর অশ্বপুংচারিণী
 কোন পরিচারিকা দ্রুতবেগে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া অমৃত তুল্য
 পুত্রজন্ম সম্বাদে মহারাজাকে পরমপ্রীত করিল। রাজাও তাহাকে
 আশাতিরিক্ত পুরস্কার প্রদানে সন্তুষ্ট করিলেন। মহারাজ কেশরী-
 বীৰ্য্য সমাগত অসংখ্য দীনদরিদ্রদিগকে প্রচুর পরিমাণে অর্থদান
 করিলেন। অধিক কি যে যাঁহা প্রার্থনা করিল, রাজা কম্পতরুর ন্যায়
 তদ্বৎই তাহার সে প্রার্থনা পূর্ণ করিতে লাগিলেন। রাজ্ঞী পুত্র
 প্রসব করিয়াছেন এই শুভ সম্বাদ নগরের সর্বত্র প্রচারিত হইল।
 প্রজালোকের আনন্দজলধি বেলা অতিক্রম করিয়া উচ্ছলিত হইল।
 পুত্রদর্শনে উৎসুক হইয়া সকলেই রাজবাটিতে আগমন করিতে
 লাগিল। রাজবাটি জনতায় পরিপূর্ণ হইল। সকল স্থানই আনন্দে
 কোলাহলময়।

অনন্তর রাজা পুত্রমুখ নিরীক্ষণার্থ মন্ত্রী সহ অস্তঃপুরে গমন
 করিলেন। একবৎসর পূর্বে যিনি পুত্রাভাবে সমস্ত মুখভোগে

জলাঞ্জলি দিয়া সস্ত্রীক অরণ্যচারী হইয়াছিলেন, তিনিই অদ্য পুন্নের মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করিয়া, জীবন সার্থক করিতে অস্ত্রপুরে প্রবেশ করিলেন এবং নির্ঝাঁত প্রদেশস্থিত কমলের ন্যায় স্থিরনয়নে আত্ম-জের কমণীয় মুখশশী সন্দর্শন করিতে লাগিলেন, কিন্তু পরিতৃপ্ত হইলেন না। যতই দেখেন ততই অভিনব বোধ হয়। শরীর লোচনময় হইলেও দর্শনলালসা পূর্ণ হইত কি না সন্দেহ। ইন্দু সন্দর্শনে মহাসাগরের সলিলরাশির ন্যায় তাঁহার অস্তঃকরণে প্রভূত হর্ষ উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। এইরূপে ক্রিয়াক্ষণ সূতিকাগৃহে অবস্থান করিয়া রাজা মন্ত্রী সহ বহির্দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর কুলপুরোহিত দ্বারা সমগ্র জাতকর্ম সমাপিত হইলে নবশিশু রুতসংস্কার হইয়া আকরসম্ভূত মণির ন্যায় সমধিক শোভাশালী হইলেন। রাজ্যে শ্রুতিগুণকর মাসিক তুর্গ্যনিনাদ ও বার-বিলাসিনীদিগের নৃত্যগীত হইতে লাগিল। অদ্য সকলেই আনন্দ-লাভ করুক এই বিবেচনায় কারাকদ্ধ অপরাধীদিগকে মুক্ত করিতে আদেশ দিলেন। স্বয়ংও পিতৃগুণ স্বরূপ ঘোর বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। রাজকুমারও নবোদিত নিশাকরের ন্যায় প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন।

চক্রবাকমিথুনের ন্যায় সেই নৃপদম্পতির পরম্পরাশ্রিত যে প্রেমান্বুর সজ্জাত হইয়াছিল অধুনা নবকুমার কর্তৃক বিভক্ত হইলেও সে প্রেমের কিছুমাত্র ন্যূনতা হয় নাই। প্রভুত বৃদ্ধিই হইয়াছিল। শকার্ধবেত্তা রাজা কেশরীবীর্য্য নানা শ্লক্ষণাক্রান্ত সম্ভ্রান্তকে সন্দর্শন করিয়া, বৃত্তিতে পারিয়াছিলেন যে, পুত্র সর্ববিজয়ী হইবে। এইহেতু পুন্নের নাম বিজয়কিশোর রাখিলেন। পাঠক মহাশয়! প্রকৃতির কি আশ্চর্য্য নিয়ম, সুখ সুখের ও দুঃখ দুঃখের অনুসরণ করিয়া থাকে। সুখের সময় সমস্তই সুখময় এবং দুঃখের দশায় সকলই দুঃখদ হইয়া উঠে। রাজা কেশরীবীর্য্যের অবিকল তাহাই ঘটিল। মহারাজের প্রধান অমাত্যও রাজার ন্যায় অপুত্র ছিলেন। পরে

রাজ্যী চন্দ্রপ্রভার গর্ভলক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে অমাত্যপত্নী কুমুদতীরও গর্ভচিহ্ন সমুদয় লক্ষিত হইল এবং যে দিন রাজপুত্র বিজয়কিশোর ভূমিষ্ঠ হইলেন সেই দিনেই মন্ত্রীপত্নীও এক মূলক্ষণ সম্পন্ন পরম রূপবান শ্রুতুমার প্রসব করিলেন । রাজা ও মন্ত্রী অনেক বিবেচনা করিয়া পুত্রের নাম প্রিয়ব্রত রাখিলেন ।

অনন্তর মহারাজ মহা মহোৎসবে কুমার বিনিমিত কুমারের চূড়াকরণসংস্কার সম্পন্ন করিলেন । ক্রমে সেই নবশিশু চকল কাক-পক্ষ স্মশোভী হইয়া সময়স্ক মন্ত্রীপুত্র সহ নানাবিধ বালকেলিতে পরম কোঁতুকে কালযাপন করিতে লাগিলেন । উভয়ে সর্বদা উভয় সঙ্গ লিপ্সু, এক মুহূর্তও একজন অপরকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না । শৈশব হইতে উভয়ের হৃদয়ক্ষেত্রে প্রণয়বীজ অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হইল । বয়সঃ বাল্যাবস্থায় যে প্রণয় সঞ্চার হয় প্রায়ই তাহার উচ্ছেদ হইতে দেখা যায় না । ক্রমশই পরিবর্দ্ধিত হইয়া প্রভূত ফলোৎপাদক হইয়া থাকে । রাজা ও মন্ত্রী উভয়ে স্ব স্ব পুত্রের পরস্পর ঈদৃশ অকৃত্রিম সৌহৃদ্য সন্দর্শনে যারপরনাই মুখী হইলেন । ক্রমে বালকদ্বয়ের বিদ্যা শিক্ষার কাল উপস্থিত । রাজ্যস্তায় মন্ত্রিবর দেশবিদেশ হইতে সর্বাঙ্গান্ত্রবিশারদ সঞ্চরিত পণ্ডিতগণ আনয়ন করাইলেন । পূর্ষ হইতেই বালকদের পাঠোপযোগী এক অপূর্ষ বিদ্যামন্দির রাজার আদেশানুসারে নির্মিত হইয়াছিল । বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত শুভ দিনে বালকদ্বয় তথায় প্রেরিত হইলেন । বিদ্বান্ শিক্ষকেরা প্রিয়তম রাজপুত্র ও মন্ত্রীপুত্রকে প্রযত্নাতিশয় সহকারে শিক্ষাদিতে লাগিলেন । উপযুক্ত পাত্রে শিক্ষা প্রদত্ত হইলে নিশ্চয়ই ফলদায়ী হইয়া থাকে । পণ্ডিতগণের সমুদয় যত্নই সফল হইল । না হইবেই বা কেন ? উর্ধ্বর ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে তাহা যে প্রভূত ফলোৎপাদন করিবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি ! রাজপুত্র ও মন্ত্রীপুত্র উভয়েই অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বিলক্ষণ বিচক্ষণ ছিলেন স্বয়ংশক্তির একরূপ প্রাথর্ঘ্য যে একবার যাহা

শুনিতেন প্রাণান্তেও আর তাহা বিস্মৃত হইতেন না। দিবাকর যক্রপ বায়ু অপেক্ষা তীব্রগতি অশ্ব দ্বারা অথও দিগ্‌মণ্ডল উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন, তক্রপ অগাধবুদ্ধি বিজয়কিশোর ও প্রিয়তম সমগ্র ধীশক্তি দ্বারা অতিঅল্প দিনমধ্যে অর্ণবচতুষ্কয় সমৃদ্ধ চারি বিদ্যা অধ্যয়ন করিলেন। সমস্ত শাস্ত্রেই ব্যুৎপত্তি হইল। শাস্ত্রবিদ্যা ও ধনুর্বিদ্যা প্রভৃতিতে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিলেন। এইরূপ বিদ্যা শিক্ষা করিতে করিতে কালক্রমে তাঁহারা বোঁবনপদবীতে পদার্পণ করিলেন তখন বালাচপলতা তিরোহিত হইয়া বোঁবনভাব সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। যথাক্রমতপন তুল্য প্রথর তেজস্পূঞ্জ শিখামনিঃ সমুজ্জ্বল হইল। দক্ষদুহিতারা কুণ্ঠদনাক্রবকে প্রাপ্ত হইয়া যক্রপ শোভাশালিনী হইয়াছিলেন। দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা ও শীলতা প্রভৃতি গুণনিচয় রাজকুমারকে লাভ করিয়া তাদৃশ ভাবধারণ করিয়াছিল। মহাবল পরাক্রান্ত যুবা বিজয়কিশোরের বাহুবল যুগ্মকাষ্ঠের ন্যায় আয়ত এবং বক্ষস্থল বিশাল কবাটের ন্যায় বিস্তীর্ণ ছিল। তিনি শারীরিক বীর্য্যাতিশয়ে পিতাকে পরাজয় করিয়া ছিলেন কিন্তু বিনয় হেতু তিনি সর্বদা ক্ষুদ্রভাবে পরিদৃশ্যমান হইতেন। সমীরণ সহায় হইলে ছত্ৰাশন যেমন সাতিশর হুঁসহনীয় হইয়া উঠে, তুপাল কেশরীবীর্য্যও আত্মজের সহায়তায় তক্রপ একান্ত দুর্ধ্বসহ হইয়া উঠিলেন।

এদিকে রাজপুত্র ও মন্ত্রিপুত্রের অধ্যয়ন শেষ হইল। কোন শাস্ত্র ও কোন বিদ্যাধ্যয়ন করিতে অবশিষ্ট রহিল না। ব্যায়ামে বিলক্ষণ নিপুণতা লাভ করিলেন। রাজা শুনিলেন পুত্রের সকল বিষয়েই রুত দিনা হইয়াছেন, আক্সাদের সীমা রহিল না, যন আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। সকল সূত্রে পার প্রাপ্ত হইলেন। পুত্র গুণবান্ ও পণ্ডিত হইলে পিতা যে কি পর্যান্ত সুখী ও রুতার্থ হন তাহা লিখিয়া হৃদয়ক্ষম করা সুকঠিন। রাজপুত্র অশেষ গুণবান্ ও পণ্ডিত হইয়াছেন শুনিয়া রাজা কেশরীবীর্য্য যে হর্ষোৎকর্ষ হইবেন

তাহা আর আশ্চর্য্য কি । নৃপতি পণ্ডিতগণকে যথোচিত পুরস্কার দিয়া পুন্ড্রদিগকে গৃহে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন । পুন্ড্রেরা কৃতবিদ্য হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন শুনিয়া রাজ্ঞী ও মন্ত্রিপত্নী আনন্দসাগরে মগ্না হইলেন । অনন্তর শুভদিনে ও শুভকণে রাজপুত্র ও মন্ত্রিপুত্র উভয়ে রাজভবনে উপনীত হইয়া প্রথমতঃ রাজচরণে প্রণাম করিলেন । অনন্তর তথায় কিয়ৎক্ষণ অবস্থিতি করিয়া রাজপুত্র মিত্র সহ মাতৃ সমীপে উপস্থিত হইয়া জননীর পদকমলে প্রণত হইলেন । অনেক দিনের পর নয়নের তারা ও অকলের নিধি পুন্ড্রদন প্রাপ্ত হইয়া রাজ্ঞী ইহকাল ও পরকাল বিন্মৃত হইলেন ক্রোড়ে বসাইয়া মুহুমুহঃ মন্তকস্রাণ ও মুখচুষন করিতে লাগিলেন । আহা ! মনোমোহন বিজয়কিশোর যখন মাতৃক্রোড়ে আশীন হইলেন তখন বোধ হইল যেন মন্থন স্বীয় জননীর অঙ্কদেশ অলঙ্কৃত করিয়াছেন । অনন্তর মাতার নিকট সানুনয় বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক বন্ধু সহ তাঁহার পিতৃভবনে উপস্থিত হইলেন । প্রিয়ত্রেত স্বীয় জনক জননীকে অভিবাদন করিলে রাজকুমারও তাঁহাদিগের যথোচিত সংবর্দ্ধন করিয়া উভয়ে তদস্থিকে আসীন হইলেন । মন্ত্রী ও মন্ত্রিপত্নী তাঁহাদের উভয়কেই তুল্যরূপে অপত্যস্নেহে ক্রোড়ে ধারণ, মন্তকস্রাণ, মুখচুষন প্রভৃতি স্নেহ প্রবৃত্ত ব্যাপার সমুদয় নির্বাহ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন । অনন্তর রাজকুমার তদীয় বন্ধু প্রিয়ত্রেতের সহিত পুনর্বার স্বীয় ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন । রাজার যে এক পরম রমণীয় অপূর্ব্ব উদ্যান ছিল তথায় বিজয়কিশোর ও প্রিয়ত্রেতের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল ।

উদ্যানটী যমুনাতীরবর্তী । অতি মনোরম ও নয়নানন্দদায়ক । দক্ষিণে কালিন্দী । উত্তরে প্রবেশদ্বার । পূর্বে ও পশ্চিমে নানাবিধ শিম্পকার্ঘ্যে সুনির্ম্মিত অতিদীর্ঘ সুরম্য ভবন । প্রবেশদ্বার প্রশস্ত । উভয় পার্শ্বে স্ফটিকমণির ন্যায় গোলাকৃতি শ্বেতপ্রস্তররচিত স্তম্ভে সুশোভিত । তদুপরি রাজনামাক্তিত সুবর্ণপতাকা সতত মন্দ মন্দ

মাকত হিলোলে প্রকম্পিত হইতেছে। দুর্দান্ত কৃতান্তসম দুইজন
 দ্বারপাল সতত দ্বার রক্ষা করিতেছে। দ্বারের উপরিভাগ মালতী
 লতায় সমাচ্ছাদিত। বটপদ সকল মত্ত হইয়া কুম্বমের মধুপান করত
 গুণ্ গুণ্ রবে উড়িয়া বেড়াইতেছে। উদ্যানে প্রবিষ্ট হইলে
 দেবরাজ ইন্দ্রের বিলাসকানন বলিয়া প্রতীতি জন্মে। সুরভি
 সুশীতল সমীরণস্পর্শে শরীর শিথিল ও অন্তরে আনন্দলহরী প্রবল
 হইতে লাগিল। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেই দিকেই অতি
 নব অন্তত সুদৃশ্য, দৃষ্টিপথের পথিক হয়। কলতঃ উদ্যানটী একরূপ
 সকল ইন্দ্রিয়ের সুধাবহ। উদ্যানের উভয় পার্শ্বে বক্রভাবে পক্ষীও
 পশু শালার সমুখ দিয়া একটী প্রশস্ত মরকত শিলাবিরচিত
 অতি সুন্দর পথ যমুনাকুলবর্তী প্রাসাদ সমীপে সম্মিলিত হই-
 য়াছে। পক্ষিশালার মধ্যে কোন স্থানে কাকীতুরা, হিরেমোহন,
 লালমোহন, কায়াতন প্রভৃতি পক্ষী সকল গুল্লিলিত হয়ে গান
 করিয়া দর্শকদিগের শ্রবণবিবরে সুধাবর্ষণ করিতেছে। কোন স্থানে
 চমনা, ময়না, শামা প্রভৃতি পক্ষীরা মধুরঙ্গমিতে মন উল্লাসিত করি-
 তেছে। কোথাওবা মদনমুরা, সারীশুক প্রভৃতি পক্ষী সকল
 পিঙ্গরাবন্দ। কোন স্থানে দধিয়াল, পাণিয়া, টিয়া, মনুয়া প্রভৃতি
 পক্ষী সকল মৃদুমধুর শব্দ করিতেছে। কোথাওবা ময়ূর সকল পুঙ্খ
 বিস্তার করিয়া নানারঙ্গে নৃত্য করিতেছে। কোন স্থানে কোকিল-
 কুল কুহু কুহু ধ্বনি করিয়া বিরহিনীদের মনে বেদনা দিতেছে।
 উল্লিখিত পথের পশ্চিমদিকে সমস্তই পক্ষিশালা। প্রবেশদ্বারের
 পূর্বভাগে পশুশালা। কোন স্থানে ব্যাঘ্র, সিংহ, ভল্লুক, বরাহ
 প্রভৃতি হিংস্র জন্তু সকল পৃথক পৃথক লোঁঠপিঙ্গরে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ
 হইয়া নিজ নিজ বিক্রম প্রকাশ পূর্বক দর্শকগণকে ভয় দেখাইতেছে,
 কোন স্থানে মৃগকুল চকিত ভাবে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করায় বোধ হই-
 তেছে যেন গোপবালাদিগের আয়তনেত্র হরণ করিয়া সভয়ে উদ্যানে
 অবস্থিতি করিতেছে। মৃগনাভির সৌরভে বন আমোদিত হইতেছে।

পাথের উভয় পার্শ্বে, কমনীয় কামিনী কুসুমরঞ্জন অতি পরি-
 পাচী বেটন। ঐ বেটনের অনতিদূরেই নানাবিধ পাদপশ্রেণী,
 কোন স্থানে রসাল, পনস, কপূর, ত্রিকল প্রভৃতি বৃক্ষসমূহে বির-
 জিত। কোথাওবা গুবাক, নিচু, সাগু, আতা, বেদানা, দাড়িগাদি
 বৃক্ষনিচয়। কোন স্থানে নারিকেল, জামকল, গোলাপজাম বৃক্ষ
 সকল শোভা পাইতেছে। ফলতঃ উদ্যানটী এক প্রকার স্বভাবের
 আদর্শ স্বরূপ। ইন্দ্র শস্কবিধ উদ্ভিদ পদার্থ পরিশোভিত মনোরম
 উদ্যান আর কোথাও লক্ষিত হয় না। রসবতী মাধবীলতা রসাল
 রঞ্জে বেষ্টিত থাকায় বোধ হইতেছে যেন বল্লীরূপ ভুজ দ্বারা রসরাজ
 রসালকে প্রেমালিঙ্গন করিতেছে। কুসুমিত মালতীলতা তমাল-
 রঞ্জে সংস্কৃত হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন মন্থখানল নির্বাণ জনা
 প্রিয়তমকে আলিঙ্গন করিয়া কুসুমমুখে হাস্য করিতেছে। তন্নী
 তকলতা তকররঞ্জে অঙ্গিরোধন করিবার চেষ্টা করিতেছে। অপরা-
 জিতালতা কোন পাদপে পরিবেষ্টিত হইয়াছে। তদীয় বিকসিত
 কুসুমাবলী উর্দ্ধমুখে শোভা পাইতেছে। দেখিবামাত্র বোধ হই-
 তেছে যেন চতুরা অপরাজিতালতা, অন্যাসক্ত প্রিয়তমকে গাঢ়
 আলিঙ্গনে বশীভূত করিয়া উন্নত মস্তকে হাস্য করিতেছে। আহা !
 এই স্থানটী কি রমণীয়, বোধ হয় যেন কুঞ্জবিহারীর বিলাসার্থ
 অশেষ হুখশালী নিকুঞ্জ নিকেতন শোভা পাইতেছে। এই কুঞ্জে
 আগমনমাত্র শারীরিক কি মানসিক দ্বিবিধ তাপেরই নিঃশেষ
 শাস্তি হয়।

উদ্যানের মধ্যভাগে পুষ্পোদ্যান। কোন স্থান বকুল, বক,
 কাঞ্চন, পলাশ, রাধাপত্র, স্থলপত্র প্রভৃতি কুসুম পাদপে পরিপূর্ণ।
 কোথাওবা কুসুম, কামিনী, বসন্তুনারী, যুতি, জাতি, মল্লিক, মালতী
 প্রভৃতি প্রহ্ন বৃক্ষনিচয় বিরাজমান। এক স্থানে বিল, সেকালিকা,
 কুন্দ, রঙ্গন, গন্ধরাজ প্রভৃতি শোভা পাইতেছে। অপর প্রদেশে
 নানাবর্ণে রঞ্জিত গোলাপ সকল বনকে আলোকময় করিয়া তুলি-

তেছে। একদিকে কদম্ব, কেলিকদম্ব, করবীর প্রভৃতি অপূর্ণ শ্রীধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছে। অপর দিকে বাসন্তী, অতনী, চন্দ্র-মল্লিকা, রজনীগন্ধাদি পুষ্পপাদপ সকল উদ্যানের পরম রমণীয়তা সম্পাদন করিতেছে।

পুষ্পোদ্যানের মধ্যস্থলে এক শোভাশালী স্রুত সরোবর তদীয় নীররাশি নবীন নীরদের ন্যায় নীলিমালাঙ্কিত। অতি স্রুত বলিয়া জল মধ্যস্থ সমস্ত পদার্থই পরিদৃশ্যমান। সরোবরের পূর্ব শাখিম-স্থেত প্রস্তরবচিত দুইটি প্রশস্ত বাঁধান ঘাট। তীরে শ্রেণীবদ্ধ নাগেশ্বর চম্পক রক্ত সকল শোভিত হওয়ায় অলৌকিক শ্রীধারণ করিয়াছে। তীরস্থ কুমুম রক্তের পুষ্পরেণু সমুদয় পতিত হওয়ায় সলিল সর্বদা সুবাসিত। সরোবর কোননদ, কুমুদ নীলোৎপল, স্থেত কমল প্রভৃতি জলজ পুষ্পে শোভিত। অমৃত্যু নানাবর্ণের মৎস্য জলে সম্ভরণ করিয়া বেড়াইতেছে। এমর কখন কুমুদিনীর কখন কমলিনীর মন হরণ করিবার জন্যই যেন গুণ্ণ গুণ্ণ গবে গান করিতেছে। হংস ও রাজহংস সকল মধ্যে মধ্যে চঞ্চাঘাতে কমলিনীর কোমলাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিতেছে। দক্ষিণ দিকে কালিকী-কূলে অত্যন্ত ঝাউরক্ত সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া মনোহর সন্ সন্ শব্দ করাতে বোধ হইতেছে যেন তরঙ্গরূপ হস্ত উত্তোলন করিয়া আনন্দ-পানি সহকারে নৃত্য করিতেছে। নদীর উপরিত্যাগে দিহাও তখন। ভবনের অভ্যন্তর অতিশয় সুশীতল। ভাষায় নানাবিধ প্রকৃষ্ট প্রকৃষ্ট প্রতিমূর্তি লদনান রহিয়াছে। অরম্ভকায় প্রভৃতি মণির উজ্জ্বলজালে গৃহটী সততই দগ্ধিত, দেখিলে উদ্ভূতনিকেনন বলিয়া বোধ হয়। পূর্বদিকে এক প্রাসাদ, এটী রাজার শয়নাগার, অতএব শয়ন গৃহের শোভা একরূপ বর্ণনাতীত।

যখন হিমবতু হিমগিরি পরিভ্রমণ পূর্বক উত্তরীয় অনিল রূপ অশ্বে আকৃত হইয়া হিমসংহতি পদাভিক সহ সদাপে অগতে কুজুকটিকা রূপ পতাকা উড্ডীন করত, প্রথল পরাক্রমে অধনি

রাজ্য শাসন করিতে গমন করিলেন । বাহার সমাগমে প্রচণ্ড মার্তণ্ড ভয় কম্পবান হইয়া অগ্নিকোণাবলম্বী হইলেন । কুমুদিনীও স্ববাক্তব শশধরের মালিন্যরূপ দুর্দশা দর্শন করিয়া অভিমানে জল মগ্ন হইল । সরোবর সরোজ শূন্য পাদপ সকল পর্ণহীন হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল । সেই শীত ঋতুর প্রারম্ভে রাজপুত্র বিজয়কিশোর সচিবপুত্র প্রিয়ব্রতের সহিত রাজাজ্ঞা-নুসারে হস্তী, অশ্ব, পদাতিকগণে পরিবৃত এবং রমণীয় হেমরথে আকৃষ্ট হইয়া উদ্যানাভিগমে গমন করিলেন । বোধহইল যেন অধিনীকুমার ভূমণ্ডলে বিহার করিতে আসিয়াছেন । ভেরী, তুরি প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যোদয় হইতে লাগিল, অশ্বের হেবারব রথের ঘর্ঘর শব্দ বারণের ব্যুৎপত্তি ধ্বনি ও সৈন্য সকলের কোলাহলে দিক পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল । ধূলি উড়ুড়ীন হইয়া গগণমার্গ আচ্ছন্ন করিল । ক্রমে ক্রমে তাঁহারা উদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ! মালতী প্রহর, প্রদানে রাজনন্দনের সংবর্দ্ধনা করিল । পশু পক্ষীরা কুমারের শুভাগমনে নিকরুত পশুজগৎ শ্লাঘা বোধ করিয়া যেন সদানন্দে স্ব স্ব রবে রাজপুত্রকে আগত জিজ্ঞাসা করিল ! পথ পার্শ্বস্থ কামিনী বৃক্ষ সকল পত্রব হস্তে কুমুম লইয়া যেন কুমারের অভ্যর্থনা করিল । নানাবিধ বৃক্ষ সকল ফলভরে অবনত থাকায় বোধ হইল যেন তাহারা নতশিরে নরেশ্বরাজকে নমস্কার করিতে লাগিল । সুগন্ধি পুষ্পপাদপ সকল অতি মনোহর কুমুম গন্ধে তাঁহার উন্নত শ্রুত্রেন্দ্রিয়কে সন্তোষিত করিল । মস্ত্রিপুত্র সহ কুমার বিজয়কিশোর উদ্যানের এই সকল শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে পরম পুলকিত হইয়া সন্ধ্যা সমাগমে কালিন্দী কূলবর্তী বিলাস ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । যে ভবন তেজোময় পদার্থনিচয়ে উজ্জ্বল ছিল, এক্ষণে সেই উজ্জ্বলতা কুমারের কলেবরকিরণে যেন লজ্জায় নিম্ভ্রাত হইল । দিনমণি কেশরী-বীর্ষের অঙ্কের অনুপম মণি অবলোকন করিয়া যেন অভিমানী হইয়া

তেজঃপুঞ্জময় অঙ্গ রক্তাশ্বরে আচ্ছাদিত করত নীরনিধিতে কণ্ঠ প্রদান করিলেন । যে সমস্ত সৈন্য সামন্ত রাজকুমারের সঙ্গে গমন করিয়া ছিল ; তাহারা সে রাত্রি তথায় অবস্থিতি করিল । পরদিন প্রাতঃকালে সকলে বিদায় লইয়া রাজ্যে প্রত্যাগমন করিল । পুত্র সবাঙ্কবে কুশলে উদ্যানে উপস্থিত হইয়াছেন ওনিয়া রাজা তদীয় অনুচরদিগকে সমুচিত পুরস্কার দিলেন ।

রাজকুমার বিজয়কিশোর প্রাণসম প্রিয়তম প্রিয়ভ্রাতের সহিত নানারঙ্গে পরমানন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন । কখন উদ্যানের শোভা, কখন সুবিমল সরোবরের সৌন্দর্য্য, কখন বা শ্রোতস্বতী সূর্য্যাতনয়া যমুনার পরম রমণীয়তা দর্শন করিয়া যারপরনাই প্রীতিলাত করিতেন । কখন বা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কথা, কখন রাজনীতি সংক্রান্ত আলোচনা কখন বা পুরাণ প্রসঙ্গ এবং আখ্যায়িকা প্রহেলিকা প্রভৃতির চর্চা, কোন সময় বা বেদব্যাস বিরচিত শুললিত ত্রীমঙ্গাগবতীর হরিগুণ কীর্ত্তনে সময়াতিবাহিত করিতেন । ক্রমে তুহিনরাজ রাজ্য শাসন করিয়া ঋতুরাজ বসন্তের ভয়ে সেনানী হিমালী সহ হিমাচলে প্রস্থান করিলেন ।

এদিকে বসন্ত মলয়মাগধের সহিত মন্দ মন্দ গমনে অনাধা বিরহিনীদিগের প্রাণাস্ত করিতে যট্পদ প্রভৃতি চতুরঙ্গ সেনা সহ অবনীতলে সমাগত হইল । নূতন পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া নব নায়কের মনোরঞ্জন করিব বলিয়াই যেন তরু সকল অভিনব কোমল কিসলয়ে অলঙ্কৃত হইল । সহকার তরু মুকুলিত হওয়ায় যট্পদ সকল অন্যরস পরিহার পূর্ব্বক সরস সহকার মুকুলে মধুপান করিতে লাগিল । বসন্ত সমাগমে মদনোৎপীড়িত হইয়াই যেন মাধবী ও মালতী স্ব স্ব অবলম্বন তরুকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিতে লাগিল । মল্লিকা, চন্দ্রমল্লিকা, যুতি, জাতি, তরুলতা, অপরাজিতা, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা প্রভৃতি বাসন্তীয় শুরভি পুষ্প সকল ক্রমে সমস্তই বিকসিত হইল । কুসুমরসে উদ্যান পরিপূর্ণ এবং স্বচ্ছ সরোবরে

অলিঙ্গ, অরবিন্দ মকরন্দ পানে আসক্ত হইল। কোকিল কোমল নব পল্লবচ্ছাদিত রক্ষোপরি অবস্থিত হইয়া পঞ্চশরে গান আরম্ভ করিল। দিব্যরজনী মলয়ানিল বন্দ মন্দ গমনে সঞ্চালিত হইয়া বিরহিনীদের অঙ্গ দগ্ধ করিতে লাগিল। স্বতুরাজ বসন্ত এইরূপ স্বীয় অনুচরগণের সহিত ধরারাজ্য শাসন করিতে ধরনীতলে আবির্ভূত হইলেন। তদীয় প্রধান সহচর অনঙ্গদেবের নির্দয় ব্যবহারে বিরহী যুবক যুবতীগণ একান্ত আকুল হইয়া পড়িল। কুসুমশরের শরানল, অতি অন্তঃত ভয়াবহ, যে কখন অনঙ্গবাণের লক্ষ্যপথে পতিত হইয়াছে, সেই তাহার মর্ষভেদি বস্ত্রণা অনুভব করিয়া জীবন্ত হইয়াছে। অনিলের সহায়তায় অনল রূপে অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে, বসন্তের সাহায্যে রতিপতিও সেই প্রকার অধ্বা হইয়া উঠিলেন। . .

বসন্ত সমাগমে কুমার উদ্যানের সমধিক কমণীয়তা অবলোকন করিয়া যারপরনাই প্রীতিলাভ করিতে লাগিলেন। তিনি কেবল মাত্র নবীন যৌবন বিপিনে পদার্পণ করিয়াছেন, এমন সময়ে কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি হিংস্র স্থাপদ সকল সমাগত হইয়া শরীরস্থ সকল গুণ সকলকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। আহা! কি দুঃখের বিষয়, যৌবনবারণ আশিয়া ঐধর্ষ্যকমলবন দলিত করিতে লাগিল। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিলভায় কুলিঙ্গাবিষবল্লী আশ্রয় করিল। শান্তিশূকপক্ষীকে লোভরূপ কালভুজঙ্গ দংশন করিল। যাঁহার অচল সম প্রকৃতি বজ্রপতনেও বিচলিত হইত না, অদ্য বজ্রের সামান্য কুসুমশরাসন টঙ্কারশব্দে অস্থির হইল। যাঁহার উদার চিত্তভরন জ্ঞানালোকে আলোকিত ছিল অদ্য তাহা অজ্ঞানান্ধকারে প্রাপূরিত হইল। যাঁহার দেহ অভেদ্য ঐধর্ম্যতনুত্রে সমাচ্ছাদিত ছিল অদ্য তাহা সামান্য পঞ্চশরের কোমল পুষ্পবাণে পরিবিন্ধ হইল। সময়ে সকলই হয়, এমন কি তিনি সংপ্রতিপ্তীকে অতি জঘন্য কুপ্রবৃত্তি-রাক্ষণীর সহিত বিনিময় করিতে উদ্যত হইলেন।

দ্রবীসম ক্ষমালঙ্কার তমোত্মরে অপহরণ করিতে তৎপর হইল।
যাঁহার হৃদয় দয়াহৃতে পরিপূরিত অর্থাৎ তাহাতে মদ ইলাহল মিশ্রিত
হইল। রাজকুমার এই সকল দুঃসহনীয় দুঃস্থ বৈরীকে কর্তৃক
প্রপীড়িত হইয়াও বন্ধুকে কোন কারণে জিজ্ঞাসা করেন নাই। পাছে
কেহ অস্ত্রের দুঃখ জানিতে পায়, এই ভয়ে শরীরের বাহ্যক্ষতি
প্রদর্শন করিতেন কিন্তু তাহাতে কি হইবে, যার অরণ্য মধ্যে দাবা-
নল হইলে তাহা কি কখন অপ্রকাশ থাকে।

বসন্তের প্রবল প্রতাপ রাজকুমার বিজয়কিশোরের বিলাসোদ্যান-
নেই বিশেষরূপে লক্ষিত হইতে লাগিল। একদিন দিব্যবাসন প্রায়,
দিবাকর অস্তাচলে গমন করিলেন। নানা পুষ্প সুবাসিত সুমন্দ সন্ধ্যা
সমীরণ বাহিত হইয়া জীবগণের শরীর স্নিগ্ধ করিতে লাগিল, পঙ্কি-
গণ স্রস্র নীড়াভিমুখে ধাবিত হইল। ত্রাঙ্গগেরী সন্ধ্যাপাগমনে
বসিলেন। ক্রমে রজনী উপস্থিত, বিমল আলোকময়ী রজনী,
গগনমণ্ডল নক্ষত্রমণ্ডলে পরিবেষ্টিত, এক ধানিও মেঘ নাই। যমুনার
জলে সুধাংশুর প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত। একে ত যমুনার জল,
তাহাতে পূর্ণিমার রাত্রি, এদিকে আবার বসন্তকাল, শোভার এক-
শেষ, কালিন্দীজল মধ্যে মধ্যে মন্দ মন্দ সমীরণে সঞ্চালিত হইয়া
অম্প অম্প তরঙ্গমালা উদ্ভিত হইতেছে। ঐ সময়ে গগনস্থ এক
মাত্র চন্দ্র ওলতলে সহস্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া অপূর্ণ শোভা পাই-
তেছে। কোকিলকুল জ্যোৎস্নাময়ী রজনী পাইয়া সময়ে সময়ে
সুমধুর কুহুরব করিতেছে, মধ্যে মধ্যে গ্রীষ্মানুভব হওয়ায় রাজপুত্র
বিলাস প্রাসাদোপরি প্রিয়ভৈরব সহিত একাসনে বাতায়ন সমীপে
আসীন হইলেন, পার্শ্বভাগে একটা আলোক জ্বলিতে ছিল, গবাক্ষ-
পথে সুধাংশুর কর গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ায় সে আলোক আর
তাদৃশ উজ্জ্বল বলিয়া বোধ হয় নাই। এদিকে রাজপুত্রের স্থির
দৃষ্টি কখন নভোমণ্ডলে কখন যমুনার জলে বিচরণ করিতে লাগিল,
কিন্তু কোন স্থানেই অধিকক্ষণ অবস্থিতি করে নাই, কলতঃ রাজ-

পুত্রকে তদবস্থা দেখিলে অবশ্যই বোধ হয় যে, তাঁহার কোন চিন্তা-বিকার উপস্থিত হইয়াছে। অনন্তর আহারের সময় উপস্থিত হইলে রাজকুমার বন্ধুর সহিত আহার করিতে বসিলেন, আহারও কিছুমাত্র করিতে পারিলেন না। আহারান্তে শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। অনেকক্ষণ শয়ন করিয়া রহিলেন, রাজপুত্রের নিদ্রা হইলনা, কত চেষ্টা করিলেন কিছুতেই নিদ্রা আসিল না। মস্তিষ্কপুত্রও সেই গৃহে পৃথক পর্য্যঙ্কে শয়ান ছিলেন, তিনি ক্ষণকাল পরেই নিদ্রিত হইলেন। একে চিন্তাচাকুল্যের প্রাদুর্ভাব তাহাতে আবার মধ্যে মধ্যে ঐয়ানুভব হওয়াতে রাজপুত্র শয্যায় স্থির থাকিতে পারিলেন না, নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বাতায়নের নিকটে বসিলেন। নিকটে কেহই নাই, রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর, নক্ষত্রমণ্ডল পরিশোভিত বিমল জ্যোতিঃধাকর মস্তকোপরি বিরাজ করিতেছেন। রাজকুমার তথায় অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ পরিত্রমণ করিলেন। পরিশেষে বাতায়নও আর ভাল লাগিল না। সুখাংশুর কর সহস্রাংশুর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, পুনর্বার গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া পর্য্যঙ্কে শয়ন করিলেন, বলিতে পারিনা শয়ন করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন, সদাই অস্থির, একবার এক পার্শ্বে শয়ন করিলেন। পরক্ষণেই সে পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া অপর পার্শ্বে শয়ন করিলেন। কিছুতেই আর মনস্থির হইতেছে না। ক্রমে রজনী শেষযামা। সমস্ত রাত্রি জাগরণ ও চিন্তায় রাজকুমার একবারে ক্লিষ্ট ও তেজোহীন হইয়া পড়িলেন, এইরূপ অনেকক্ষণ পরে তাঁহার কিঞ্চিৎ নিদ্রা আসিল, নিদ্রাবস্থায় এক অপূৰ্ণ স্বপ্ন দর্শন করিলেন।

স্বপ্নে দেখিলেন তাঁহার পর্য্যঙ্কপার্শ্বদেশে স্থিরসৌদামিনী সম, শুক্ল পক্ষীয় পূর্ণ শশধরের ন্যায় কমণীয় কান্তি ও অপূৰ্ণ যৌবন সম্পন্ন এক রমণীরূপ দণ্ডায়মান। দর্শন মাত্র কুমার যেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে? সেই কামিনী, সলজ্জ কৃতাজলিপুটে, কোকিলকণ্ঠ নিঃসৃত সুমধুর বামাস্বরে কহিল, “রাজনন্দন! এ অধিনীর একান্ত

বাসনা ও নিতান্ত প্রার্থনা আপনার চক্রবর্তী চিহ্নে চিহ্নিত যুগল পদকমলের পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকে ও প্রাণনাথ বলিয়া সম্বোধন করত জন্ম সার্থক বোধ করে । দাসীর এই নিবেদন যদি অবজ্ঞা না করিয়া অনুকম্পা প্রকাশ পূরক স্বীকার করেন, তাহা হইলে নিজ পরিচয় প্রদানে বাধ্য হই ।” কুমার অমনি নিজিতাবস্থায় বলিলেন সুন্দরি ! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি অচিরে তোমার অভীষ্ট পূর্ণ করিব । তখন সেই নারীরূপামূর্তি কহিল, “আমি মালবদেশ রাজনন্দিনী আমার নাম হেমললিনী আমি মানসে আপনাকে পতিত্বে বরণ করিলাম” । এই বলিয়া মূর্তি অন্তর্দ্বার হইলে রাজকুমারের নিদ্রা ভঙ্গ হইল । পর্য্যক হইতে উঠিয়া বাতায়নে আসিয়া বসিলেন দেখিলেন তখনও নিশাবসান হয় নাই । নীল পশ্চিম গগনে বিমল জ্যোতিঃ দ্বিজরাজ বিরাজ করিতেছেন । আর শুইলেন না, স্বপ্নদর্শনে একপ চকলমলা হইয়াছিলেন যে, নিদ্রাবেশ থাকিলেও আর নন্দনমিমী- লিত করিতে পারিলেননা । কি করেন বাতায়নোপবিষ্ট হইয়া করতলে কপোলদেশ বিন্যাস পূরক নিশাকরের ব্যোমাস্ত্র অবলম্বন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । ক্রমে নভোমণ্ডল দ্বৈত শুক্লাবাস পরিধান করিল । রাজপুত্রের সহিত চন্দ্রমা স্নানমুখ হইলেন । কুমারের নন্দনতারার সহিত নভোস্থিত তারাগণও হীনপ্রভ হইল । পূর্বাধিক অম্প অম্প প্রকাশ পাইতে লাগিল । রাজপুত্র পূর্ণ হইতেই ক্ষুণ্ণ হীন হইয়াছিলেন । যে কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহাও ঐ দূরস্থ নিশার সহিত অবসান প্রাপ্ত হইল । পক্ষিগণ রাজপুত্রের দুঃখে দুঃখিত হইয়াই যেন য য রবে চীৎকার করিয়া উঠিল । বৃক্ষগণ নীহারবিন্দুরূপ অশ্রুজল পাতিত করিয়াই, যেন কুমারকে সমবেদনা দেখাইল । রাজকুমারের দুঃখ দেখিতে হইবে বলিয়াই, যেন চন্দ্রমা অস্তহিত হইলেন । কুণ্ডিনী স্নান ও পাদিনী বিকসিত হইল । অলি কঙ্কার দিয়া কমলে বসিতে উদ্যত হইলে, প্রাতঃসমীরণে কমলিনী দ্বৈত বিকাসিত হওয়ায়, বোধ হইল যেন লম্পট অলি

সপত্নী কুমুদিনীর সহিত রাজি যাপন করিয়াছে বলিয়াই, পদ্মিনী সরোয়ে মস্তক কম্পিত করিয়া অলিকে মধুপান করিতে নিবারণ করিল। দুর্গদলোপরি শিশিরবিন্দু সকল অরুণ বালাতপ সংযোগে প্রবাল মিশ্রিত সহস্র সহস্র হীরক খণ্ড বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। দূরস্থ মহীধরশ্যাম সকল সহস্রাংগুর কিরণ সংযোগে অপূর্ণ শোভা ধারণ করিল, ক্রমে চারিদণ্ড বেলা হইল।

কুমারের সুবিমল চিত্ত একে বসন্ত প্রভাবেই পবন মিলিত পাবকের ন্যায় প্রজ্বলিত ছিল, তাহাতে আবার বিমল জ্যোতির্ময়ী সে দামিনীর ন্যায় চন্দ্রযুখী রাজনন্দিনীর স্তম্ভ সমাগমরূপায়ত সংস্পর্শে দ্বিগুণতর প্রদীপ্ত হইয়া দেহ দক্ক করিতে লাগিল। বসন্ত জনিত মনোবেগের সমতা না হইলেনই, বিত্তীয় প্রবলতর চিত্ত ঢাঞ্চলোর কারণ সন্নিপস্থিত হইল। ফলতঃ রাজকুমার বারপারনাই যন্ত্রণা পাইতে লাগিলেন। যিনি জম্বাবদি ক্রেশ কাহাকে বলে জানিতেন না অদ্য তাঁহাকে অসহ্য বিরহ যাতনা সহ্য করিতে হইল। সকলই অদূর্ভাবীন, তাহা না হইলে উর্ধ্বর রত্নক্ষেত্রে সহসা বিরহকণ্টক অঙ্কুরিত হইবে কেন, তিনি বিরহ কাহাকে বলে জানিতেন না। বিধি বৃদ্ধি রাজনন্দনের প্রতি বাদসাধিব্যার জনাই, ললাটে এই বিরহ বিধি লিখিয়াছেন। সকল ক্রেশই একরূপ সহ্য করা যায় কিন্তু বিরহ ক্রেশ অতিশয় দুঃসহ্য। সকল যাতনা অপেক্ষা বিরহ বেদনাই, অধিকতর কষ্ট দায়িকা। এই বেদনা বাহিরে কিছুই তত্ত্বুত হয় না। কিন্তু শুষ্ক কাষ্ঠ খণ্ডে অগ্নি সংস্পর্শের ন্যায় ক্রমে ক্রমে অন্তর্দাহ করিতে থাকে। উন্মত্ততা ইহার অনুরূপ, মুচ্ছা ইহার প্রাণাধিকা প্রিয়সখী। এ অবস্থায় এই দুইজনের সহিতই সতত সহবাস, অবিরত নয়নবারি বর্ষণ, ক্রন্দন ও শরীর শুষ্কতা ইহার অবয়ব, বিচ্ছেদবেদনা শরীরের কি অনিষ্ট না করিতে পারে, ইহার অসাধ্য কোন কর্মই নাই। কুমারের যে শুকুমার মতি সতত সদনুষ্ঠানে নিরত ছিল, সেই মতি অদ্য চতুর চিন্তামণি মহাথের ভুবনমোহন

চাতুর্য্যে পরাজিত হইয়া যতাব্যাহত হইল, সময়ে কি না ঘটে, রাজ-
কুমারের সাধুযতি অদ্য কালবশে অসং প্রভতির অনুগামিনী হইল ।
কি আশ্চর্য্য ! যাহার সুরূপা সাম্রাজ্য আশালতা, সতত জগতে মহো-
ন্নত প্রভাবশালী কীর্ত্তি পাদপে অবলম্বিত হইতে বাসনা করিত ;
একণ্ঠে সেই লতা, রাজনন্দিনী হেমলতীর সহসংস্করণ সামান্য
অসার তরুমূলে জড়িত হইল । যে ভাবনা রুত্তি, সতত শাস্ত্রীয়
বচন সুধায় একান্ত লোলুপ ছিল, অদ্য সেই চিন্তা অপ্রকল্পিত শরীর
নাশক অমূলক রসায়নে প্রবৃত্ত হইল । রাজকুমার যে বহিষ্করণ
তীক্ষ্ণ অনি দ্বারা যাবতীয় তর্কতরুর মলচ্ছেদন করিতেন, অদ্য সেই
শাণিত খজা, অসার অপ্রতক ছেদন করিতে কৃষ্ণিত মুখ হইল, কি
আশ্চর্য্য ! নির্দয় কুমুদশর কি না করিতে পারে । একপ দীপঙ্কি
সম্পন্ন ধৈর্য্যশালী জিতেন্দ্রিয় রাজনন্দনকেও অধৈর্য্যরূপ অকুল
মাগারে নিক্ষিপ্ত করিল । রাজকুমারের বাসনাতরি অসার অমূলক
অপ্রকারণে নির্মিত হইয়াছিল, সুতরাং এই অতি ভীষণ মহাসাগরে সেই
অকিঞ্চকর ভরণি, যে উত্তরণের অবলম্বন হইবে, একপ প্রত্যাশা
কখনই সম্ভবপর নহে । তবে যদি দৈব কখন সুপ্রসন্ন হইবেন, তাহা হই-
লেই এই দুরন্ত জলধি হইতে উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা ; নতুবা যাব
জীবন এই অর্ণবতরঙ্গে ভাসমান হইয়া অশেষ প্রকার রেশ ভোগ
করত, অবশেষে জীবন পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইবে আশ্চর্য্য কি !

প্রিয়তম শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া কুমারের অচ্যুত পূর্ব্ব অস-
ম্প্রাচিত ভাবান্তর দর্শন করিয়া যার পরনাই ক্ষুদ্র হইলেন । সহসা
মস্তকোপরি বেন বজ্রাঘাত হইল । অন্তরে অশুভ চিন্তানল প্রবিষ্ট
হইয়া দেহ দগ্ধ করিতে লাগিল । ইহাৎ বন্ধুর ভাবান্তরের কারণ কি,
কিছুই বুঝিতে নাপারিয়া চিত্ত একান্ত অধীর হইয়া উঠিল । সামান্য
কারণে এতাদৃশ বিবেচক ব্যক্তির চিত্ত চকল হইবে ; ইহা কখনই সম্ভব
নহে, অবশ্যই ইহার বিশেষ কোন কারণ আছে । উপরন একে
নানাবিধ পাদপ সমূহে অতি রমণীয় ; তাহাতে আবার শৈত্য

সে গন্ধ্য, মাধ্য গুণ সম্পন্ন মাকত বহমান হইয়া শরীর শীতল করিতেছে। এক্রপ স্থানে অবস্থিতি করিলে মনের ক্ষুধা হওয়াই সম্ভব। এবস্থিধ মনোহর উদ্যানে আনন্দ কমল চিত্তসরোবরের শোভা সম্পাদন করিয়া থাকে। অদ্য কিজন্য ইহাতে সে সমুদয়ের অভাব দেখিতেছি। যিনি আমার সহিত সতত কথোপকথন কহিতে ভাল বাসিতেন এবং আমাকে দর্শন করিয়া পরম আচ্ছাদিত হইতেন অদ্য কিজন্য তাহার সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য দেখিতেছি। যিনি আমার সহিত আলাপ ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত আলাপ করিয়া সুখী হইতেন না অদ্য কিজন্য তাঁহার চুর্ভাবনার সহিত এক্রপ প্রীতি সঞ্চার হইল। কই, অনিত বন্ধুর কাছে কখন কোন অপরাধ করিনাই। আমোদচ্ছলেও কখন অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিনাই। গত রজনীতেও এক সঙ্গে ভোজন ও শয়ন করিয়াছি, ইহার মধ্যে এমন কি ঘটনা ঘটিল, যে সকলই দেখি বিপরীত ভাব অবলম্বন করিয়াছে। যদিই কিছু ঘটয়া থাকে, তাহাই বা আমার নিকট প্রকাশ না করিবার কারণ কি। এমন নয় যে, আমার নিকট কখন কোন মনের কথা বলেন ন। যখনই যে বিষয় মানোন্মো উদিত হইয়াছে তখনই তাহা সরল হৃদয়ে আমার নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন। অদ্য কিজন্য মনের ভাব গোপন করিতেছেন। যাহাইউক আমার মৌনী থাকা আর কত্তব্য নহে। ক্রমেই কুমার অবসন্ন হইয়া আসি তেছেন। চক্ষের জলে বক্ষস্থল ভাসিতেছে। ঘেদ জলে শরীর সিক্ত ও মধ্যে মধ্যে দেহ কম্পিত হইতেছে। ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পাড়িতেছে। এক্রপ অবস্থা দর্শন করিয়া অধিকক্ষণ নিশ্চিন্ত থাকা বন্ধুর কত্তব্য নহে। কিজানি যেক্রপ ভাব দর্শন করিতেছি, তাহা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইলে কুমারের জীবনে আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা, অনিষ্ট ঘটিতে কতক্ষণ, অতএব আর ক্ষণকাল ও বিলম্ব করা বিধেয় নহে।

এইক্রপ ভাবিয়া মন্ত্রিপুত্র কৃতাজলিখুটে ও কাতর বচনে নিবে-

দন করিলেন কুমার ! কি নিমিত্ত অসময়ে আপনার বিধুবদন বিবাদ
বিধুবদে গ্রাস করিল । কিজনাই বা নয়নাকাশে তরুণ অরুণ উদ্ভিত
হইল । বেগবতী অশ্রুদী কেনইবা ধরাভল অভিযুক্ত করিতেছে,
কি কারণে তুদীয় দেহ বাতাহত সামান্য তরুর ন্যায় সাতিশয় কম্পিত
হইতেছে । হৃদয় হইতে অমূল্য জ্ঞাননিধি কে অপচরণ করিল ।
সদুপদেশ পরিপূরিত শুল্লিত সুধামাথা কথা কোথায় গেল ।
রত্নসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া, কেন ধরাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন ।
দেখুন নভোমণ্ডলই শশাঙ্কের প্রকৃত আধার, কামিনী কণ্ঠই উজ্জ্বল
হেমালঙ্কারের উপযুক্ত স্থান । রাজনন্দন ! আমি হৃৎক্ষে আপনার
এরূপ ভাব কেনন করিয়া দেখি, কুমার ! আমার চিত্ত কোন রূপেই
ধৈর্য্য মানিতেছে না । অতএব মনোগত ভাবরূপ কর প্রকাশে
আমার দুষ্চিন্তা তামসীকে অবিলম্বে দূর করন । রূপাবলোকন
রূপ হুরস ফল প্রাননে আমার ক্ষুধার্ত চকল চিত্তবিহঙ্গমকে মুগ্ধ
করুন । হায় আমি কি পায়ণ ! কি নরাধম ! আমার এত অনুনয়
বাক্যেও কুমারের সরল হৃদয়ে দয়ার সকার হইল না । এই অল্প
কালেই এত পরিবর্তন ঘটয়াছে । কোমল হৃদয় এক দিনেই পাষণ
ময় হইল । প্রিয় বৎসল ! ভাল জিজ্ঞাসা করি, বাল্যাবধি যাহার
বাক্য সুধাসম সমাদরে পান করিয়া পরম পুলকিত হইতেন, অদ্য
তাহা কি অদৃষ্ট ক্রমে বিষতুল্য বোধ হইতেছে । প্রিয়দর্শন !
আপনি কি পূর্বের সমস্ত ভাব বিস্মৃত হইয়াছেন । দেখুন
শৈশবাবধি যাহার সহিত একত্র বাস, একত্র বিদ্যাধ্যয়ন, একত্র
শয়ন ও একত্র আমোদ প্রমোদ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিতেন,
অদ্য কি কারণে তাহার অনুনয় বাক্যেও কর্ণপাত করিতে বিরক্ত
হইতেছেন ? এবম্বিধ আকস্মিক নিদারুণ চিত্ত বিভ্রমের মূল কি ?
সরল হৃদয় ! আপনি সততই বলিতেন যে আমি ভিন্ন আপনার
হৃদয়ে আর কেহই স্থান পায়না । সে কি কেবল কথামাত্র ? যাহার
সহিত ক্ষণকাল বিচ্ছেদ হইলে যুগ সহস্র বলিয়া বোধ করিতেন, এক

মুহুর্ত ও যাহাকে নয়নের অন্তরাল করিতেন না; যাহার পলক মাত্র
 অদর্শনে মহা প্রলয় জ্ঞান হইত, সেই প্রাণ্য ভাজন বকুজনের প্রতি
 কি এইরূপ ব্যবহার করা উচিত? সেই অরুদ্রিম ও অনুপম ভাড়া
 প্রাণ্যের কি এই পরিণাম? কি আশ্চর্য! বকিলাম সকলই কালমাহাত্ম্য,
 একমাত্র কাল কখন সপক্ষ কখন বিপক্ষ হইয়া সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব
 ধারণ করে। সমদর্শিন্! অদ্য কেন ভিন্ন বোধে হৃদয়ের ভাব
 গোপন করিতেছেন? আমি স্বরূপ বলিতেছি যদি অন্তরের কথা
 একান্তই আমার নিকট প্রকাশ না করেন, তাহা হইলে এই দণ্ডেই
 আপনার সম্মুখে প্রাণ পরিত্যাগ করিব, আমি আপনার সহিত
 বিগত বন্ধুত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন সমস্ত
 পরিত্যাগ করিয়াছি। আপন! ভিন্ন আর কাহাকেও জানিনা।
 আপনার সহবাসমুখী স্বর্গমুখ তুল্য বিবেচনা করি। ফলতঃ আমি যে
 নিতান্তই তদগত প্রাণ তাহা বিশেষরূপ অবগত আছেন! তথাপি
 কেন এরূপ আচরণ করিতেছেন। ভবাদৃশ পুরুষাংশলী ধীশক্তি-
 সম্পন্ন ব্যক্তির এবস্থিচরণ যে কতদূর সম্ভব পর, তাহা আপনিই
 বিবেচনা করুন। সদয়চিত্ত! যথেষ্ট হইয়াছে আর আমার অধিক
 কষ্ট দিবেন না। এক্ষণে সরল হৃদয়ে বলুন, কেন আপনার এরূপ
 ভাবান্তর ঘটিল। অধিক কি, যদিও প্রাণ দিয়াও আপনার মানো-
 রথ পূর্ণ করিতে পারি, তাহা হইলেও সৌভাগ্য জ্ঞান করিব। আপ-
 নার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, যদি অরণ্যবাস বা ছতাসন প্রবেশ দিয়া
 স্থাপদ সমাকীর্ণ উন্নত অচলে আরোহন করিতে হয়, তাহাতেও
 কুণ্ঠিত হইব না। নিশ্চয় জানিবেন যে আমার প্রাণ কখনই আমার
 নহে, ইহা আপনার উপকারার্থই বহুদিন উন্মুক্ত হইয়াছে। বন্ধুর
 দুখে দুখী, বন্ধুর সুখে সুখী হওয়া এবং নিজ প্রাণ দিয়াও বন্ধুর
 প্রাণ রক্ষা করা সুহৃদের কতব্য কর্ম। সুখের সময় সকলেই বন্ধু হয়
 কিন্তু বিপৎকালের বন্ধুই যথার্থ বন্ধুপদ বাচ্য। মহামতে! আরও
 বিবেচনা করিয়া দেখুন নিজ দয়িতা ও আত্মজের নিকটেও যে

শোকানলের শাস্তি না হয়, প্রাণ সম প্রকৃত বন্ধুসমীপে তাহা অনায়াসে নির্ধাপিত হইয়া থাকে। গুণনিধান! যদি কখন আমি আপনার নিকট অপরাধ করিয়া থাকি, যদি আপনার নিকট আমার কখন কোন ক্রটি হইয়া থাকে, বিনয় বচনে বলিতেছি আপনি সরল হৃদয়ে তাহা মার্জনা করিয়া মনোগতভাব প্রকাশ করুন, সাধ্যমত প্রতিকার সাধনের চেষ্টা করি।

কুমার একে স্বপ্নাবলোকিতা মনোমোহিনী নবীনা যুবতীর বিচ্ছেদানলে দহ্যমান, তাহাতে আবার প্রাণাধিক বন্ধুর অনুতাপ-পবন মিলিত হইয়া তাঁহাকে অধিকতর ক্লেশ দিতে লাগিল। মনোগত ভাব আর গোপন করিতে পারিলেন না, বন্ধুর নিকট বলিতে উদাত্ত হইলেন কিন্তু লজ্জা আসিয়া তাঁহার কণ্ঠরোধ করিল। বলিবেন ইচ্ছা করেন বলিতে পারেন না। পুনঃ পুনঃ বলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিছুতেই বাক্য নিঃসরণ হইল না। ক্রমে বিরহ বেদনা আসিয়া লজ্জার স্থান অধিকার করিল, লজ্জা দূরীভূত হইল। বিচ্ছেদ কি ভয়ঙ্কর পদার্থ, ইহার প্রবল প্রভাবে লোক জ্ঞান শূন্য হয়। লজ্জা, কলঙ্কভয় কিছুই থাকে না সকলই এককালে ভিরোহিত হয়।

রাজপুত্রও আজ বন্ধুর নিকট লজ্জায় জলাঞ্জলি দিলেন। অনন্তর অনেক কষ্টে কহিলেন সখে! রূথা কেন পরিতাপ করিতেছ, যদি একান্তই আমার মনোগত ভাব শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়া থাক বলি শ্রবণ কর। ভ্রাতঃ বিগত রজনীই অমর বর্তমান অবস্থার মূল কারণ, চিত্ত চাকলা বা অপর কোন কারণ বশতই হউক, বলিতে পারি না, কি কারণে আমার সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। পারে যখন রজনী প্রায় অবসন্ন, তখন দৈবৎ তত্ত্বমাত্র আসিল। সখে! সেই তত্ত্বাই আমার কাল হইল। তত্ত্বাবেশে দেখিলাম নানালঙ্কার ভূষিতা নবযৌবন সম্পন্ন এক মনোমোহিনী যুগ্মি, যেন আমার পর্য্যঙ্ক পাশে দণ্ডায়মান, আমার অনেক অনুনয় বিনয়ের পর সেই

অনুপমা মূর্তি যুগ্ম মধুর স্বরে বলিলেন “আমি মালব দেশাধিপতির
দুহিতা আমার নাম হেমনলিনী, আপনাকে পতিত্বে বরণ করিলাম”।
সেই প্রিয়তমা হেমনলিনী বলিয়া পরিচয় দিলেন বটে, কিন্তু হেম ত
মল শূন্য নয়, তাহাতেও মলিনতা আছে, এ নলিনী মল বিহীন।
“নির্মলনলিনী”। অনন্তর নেই মোহিনী মূর্তি অঙ্কিত হইলে
আমারও নিদ্রা ভঙ্গ হইল। আমি শয্যা হইতে সশবাস্ত্রে গাত্রো-
স্থান পূর্বক চতুর্দিক অবলোকন করিলাম কিন্তু কোথাও সেই বল-
বৃদ্ধি জ্ঞান-হারিণী সে দামিনীসম রাজনন্দিনীকে দেখিতে পাইলাম
না। এই কথা বলিয়াই কুমার ভূতলে পতিত ও মূচ্ছিত হইলেন ;
শরীর অক্ষত হইল।

প্রিয়ব্রত অমনি হায় কুমারের কি হইল একি বিষম দুর্ঘটনা, একি
সর্বনাশ এই বলিয়া কাতর স্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে সত্বর গৃহ
প্রবেশ করিয়া শীতল সলিল আনয়ন করত, কুমারের বিরহ কলঙ্কিত
শশিবুখে সেচন ও তালবৃন্তদ্বারা বীজন করিতে লাগিলেন। শীতল
সলিল কি, কখন অন্তরের বিরহানল নিবান হইয়া থাকে, বরং
কৃষ্ণকারের প্যামোপরি লিপপাঙ্কের ন্যায়, অন্তঃকরণকে অধিকতর
দগ্ধ করিতে লাগিল। তালবৃন্তানিল, অন্তরের প্রজ্জ্বলিত অনল-
শিখাকে দ্বিগুণতর উদ্দীপ্ত করিল। যখন এইরূপ জলসেকাদি
অশেষ বিধ শুশ্রূষাতেও কুমারের সংজ্ঞা লাভ হইলনা বরং ক্রমেই
রোগের বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন প্রিয়ব্রত হতাশ হইয়া পড়িলেন।
হতচেতন কুমারকে অবলোকন করিয়া নয়নজলে তাঁহার ক্ষুদ্র ভাসিতে
লাগিল। চতুর্দিক অন্ধকারময় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।
অনন্তর সজল নয়নে কাতর বচনে বলিতে লাগিলেন কুমার!
আপনার মনে কি এই ছিল এই কি ভবাদৃশ ধার্মিক ব্যক্তির অকৃত্রিম
নির্মল সে ফল্য শৃঙ্খল? যদ্যপি ইহা দৃঢ় বন্ধন হইত, তাহা হইলে
কখনই এই সামান্য কারণে উন্মুক্ত হইত না। হে সদাশয়!
আপনি ঈদৃশ বিবেচক ও জ্ঞানবান হইয়াও অনায়াসে জনক

জননী বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি পরিবার বর্গের মঙ্গল চিন্তায় একেবারে জলাঞ্জলি দিলেন। মিথ্যা মায়াবিনী মালবরাজনন্দিনী হেমলিনীর চিন্তাই কি আপনার বড় হইল? এমন কি তাহার জন্য জীবন পর্যাশ্রয়ও দিতে উদ্যত হইয়াছেন। প্রিয়তরের এইরূপ পাষণ্ডভেদী কাতর দ্বিগেহেও কুমারের অচেতনতা দূর হইল না দেখিয়া উদ্যানস্থ যাবতীয় পতপক্ষী নিস্তব্ধ। তক সকল বসন্তানিলে ঈষৎ বিকম্পিত হওয়ার বোধ হইল যেন নবপল্লবরূপ পবিত্র কর দ্বারা বাজন করিতেছে প্রিয়তর কিং কৰ্তব্য বিমূঢ় হইয়া কহিলেন কুমার! উপবনে আসাই কি আপনার কাল হইল! এই দুরন্ত বসন্তই কি আপনার প্রাণান্তের নিদান হইল! প্রতিপালক! ধরাসন হইতে গাত্ৰোত্থান করুন। একবার সুধাময় মধুর বাক্যে বন্ধু বলিয়া আহ্বান করুন। আমার তাপিত প্রাণ শীতল হউক, আমার নয়নের অন্ধকার দূরীভূত হউক। আমি এ পাপচক্ষে আর কতক্ষণ আপনার ছুরবস্থা দর্শন করিব, হায়! আমার হৃদয় কি কঠিন, কুমারের দৈব দর্শন দেখিয়া এখনও বিদীর্ণ হইতেছে না। হত জীবন! তুমি ক্ষণমাত্র যাঁহাকে না দেখিলে অস্থির হইতে সম্প্রতি কেমন করিয়া তাঁহার চিরবিচ্ছেদ সহ্য করিবে। তোমার কি কিছুতেই যন্ত্রণা বোধ হয় না? হায়! এখনও কঠিন প্রাণ দেহ হইতে বহির্গত হইল না! রে নির্দয় প্রাণ! তুই নিশ্চয় জানিস্, যে কুমার বিরহে তোরে কখন হৃদয় মন্দিরে স্থান প্রদান করিব না! রে নিষ্ঠুর বিধে! চিরমুখাভিলাষী জ্ঞাননিধি রাজনন্দনের ললাটে এই ছুরন্ত নিয়ম লেখা কি তোর কর্তব্য হইয়াছে? যাঁহার হৃদয় কানন জ্ঞান, ধর্ম, দয়া, শ্রদ্ধা প্রভৃতি তকলতা সমূহে সমাপ্ত হইয়া শিথ ও রমণীয় ছিল, যিনি সতত সেই তকলতার সুশীতল ছায়ায় আসীন হইয়া পরম প্রীতি লাভ করিতেন, সেই বনে অন্য বিচ্ছেদ দাবানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া সমস্তই ভস্মসাৎ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। জগতে কোন কর্মই তোর অকর্তব্য নাই, যে চন্দ্রমা কি

অরণ্য, কি সৌধ, কি অমরবৃক্ষ, কি কীট সমূহ সকল পদার্থেই অভিন্ন ভাবে অমৃতময় কর বিকিরণ করেন, সেই সমদর্শী শশাঙ্কেও যখন তুই মধ্যে মধ্যে রাহুরগ্রাসরূপ বিপদে বিপন্ন করিয়া থাকিস তখন তদপেক্ষা হীনজাতি মানবকে দুঃখদান করা তোর পক্ষে আর বিচিত্র কি। রে দুরাশ্রয় দুর্ঘতে মদন ! তুই দেবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া অন্য কুমারের প্রীতি জঘন্য জীবাবধি পিশাচের ন্যায় আচরণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছিস না। তুই কুহুমচাপ হইয়া কিরূপে রাজ-নন্দনের কোমল হৃদয়ে এই অমোঘ বজ্রময় বাণ নিক্ষেপ করিলি ? এতদিনে বঝিলাম যে, দৈব প্রতিকূল হইলে সকলই বিপরীতভাব অবলম্বন করে। অমৃতও অপেয় হলাহলের কার্য্য করে, কোমল কুহুম রাশিও পায়ণবৎ প্রতীয়মান হয়। হায় ! আমি এখন কি করি, কি উপায়েই বা রাজনন্দনের চৈতন্য সম্পাদন করি, হে জগদীশ্বর ! এই কালকূট পূর্ণ অতি ভীষণ গভীর দুঃখার্ণবে নিপতিত রাজকুমারের প্রীতি তুমিই রূপাকটাক্ষপাত কর। হে ককণাসিন্ধো ! তোমার রূপাবলোকন বাতিরেকে এই দুর্দশাপন্ন নৃপ নন্দনের আর গত্যন্তর নাই। প্রিয়তরের এইরূপ ককণরসমিশ্রিত কাতর বাক্যে এবং সেই অনাথবৎসল চৈতন্যময়ের অনুকম্পায় অচেতন রাজপুত্র অকস্মাৎ চৈতন্য লাভ করিলেন। নিমীলিত নেত্র উন্মীলিত এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া মুখে কেবল “হেমনলিনি ! হেমনলিনি !” এই বাক্য বারম্বার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, রাজপুত্র লঙ্কচেতন হইয়া প্রাণাধিক প্রিয়তরকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন সখে ! এমন গর্হিত কার্য্য কে করিল ? প্রতিকূলতা করিবার জন্য কে আমার নিদ্রাভঙ্গ করিল ? হায় ! আমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হৃদয় মধ্যে হৃদয় বিলাসিনী হেমনলিনীর মোহিনী মূর্ত্তি দর্শন করিতে ছিলাম, সহসা কে এমন নিদাক্ষণ কর্ষ করিল ? প্রিয়তম ! তুমি কি সেই অনুপম মূর্ত্তি দেখিয়াছ ? যদি দেখিয়া থাক শীঘ্রবল ? এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রোদন করিতে লাগি-

লেন, হায়! আমার হৃদয়ের মণি কে অপহরণ করিল। আমি কি এই পাপ চক্ষে আর কখন সেই মূর্তি দেখিতে পাইব না; সেই চিত্ত-হারিনী মূর্তি, বিমল মুখপঙ্কজ বিকসিত করিয়া মধুময় বাক্যে, আর কি কুমার বলিয়া আমাকে সোধোধন করিবে না? হায়! আমি কি নিষোধ, ঈদৃশ অপূর্ণ দুর্লভ স্বর্ণকমল হস্তে পাইয়া পরিত্যাগ করিলাম। প্রিয়বর! যদি তুমি আমার প্রকৃত বন্ধু হও এবং আমার দুঃখে যদি যথার্থই তোমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়, তাহা হইলে সেই বিকসিত হেমলিনীকে আনয়ন করিয়া আমার হৃদয় সরোবরে পুনঃস্থাপিত কর। তত্ত্বিহীন কোন রূপেই আমার জীবন-রক্ষা হইবে না। তোমায় নিশ্চয় বলিতেছি, যদি তুমি আমার যথার্থ মুহূর্ত্ত হও এবং বন্ধু বলিয়া আমার জীবনের যদি প্রত্যাশা কর তাহা হইলে, যে কোন রূপেই হউক, আমার সেই হৃদয়রত্ন মিলাইয়া দাও।

কুমার চৈতন্য লাভ করিয়াছেন দেখিয়া প্রিয়ত্রেতার হৃদয়স্থিত হতাশালতা সহসা মুকুলিত হইল। মানসসরোবরে আনন্দলহরী প্রবাহিত এবং নয়নযুগল হইতে দরদরিত আনন্দাশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। প্রফুল্ল হৃদয়ে রাজকুমারকে নিবেদন করিলেন কুমার! আপনি অখিল শাস্ত্রের যথার্থত্ব অবগত হইয়া নির্মল দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, অতএব মাদৃশ অনভিজ্ঞ ব্যক্তি আপনাকে আর কি উপদেশ দিবে? সদাশয়! আপনি অমূলক যন্ত্রের বশবর্ত্তী হইয়া আপনার প্রকৃতিসিদ্ধ সমস্ত সঙ্গাণ সকলকে এককালে বিসর্জন দিতে উদ্যত হইয়াছেন। যথাক্রমিক বিষয় কি কখন প্রকৃত ফলদায়ক হয়? সে সমুদয় মিথ্যা ও ভ্রম মাত্র, বিশেষতঃ ককন মুঢ় ব্যক্তিরাই অবিরেকের অনুবর্ত্তী হইয়া অকিঞ্চিৎকর সুখাভিলাষে স্বভাব ভ্রষ্ট হয় এবং তন্নিমিত্তই লোক সমাজে দগা ও নিন্দার আশ্রয় হইয়া চিরজীবন অতিবাহিত করে, কিন্তু ভবাদৃশ বিচক্ষণ ও জ্ঞানবান কোন্ মহাত্মা পাপকণ্টকাচ্ছাদিত অপবাদপাঞ্জে পঙ্কিল দুর্গম পথে পদার্পণ করিয়া অকারণ ক্রেশ ভোগ করে? অতএব

হে দূরদর্শিন্! স্বপ্নলব্ধ অসার চূড়পিণ্ডের পরিবর্তে অমূল্য উজ্জ্বল বিবেকরত্ন অর্পণ করা কখনই সুসঙ্গত নহে। আরও দেখুন আপনি মহারাজ ও মহাবীর একমাত্র নয়নদগি, তাঁহাদিগকে দুঃখসাগরে নিক্ষিপ্ত করিয়া। একপা নিনাকণ কার্যে প্রবৃত্ত হইলে, নিঃসন্দেহ দুরপনয় পাপপঙ্কে লিপ্ত হইবেন। অতএব আপনার মানসক্ষেত্রে যে বিগর্হিত চিন্তারূপ বিষবস্ত্রী পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহাকে ধৈর্য্য শনিত্রে সমূলে উৎপাটিত করুন। তাহা হইলেই সমস্ত অসুখ এককালে দূরীভূত হইবে। মস্তিষ্কপুত্র এই বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন।

প্রিয়ব্রতের এই সকল ন্যায়ানুগত সহপদেশপূর্ণ বাক্য, কুমারের কোমল হৃদয়ে শেল সম বিদ্ধ হইয়া সাতিশয় ক্রেশ প্রদান করিতে লাগিল। তিনি পূর্থাপেক্ষা অধিকতর কষ্ট বোধ করিয়া বন্ধুকে বলিলেন, অতিদুঃস্থ! এ সময়ে একপা বিষতুল্য বাক্য প্রয়োগ করা তোমার অনুচিত, আমি সমস্তই পরিত্যক্ত আছি এবং সদস্য কাহাকে বলে তাহাও বিশেষরূপে জানি। তথাপি যে আমি কিজন্য একপা মুচের ন্যায় আচরণ করিতেছি তাহা কি তুমি বলিতে পারিতেছনা? আমার শরীর মধ্যে সর্বদাই সেই অকলঙ্ক শশিধর্মীর বিচ্ছেদহতাশন অতি ভয়ঙ্কর ভাবে জ্বলিতেছে। সেই কামিনীর প্রাপ্তিরূপ সলিল স্নানার্থে সে অনল কিছুতেই নির্ধাণ হইবে না। এবং অগ্নি নির্ধাণ ভিন্ন হৃদয়ের সম্ভাপও দূরীভূত হইবে না। এক্ষণে তোমার হিততাপদেশ গ্রহণের ন্যায় অধিকতর প্রজ্জ্বলিত করিবে মাত্র, ফলতঃ তদীয় উপদেশবীজ ঈদৃশ উত্তপ্তক্ষেত্রে কখনই অঙ্কুরিত হইবে না। অধিক কি, যদি সেই সুখদায়িনী রাজকুমারীকে কখন প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহা হইলেই আমার এই বিষম বিরহ রোগের উপসম হইবে; নতুবা নিশ্চয় বলিতেছি এ দগ্ধজীবন হেমনলিনী উদ্দেশে সমর্পণ করিব।

কুমারের ঈদৃশ মর্ষভেদী বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রিয়ব্রত তদ্বিকল্পে আর দ্বিকল্পি করিতে সাহসী হইতে পারিলেন না। অনন্তর রাজ-

তনয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন কুমার ! যদ্যপি আপনি নিতান্তই
এরূপ অধীর হইয়া থাকেন, তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, ত্বরায়
উদ্দেশ্য সাধনে সম্মত হওয়া কর্তব্য ।

এদিকে ক্রমে ক্রমে বসন্তের অবসান হইল । রাজপুল প্রথমতঃ
শীতকালে বিলাসোদ্যানের আসিয়া ছিলেন । ক্রমে হিমন্তু অপ-
গত হইলে, যে বসন্ত আসিয়াছিল, তাহাও প্রায় গমনোন্মুখ ।
আর মলয়পর্বত প্রবাহিত হয়না, মল্লিকা মালতি প্রভৃতি কুসুমচয়ও
বিকসিত হইয়া মন হরণ করে না, কোকিলের কুহুরব ক্রমশই দুর্লভ
হইল, সমস্ত প্রান্তর শস্যঙ্গীন হইয়া শূন্যময় ভীষণ মূর্তি ধারণ
করিল । উত্তপ্ত মিনাষকাল দুরন্ত বসন্তকে অস্তুরিত করিয়া
মরিচীকারূপ প্রেরসীর সহিত অবনিতলে সমাগত হইল । ক্রমেই
তদীয় লক্ষণ সমুদয় লক্ষিত হইতে লাগিল, রৌদ্র অগ্নিবৎ হইল,
এক সূর্য্য শত সূর্য্যের তেজ ধারণ করিল । দিনেরবেলায় বাটীর
বাহির হওয়া ভার, কমলিনী ভিন্ন প্রচণ্ড মাস্তুণের সুভীক্ষ করস্পর্শ
সহ্য করে কাহার সাধ্য ; দিন বড় রাত্রি ছোট, একালে প্রভাকর কম-
লের মধু দীর্ঘকাল পান করিয়া থাকেন ; বাইতে চাহেন না, পাছে
ভ্রমর আসিয়া পঙ্কজিনীকে বিরক্ত করে, রে চের সময় অল্প মধুর
তব্বাই সুহৃদ বলিয়া বোধ হয়, গুথের মধ্যে এই হইল কি না ফল
শ্রেষ্ঠ রসাল ফল পাকিতে আরম্ভ হইল । পথ ঘাট ধূলায় পরিপূর্ণ,
নিদাঘবায়ু উত্থিত হইয়া গগনমার্গে ধূলিরাশি উৎক্ষিপ্ত করায় মধ্যে
মধ্যে অসময়ে সন্ধ্যাসনাগম হইতে লাগিল । এইরূপে কিছুকাল অতি-
বাহিত হইল, রাজকুমারের আর অন্য চিন্তা নাই, কেমন করিয়া
মালবদেশে যাইবেন, কেমন করিয়া রাজনন্দিনীকে প্রাপ্ত হইবেন,
অনুক্ষণ এই উৎকণ্ঠাই বলবতী, তাঁহার নয়নযুগল, অন্য অখিল
বিরহ পরিভাগ করিয়া চিত্তপটে কেবল সেই রাজনন্দিনীর মোহিনী
মূর্তিই নিরন্তর দর্শন করিত, শ্রবণ, সেই রাজকুমারীর গুণকীৰ্ত্তন
বাতীত আর কিছুই শুনিতে চাহিত না । রাজকুমারকে অন্যের

সহবাস আর ভাল লাগিত না, তিনি নৃপনন্দিনীর চিত্তাময়ীমূর্তিকে
হৃদয়ে স্থান দিয়া তাহার সহিত সহবাস করিতেই ভাল বাসিতেন ।
ফলতঃ রাজকুমার যাবতীয় বিদগ্ধজ্ঞানে জলাঞ্জলি দিয়া একান্ত
তদ্রূপে চিন্তা হইয়া পড়িলেন ।

অনন্তর এক দিবস বন্ধু প্রিয়তরের সহিত প্রচ্ছন্নভাবে রাজ-
কুমারী হেমললিনীর অনুসন্ধানার্থ গমন করাই কৃতনিশ্চয় করিয়া
নিশীথ সময়ে অগ্নারোহণে বহির্গত হইবেন, এইরূপ নির্দ্ধারিত
হইল ।

দেখিতে দেখিতে দিবাভাগ অতীত হইল, গ্রীষ্ম সময়ে প্রদোষ-
কালে মেঘাভ্রের ঝড় বৃষ্টি প্রায়ই ঘটয়া থাকে, সুতরাং তদ্বিবসেও
সন্ধ্যা হইতে না হইতেই পশ্চিম দিক নিবিড় নীলমালক্কৃত নীরদ-
জালে আবৃত হইয়া উঠিল । ক্রমে ক্রমে কান্দিনী সমস্ত গগনমণ্ডল
আচ্ছন্ন করিল, মেঘের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল পবন আসিয়া জগৎ
আন্দোলিত করিতে লাগিল, অম্প পরিমাণে বৃষ্টি হওয়ায় কিছুই
উপকার হইল না, প্রত্যুত পূর্ণাপেক্ষা গ্রীষ্মাতিশয় অনুভূত হইতে
লাগিল । মধ্যে মধ্যে কেবল মাত্র ধূলি সকল কিয়ৎ পরিমাণে
সিক্ত হওয়ার আদ্রগন্ধ রিস্ত হইয়া চতুর্দিক আমোদিত করিল ।
একে রূপ পক্ষীয় রাত্রি, তাহাতে আবার ঘোর ঘনঘটা, কিছুই দৃষ্টি-
গোচর হয় না । ঘোর তিমিরাবৃত রজনীতে শ্যামল দলপূর্ণ
শাখিসমূহে খদ্যোতকুল হীরকখণ্ডের ন্যায় জ্বলিতেছে । মধ্যে
মধ্যে বিদ্যুৎ হওয়ায় বোধ হইতেছে, স্রীয পতি সুধাকর আসিয়া-
ছেন কি না দেখিবার জন্যই যেন যামিনী নয়ন উন্মীলিত করিতেছে;
ঝিল্লীরব শ্রুতিগোচর হওয়ায় বোধ হইতেছে, যেন নিজ নায়ককে
দেখিতে না পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে । ক্রমে নিশীথ
সময়ে সহসা প্রবল ঝটিকা উপস্থিত হওয়ায়, মেঘ সকল ছিন্ন ভিন্ন
হইল । গগনমণ্ডল পরিষ্কৃত এবং অচিরোদিত চন্দ্রমার কিরণজালে
জগৎ আলোকময় হইল । রাজকুমার সময় উপস্থিত দেখিয়া

মন্ত্ৰিপুত্র সহ নিঃশব্দপদসক্কায়ে প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিয়া অংশালায় গমন করিলেন । তথায় দুই দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া উভয়ে বিলাসোদ্যান অতিক্রম করত, প্রভাতকালীন মধুকরের নায় নলিনী অশ্বেষণে প্রস্থান করিলেন । লজ্জা, ভয়, মায়া প্রভৃতি সকলে সম্মুখে উপস্থিত হইয়া রাজকুমারকে প্রতিবৃত্ত করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিল, কিন্তু একমাত্র হেমনলিনীর মোহিনীমূর্তি তাহাদের মধ্য হইতে নৃপনন্দনকে বলপূৰ্ব্বক আকর্ষণ করিয়া মালবদেশান্তিমুখে লইয়া গেল । নক্ষত্র সহ চন্দ্রমা মেঘাবৃত হইলে, সহসা যেমন তমোময়ী তামসী আসিয়া জগৎ আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ প্রিয়ব্রত সহ কুমার উপবন হইতে গমন করিলে, সেইবনে শোকরূপ অন্ধকার আসিয়া প্রবিষ্ট হইল । জীবসকল নীরব, তরুণ নিষ্পন্দ, ক্রমে রজনী প্রভাতা । মানরগণ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূৰ্ব্বক নিজ নিজ কার্যে নিযুক্ত হইল । কুমারের নিদ্রাভঙ্গ প্রতীক্ষায় কিছুরেরা নিরুপিত সময়ে স্ব স্ব স্থানে সতর্ক ভাবে দণ্ডায়মান রহিল । রাজস্বতের শয্যা হইতে উঠিবার সময় অতীত হইল দেখিয়া, সকলেরই মনে সংশয় জন্মিল । অশ্রুত চিন্তা আসিয়া তাহাদের হৃদয় অধিকার করিল । ক্রমেই চিন্তা চঞ্চল হওয়ায় আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া শয়নাগারের গবাক্ষপথে দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া দেখিল যে, শশাঙ্কশূন্য অন্তরীক্ষের নায় হেমপাৰ্ব্বাক রাজপুত্র বিহীন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে । তখন দ্রুতগমনে গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া সবিশেষ নিরীক্ষণ করত, রাজকুমার বা প্রিয়ব্রত কাহাকেই দেখিতে পাইল না । অনন্তর উৎকণ্ঠিত মনে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া উদ্যানের চতুর্দিকে অন্বেষণ করিতে লাগিল । কোন স্থানেই দেখিতে পাইল না, তখন একান্ত নিকপায় হইয়া সকলে রাজপুরীর দিকে ধাবিত, ক্রমে রাজদ্বারে উপস্থিত । মহারাজ কেশরীবীর্য তখন পারিষদবর্ণে পরিবৃত ও সুধীগণে বেষ্টিত হইয়া রত্নসিংহাসনে সমাসীন আছেন । বোধ হইল যেন

শচীপতি অবনিপতি হইয়া প্রবল প্রতাপের সহিত ন্যায়ানুগত রাজ-
কার্য্য সকল পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন ; এমন সময়ে প্রতিহারী সখু খীন
হইয়া রক্তাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল মহারাজ ! উপবন হইতে সমাগত
কতিপয় ভৃত্য, আপনার পদযুগল দর্শনমানসে দ্বারে দণ্ডায়মান আছে।
অনুমতি হইলে তাহাদিগকে আনয়ন করি, রাজা শুনিবামাত্র
আনিতে আদেশ করিলেন এবং মনে মনে এই তর্ক বিতর্ক করিতে
লাগিলেন কি কারণে উদ্যান হইতে কিছুরেরা সহসা সমাগত হইল,
কুমারের ত কোন অমঙ্গল ঘটে নাই। এইরূপ ভাবিতোছেন, এমন
সময়ে তাহার রাজ সমীপে উপস্থিত হইয়া করপুটে নিবেদন করিল
মহারাজ ! প্রাতঃকাল হইতে মস্তিষ্ক সহ রাজপুত্র যে কোথায়
গমন করিয়াছেন, তাহার কিছুই অন্বেষণ করিতে পারি নাই। উপ-
বনের সমীপবর্তী সকল স্থানেই বিশিষ্টরূপ অনুসন্ধান করিয়াছি,
কোন স্থানেই তাঁহাদের সন্দর্শন পাই নাই, পরিশেষে অন্য কোন
উপায় স্থির করিতে না পারিয়া আপনার আঁচরণে নিবেদন করিতে
আসিয়াছি।

হেমরত্নখচিত সিংহাসনোপরিক্ত মহারাজ কেশরীবীর্য্য, ভৃত্য-
দের বিষয় বিচারে বার্তা বাণে পরিবিদ্ধ হইয়া হা হতোশ্মি হা
দম্ভোশ্মি বলিয়া সিংহাসন হইতে অশনি পতিত অচল শৃঙ্গের ন্যায়
ভূতলে পতিত হইলেন। হায় ! আমার কি হইল এই বলিয়া
মূচ্ছিত, ক্ষণকাল পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া কাতর বচনে বলিতে
লাগিলেন হায় ! এখন আমি কি করি, আমার হৃদয়ের নিধি কোথায়
গমন করিল। এই বলিয়া দুঃখে ও শোকে একান্ত আকুল হইয়া
উঠিলেন। কখন বিলাপ, কখন মূচ্ছা, কখন বা তাঁহার সর্দঙ্গ
ঘূর্ণিত হইতে লাগিল, হা বৎস বিজয়কিশোর ! হা বৎস বিজয়-
কিশোর ! বলিয়া বারংবার চীৎকার করিতে লাগিলেন। হা
বিধাতা ! আমার ললাটে কি এই লিখিয়াছিল, যে অস্ত্রমকালে
অনন্ত ক্লেশ ভোগ করিয়া আত্মঘাতী হইতে হইল। এত দিনে

যুঝিলাম আমার যাবজ্জীবন অনুতাপেই অতিবাহিত হইবে । তাহা না হইলে হৃদয়ের নিধি পুত্রধন সহসা অনুদেহ হইবে কেন ? এই বলিয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন, সেই সময় তাঁহাকে বিকৃত চিত্ত উদ্ভবের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল । দীনমনে কণ্ঠবচনে পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, হা প্রাণাধিক প্রিয় বৎস ! কত আরাধনা করিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তোমার জন্য রাজ্যধন পরিভাগ পূরুষ স্ত্রী সহ যোগীর বেশে বন-বাসে কত ক্রেশ সহ্য করিয়াছিলাম, হৃদয়মগ্নে ! তোমার নিমিত্ত রাজমহিষী যোগিনী হইয়া কোমলাঙ্গে বিকৃতি ভূষণ ধারণ করিয়া যে, কত কষ্ট কত যন্ত্রণা পাইয়া ছিলেন, তাহা বলিবার নহে । কুলতিলক ! এক্ষণে সে সমুদয় কি আকাশকুসুমরূপে পরিণত হইল । হা পুত্র বিজয়কিশোর ! হা অন্ধের যক্তি ! তুমি একবার ইহাও ভাবিলে না, যে আমি ভিন্ন বৃদ্ধ পিতা মাতার সংসারে আর অন্য অবলম্বন নাই । হায় ! এখন আমাকে কে মধুময় বাক্যে জনক বলিয়া আহ্বান করিবে ! হা পুমান্নরকোদ্ধারক প্রিয় পুত্র ! একবার দেখা নিয়া আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর, একবার মধুময় বাক্যে জনক বলিয়া আহ্বান কর, এইরূপ বিলপে করিতে করিতে মধীপাল শোক-সম্ভাপে নিতান্ত ক্রিষ্ট হইয়া পবিত্রঘন ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিভাগ করিতে লাগিলেন । তাঁহার নিখিল অস্থ্যকণে উর্ধ্বমাল্য শঙ্কল ক্ষুভিত অকুল অর্গবের ন্যায় একাষ্ম আকুল হইয়া উঠিল, তাঁহার সেই হৃদয়বিদারক দুঃখে সভাস্থ সকলেই শোকমাগরে নিমগ্ন হইল, নয়নজলে সভাস্থল ভাসিয়া গেল । কিশোরের কুবাস্তা-বহুিতে রাজপুরী দগ্ধ হইতে লাগিল । শাস্তিদেবী রাত্রিযোগেই কিশোরের অনুসরণ করিয়াছিলেন ।

এরিকে রাজমহিষী চন্দ্রপ্রভা অন্তরীক্ষে তারাগণপরিবৃত্তা চন্দ্রপ্রণয়িণী রোহিণীর ন্যায় অন্তঃপুরে কাকনখচিত সুখাসনে যুবতী ও রূপবতী সখি সকলে বেষ্টিতা হইয়া আমোদ প্রসঙ্গে নানা

রসলাপ করিতে ছিলেন, এমন সময়ে কোন দাসী রাজ্ঞীর সম্মুখীন হইয়া সহসা কুমারের অনুদেশদ্বারূপ সুভীক্ষ শরে তাঁহার কোমল হৃদয়কে বিদ্ধ করিল। স্থিরজলে লোকটী নিক্ষেপণ করিলে, জলরাশি বেক্রপ বিচলিত হয়, রাজ্ঞীর হৃদয়ও সহসা সেইরূপ আন্দোলিত হইয়া উঠিল, প্রাণমাত্র কুটারছিন্ন বিশাল শালযষ্টির ন্যায় এবং ধুরলোক ভক্টা শুরনারীর ন্যায় তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিতা হইলেন। নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাসিতে লাগিল, দশদিক অন্ধকারময় দেখিলেন, মস্তকে করাঘাত ও দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক রোদন করিতে করিতে কহিলেন, হা বৎস বিজয়কিশোর! হা হৃদয়নন্দন! তুমি কোথায়? একবার আসিয়া সেই চন্দ্রযুখে মা বলিয়া আমার প্রাণে সুধা বর্ষণ কর। জীবনসর্বস্ব! আমি এক মুহূর্ত্তও তোমার চন্দ্রবদন না দেখিতে পাইলে জগৎ অন্ধকারময় বোধ করি, চতুর্দিক শূন্য দেখি, বৎস! নিমেষমাত্র তোমার সানন্দ আনন না দেখিলে যুগ-সহস্র বলিয়া বোধ হয়। হায়! আমি কোন্ প্রাণে এক্ষণে তোমার বিরহবেদনা সহ্য করিব, বৎস বিজয়! তুমি তিন্ন এ অভাগিনীকে মা বলিয়া ডাকে জগতে এমন আর কেহই নাই। চন্দ্রমণে! তুই যে আমার অনেক দুঃখের ধন, কত দেবদেবীর আরাধনা, কত যাগ বজ্র করিয়া যে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি, তোমার জন্য কত কষ্ট কত যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি, সে সমস্ত কি বিস্মৃত হইয়াছ। তোমার অদর্শন অপেক্ষা হৃদুই আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। বিজয়কিশোর! তোমাকে উদরে ধারণ করিয়া আমার কি এই হইল, জীবনের জীবন! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কাহাকে মাতৃ সন্মোহনে সুখী হইয়াছ? প্রিয়দর্শন! তুমি যে আমার ক্ষীরকণ্ঠ তোমার বিবাগী হইবারত এ বয়স নহে। ক্ষুধা হইলে কে তোমাকে আহার দিবে? কেহইবা পিপাসার সময় শীতল জল আনিয়া দিবে? হা মাতৃ বৎসল! তোর দুর্ভাগা জননী র জোড় যে শূন্য রহিয়াছে। বৎস! তোমার মধুমাখা বচনপরম্পরা আর কি আমাকে আনন্দিত

করিবে না? হা অভাগিনীর জীবনধন! হা চন্দ্রপ্রভানন্দবর্ধন! বৎস তোমা ব্যতিরেকে আমি আর কি লইয়া গৃহে থাকিব! আমি কার মুখশশী দর্শন করিয়া প্রাণ ধারণ করিব। বিজয়! তোমার মুখশশী আমি যে দিন না দেখি সে দিন আমার দিন গেল কি রাত্রি গেল কিছুই বুঝিতে পারি না। জীবনধন! আমি যে তোমায় দশ-মাস দশদিন গর্তে ধারণ করিলাম, এতদিন লালন পালন করিলাম, কত কষ্টে তোমায় মানুষ করিলাম, তাহার কি এই ফল লাভ হইল। হা বিধাতঃ! তোর মনে কি এই ছিল। হা দেবি ভগবতি! তোমাকে এত সাধনা করিয়া পরিশেষে কি এই ফল ফলিল। • হা মঙ্গ প্রাণ! এখনও বহির্গত হইতে বিলম্ব করিতেছ কেন? এ পাঁপ দেহের মায়ী কি ভুলিতে পারিবে না। হা প্রিয়পুল্ল বিজয়কিশোর! তুমি কোথায়? এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে রাজ্ঞী মুচ্ছিতা হইলেন। সখিরা অবিরত শীতল বারি সেচন ও তালরস বীজন করিতে লাগিল।

মন্ত্রীও প্রাণাদিক প্রিয়পুল্ল প্রিয়ততশোকে অত্যন্ত অধীর হইয়া নানাবিধ বিলাপ ও পরিণাপ করিতে লাগিলেন; জলদের জলধারার ন্যায় নয়ন হইতে অনবরত বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। মুখে নিরন্তরই কেবল হা পুল্ল প্রিয়তত! হা কুমার বিজয়কিশোর! এই বাক্য। মন্ত্রিপত্নী কুণ্ঠিতী রাজকুমারের এবং নিজ পুল্লের অন্তর্ভেদী অতি নিদাক্ষনিকদেশে সম্বাদরূপ অশনি-পাতে তুলনাশায়িনী এবং মুচ্ছার বশবর্তিনী হইয়া নিরতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। কখন বক্ষঃস্থলে করাঘাত, কখন শিরঃ-কুটন, কখনবা হা পুল্ল! হা পুল্ল! বলিয়া উচ্ছ্বাসে রোদন করত মৃতপ্রায় ধরাশয়্যায় পড়িয়া রহিলেন। সখিরা নানাবিধ প্রবোধ বাক্যে শাস্তনা করিতে লাগিল।

ক্রমে দিনমণি তক্ষশি প্রদেশের দুঃখ দেখিতে না পারিয়াই যেন অন্তাচল চূড়াবলম্বন করিলেন। শশাকবিরহে কুমুদিনীর ন্যায় রাজ-ধানী কুমারবিচ্ছেদে শ্রীহীনা ও মলিনা হইয়া অতি দুঃখে অবস্থিতি

করিতে লাগিল। সেই দুঃস্থ যামিনীতে রাজপুরী শবাকার পৌর-
গণে পরিণত হইয়া মধ্যে মধ্যে ফেব রবের ন্যায় চীৎকার শব্দে
অতি ভীষণ হইয়াছিল। ফলতঃ সেই দিন হইতেই রাজ্যের সুখ-
শলী শোকঘনে সমাচ্ছন্নিত হইল। সকলেই নিরানন্দ। রোদনধনি,
আর্তনাদ ও অশ্রুজল ব্যতীত রাজ্যের অন্যবিধ যাবতীয় পদার্থই
অস্তমিত হইল। হা হতবিধে! তোর মনে কি এই ছিল। যে
রাজ্য সকল সুখের স্থান বলিয়া প্রতীয়মান হইত, ইন্দ্রপুরী বলিয়া
প্রসিদ্ধি জন্মিত, সেই স্থানে অদ্য শোকসমুদ্র ব্যতীত আর কিছুই
অনুভূত হয় নাই।

অনন্তর সুবিক্ত সূক্ষ্মদর্শী সচিব, শ্রীযুট্ট ঠাকুরাণু প্রিয়পুত্র প্রিয়-
ভ্রাতার অশ্রুত সমাদর্শিত চিত্তচাক্ষু্য কথঞ্চিৎ অপনীত করিয়া
মহারাজের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং ধূলিধূসরিত ধরাপতিত
পৃথিবীপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন। মহারাজ!
এ সময় যদিও আমার কোন বাক্য প্রয়োগ করা অনুচিত, তথাপি
কিঞ্চিৎ বলিতে বাসনা করিতেছি। আপনি জ্ঞানবান্ ও অগাধ
ধীশক্তিগম্পন্ন, কোন বিষয়ই আপনার অবদিত নাই। ভবাদৃশ
জ্ঞানরাশির এককালীন, শোকাভিভূত হওয়া অকর্তব্য। বিবেচনা
করুন, এই অনিত্য সংসারে সুখ দুঃখ কুলালচক্রের ন্যায় নিয়তই
পরিভ্রমণ করিতেছে। এই সংসারাম্রমে কখন সুখ কখন দুঃখ।
শোকে শরীর নষ্ট ও মনোবৃত্তি সকল নিশ্বেজ হইতে থাকে, বুদ্ধি
মলিন হয়; অতএব শোকের কারণ উপস্থিত হইলে তৎপূর্ণ চীৎকার
সাধনে তৎপর হওয়াই যুক্তিযুক্ত। পুরাকালে কত শত রাজকুমার
কোন না কোন কারণবশত জনক জননীর অজ্ঞাতসারে অনুদ্দেশ
হইতেন এবং অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া বহু দিবসের পর পুনর্বার বাটী
প্রত্যাগমন করিতেন, অতএব রাজপুত্রদিগের যৌবনাবস্থায়
ঈদৃশ ঘটনা নূতন নহে। এ বিষয়ের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে।
আরও বিবেচনা করিয়া দেখুন, কুমার কিছু একাকী গমন করেন নাই,

প্রিয়তম নিশ্চয়ই তাঁহার অনুগামী হইয়াছে। বিপদের অবস্থায় একেবারে শোকের বশীভূত হওয়া অনুচিত। এক্ষণে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া শোকের শাস্তি করাই বিধেয়। অতএব আমার বিবেচনায় কয়েকজন বলবান্ অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষ চতুর্দিকে প্রেরণ করুন, তাহা হইলে অচিরে রাজনন্দনের অনুসন্ধান পাওয়া যাইবে সন্দেহ নাই।

সচিবের ঈর্ষা নীতিগর্ভ হিতোপদেশ বাক্যে রাজা কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন। রাজাক্রায় বলবান্ অশ্বারোহীগণ দ্রুতগতি-অঙ্গে আকৃত হইয়া রাজপুত্রের অন্বেষণে চতুর্দিকে গমন করিল। বনে, প্রান্তরে এবং লোকালয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খপে অনুসন্ধান করিতে লাগিল কিন্তু অন্য কোথাও তাঁহার অনুসন্ধান না পাইয়া ক্রমে মালব দেশাভিমুখে গমন করিল।

মালবদেশ অতি বিখ্যাত স্থান। এই দেশের অন্তর্গত উজ্জ-
য়িনী নামে নগরী আছে, যাহার অনতিদূরে নানা লতাপাদপ পরি-
শোভিত বিবিধ দাতুরাগরম্বিত অতুলিত বিক্রাগিরি অবিরত সুপক-
কল এবং সুবাসিত শীতল সলিল ও স্নিগ্ধ ছায়াদানে পথপ্রাপ্ত পান্থ
দিগের ক্ষুধা তৃষ্ণা শরীরসম্ভাপ নিবারণ করত বিরাজ করিতেছে।
সিপ্রানদী বিক্রা হইতে বিনির্গত হইয়া উজ্জয়িনীকে উজ্জ্বল করত
প্রবাহিত হইতেছে, সিপ্রানদীর তরঙ্গসঙ্গি সুশীতল সমীরণে উজ্জ-
য়িনী সততই শৈতাময়। নবোদিত চন্দ্রমা দর্শন করিলে জনয়ে
যেক্রপ আনন্দের উদ্বেক হয়, পরম শোভাশালিনী উজ্জয়িনীকে
দর্শন করিলেও তক্রপ মনে আনন্দ জগে, এই নয়নানন্দনয়িনী নগরী
প্রবল প্রভাপান্নিত অশেষ গুণ সম্পন্ন অতি বদন্য রাজ্য বীরসেনের
রাজধানী ছিল। মহীপতি বীরসেন প্রজাপুত্র বিষয়ে অতি বিচক্ষণ,
শরণার্থীদিগের শরণ্য এবং একান্ত গম্ভীর স্বভাব ছিলেন, তাঁহার
ভুজবয় সুদীর্ঘ বক্ষস্থল অতি বিশাল ছিল। ফলতঃ মহারাজ এক্রপ
রূপবান্ ছিলেন যে পুরুষের যাবতীয় লক্ষণই তাঁহাতে সুন্দররূপ লক্ষিত

হইত; এমন কি সুরাঙ্গনারাও তাঁহার অভিনব যৌবনশ্রী সততই প্রার্থনা করিতেন। তিনি তুলোকে অবস্থিতি করিয়াও স্বর্ণের সুখানুভব করিতেন। স্বরস্বতী ও লক্ষ্মী যদিও স্বভাবতই স্বতন্ত্র স্থান অবলম্বন করিয়া থাকেন তথাপি তাঁহারা সাপভ্যাক্রপ চিরবিরোধ পরিহার পূৰ্ব্বক উভয়েই যুগপৎ রাজাকে আশ্রয় করিয়া যারপরনাই প্রীতি অনুভব করিয়াছিলেন। ভূপতি প্রভাকরের ন্যায় অপ্রতিহত কর-প্রভাবে বক্ররূপ কমলদল উজ্জাসিত এবং রিপুকর্দম পরিশুদ্ধ করত পরমানন্দে রাজকাৰ্য্য সম্পাদন করিতেন।

রাজার অনুপম রূপলাবণ্য সম্পন্ন বিলাসবতী নামী এক প্রিয়-তমা মহিষী ছিলেন, যেরূপ অযোধ্যাধিপতি রাজা রামচন্দ্রের সীতা ও সত্যবানের সাবিত্রী, রাজা বীরসেনের বিলাসবতীও তদ্রূপ, পতিপরায়ণা লক্ষ্মী নারায়ণকে লাভ করিয়া যেমন চিরসুখিনী, তরঙ্গিনী যেমন মহাসাগরকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিতা হয়েন তদ্রূপ বিলাসবতী রাজাকে প্রাপ্ত হইয়া যারপরনাই সুখানুভব করিয়াছিলেন, রাজা ও রাজ্ঞী প্রথমতঃ নিরপত্যতা নিবন্ধন অনেক দেব দেবীর আরাধনা করিয়া অবশেষে শুভদিনে শুভলগ্নে এক কন্যার হস্ত লাভ করিয়াছিলেন। পুণ্যবতী বিলাসবতীর রত্নগর্ভ হইতে কন্যার হস্ত সম্ভূত হইলে শারদীয় পূর্ণশশধরের ন্যায় মনোজাত সেই সূতার শরীর জ্যোতিতে গৃহ আলোকময় হইল। দশদিক এসম্মুখি ধারণ করিল, নববালার লাবণ্যময়ীতনু চন্দ্রকলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল, কন্যারূত সংস্কার হইলে সুমাজ্জিত চন্দ্রকান্ত নগির ন্যায় অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিলেন। অমর অমরী যেমন একক্লিত সহকারতক পরিত্যাগ করিয়া কদাচরক্ষান্তুর আকাঙ্ক্ষা করে না তদ্রূপ রাজা ও রাজ্ঞীর দৃষ্টি সতত কন্যার মোহিনী মুক্তিভেদেই অনুরক্ত ছিল, যতবার দর্শন করিতেন ততবারই অভিনব বোধ হইত। দর্শনলালসা কিছুতেই নিবৃত্ত হইত না কন্যার কমলীয় অঙ্গ সমুদয় কমলের ন্যায় কোমল এবং কাণ্ডের ন্যায়

কান্তি সম্পন্ন বলিয়া রাজা দুহিতার নাম হেমলিলী রাখিলেন ।
চপলা ও সরলা নামে তাঁহার সমবয়স্কা দুই সখি ছিল ।

রাজদুহিতা প্রিয়সখি চপলা ও সরলার সহিত আমোদ
প্রমোদে এবং বিবিধ বাল্যলীলার কালযাপন করিতে লাগিলেন ।
এইরূপে শৈশবকাল অতিবাহিত হইলে রাজা কন্যার বিদ্যাশিক্ষা
নিমিত্ত একজন সুশীলা ও সুপণ্ডিতা শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া
দিলেন । হেমলিলী দীর্ঘ বৃদ্ধিবলে অচিরকাল মরোই নানা বিদ্যায়
পারদর্শিতা লাভ করিলেন । ক্রমে বাল্যকাল অতিবাহিত হইল,
নবোদিত যৌবন তপনের করসংসর্গে মুকুলিত হেমলিলীর মোহিনী
মুক্তি ক্রমশঃ বিকসিত হইতে লাগিল । তখন তিনি মধুপূর্ণ সহস্র
দল পত্রের ন্যায় অপূর্ণ শ্রীধারণ করিলেন, হৃদয়সরোবরে কমল
কোরক বিনিমিত্ত কুচদ্বয় প্রকাশিত হইল । যৌবনরূপবর্ণার সমাগমে
তদীয় ভ্রু-তরঙ্গিনীতে উজ্জ্বল লাবণ্যপ্রবাহ প্রবাহিত হইতে
লাগিল । রাজনন্দিনীর এতাদৃশ অঙ্গসৌন্দর্য্য যে কম্পনাতেও
তাঁহা স্থির করা যায় না, ফলতঃ রমণীর মুক্তি বিষয়ে বিধাতার
যে অসামান্য শিল্প নৈপুণ্য ছিল, রাজনন্দিনী হেমলিলীই তাঁহার
অদ্বিতীয় উদাহরণস্থল ।

রাজবালা যখন জলধর সমাচ্ছন্ন অমানিশার ন্যায় অসিতচক্ৰ
সুদীর্ঘ কেশপাশে কবরী বন্ধন করিয়া তাঁহাতে সমুজ্জ্বল হীরকখণ্ড
মণ্ডিত হেমময় কুমুদময় যোজিত করিতেন তখন বোধ হইত যেন
নবীন নীরদে শত শত সৌন্দামিনী স্থিরভাবে যুগপৎ দীপ্তি পাই-
তেছে । সুবিমল পঙ্কজকুল তদীয় উজ্জ্বল বদনের উপমান হইতে
পারে নাই কারণ অরবিন্দ রজনীতে মলিন হয়, কিন্তু রাজনন্দিনী
হেমলিলী সর্বদাই বিকসিত । কমলমুখীর মুখের এরূপ শিষ্ট ও
কমনীয় আভা যে দেখিলে বোধ হইত যেন বিশ্ববিধাতা সুধাকর
হইতে সারাংশ লইয়া সেই বিমল আস্য নির্মাণ করিয়াছেন ; সেই
জন্যই সুধাকরে গন্ধর পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে । জয়গল বক্রভাবে

বিস্তীর্ণ এবং সন্ধিস্থলে উভয়ে সংশ্লিষ্ট। নয়নদ্বয় প্রতিযুগল পর্যন্ত
আয়ত ও প্রাচীণালী, যেন নীলোৎপলের সারভাগ দিয়া গঠিত
হইয়াছে। নয়নদ্বয়, হেতুমালের অভ্যন্তরস্থ দলের ন্যায় শুভ্র,
তদ্বৎ নীলমণির ন্যায় তারকা প্রকাশমান। অপাঙ্গদেশ দ্বৈত
আরক্ত। শুকচক্ষু বিনিক্ত উন্নত নাসিকা। কক্ষুর ন্যায় গ্রীবা-
দেশ, অথচ অতিশয় কোমল। কোকনদ বিভাযুক্ত প্রবালের ন্যায়
ওষ্ঠাধর, মৃদু ও সুবাসিত। শ্রবণযুগলে মণিময় কুণ্ডল দোহুলা-
মান হইয়া এক একবার রাজকুমারীর মুকোমল কপোলদেশ স্পর্শ
করায় বোধ হইতেছিল যেন, কুণ্ডল স্পর্শস্থ অনুভব করিয়া আবার
ভয়ে ভীত হইয়াই স্বস্থানে জীবন সার্থক করত প্রত্যাবর্তন করিতে-
ছিল। কণ্ঠদেশে করিষু, সংগীতবিদ্যা ও সত্যবাক্যের চিহ্ন স্বরূপ
তিনটি রেখা বিবাজিত ছিল। বাস্তবিক হেমললিনী তিন বিষয়েই
মুগ্ধিমতী। উল্লিখিত রেখাত্রয় হীরকখচিত হীরণ্য কণ্ঠভরণে
আবৃত। তন্মধ্যে বহুমূল্য মুক্তাহার নাভির উর্দ্ধভাগ পর্যন্ত দোহুলা-
মান, দেখিলে বোধ হয় যেন হেতুগঙ্গা সুমেক নিক্ত কণ্ঠারকুণ্ডল
অতিক্রম করিয়া নাভিসিদ্ধিতে সঞ্চিত হইতে উদাত। কুণ্ডল কণ্ঠার
অথচ কমলকোরকের ন্যায় কোমল। কুচাগ্রভাগ রক্তবর্ণ হওয়ায়
বোধ হয় যেন মধুপ মধুপান করিবার জন্যই বিকসিত করিবার চেষ্টা
করিতেছে। তরল অথচ বিমল সুবর্ণনিত মুগোল ভূজযুগল।
করকমলে চম্পককলিকা সম অঙ্গুলি সকল সুশোভিত। কোটিদেশ
একপ ক্ষীণ ও বহুলীকার যে দিবাকর নিশাকরও লজ্জায় মধ্যে মধ্যে
রাহুর করালগ্রাসে জীবন নিতে উদাত হয় কেশরীর ত কথাই নাই।
মুগোল ও স্থললিত গুণকনিতম্বে সমুজ্জ্বল মণিমণ্ডিত মেখলা, যেন
চন্দ্রমা তারাগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বিরাজ করিতেছে। নিতম্বের
তুলনা খুঁজিয়া মিলে না। উকযুগল মুগোল ও সুবর্ণাভা বিশিষ্ট।
রাজনন্দিনী যখন সমুপূর্ণদয়ুগল বিন্যাস করিতেন তখন মরা-
লের গমন ও স্রনি উভয়ই তিরস্কৃত হইত। আহা! পদতলেরইবা কি

অনুপম শোভা, রক্তোৎপল যেন জল ত্যাগ করিয়া কুমারীর পদতল আশ্রয় করিয়াছে।

মহারাজ বীরসেনের অন্তঃপুরের সহিত সম্বিলিত এক অপূৰ্ণ উদ্যান ছিল। উদ্যানের চতুর্দিকে অত্যন্ত সিতপাষণ নির্মিত প্রাকার, তাহার উপরিভাগ তরঙ্গাকৃতি এবং স্থানে স্থানে কনকময় কলস সকল সংস্থাপিত। দেখিতে অতি রমণীয় ও লোচনানন্দকর, উদ্যান নানাবিধ কুমুদিত ও ফলবান্ তরুতে পরিশোভিত। স্থানে স্থানে ললিত লতানিকুল। মধ্যস্থলে এক মনোহর সরোবর নানাবিধ জলজ পুষ্পে সুশোভিত। উদ্যানটাকে সন্মুখবর্তন বলিয়া আখ্যায়িত হয়। তথায় ক্ষণকাল অবস্থান করিলেই মন প্রকলিত হয়, হৃদয় নব নব ভাবে পরিপূর্ণ হইতে থাকে। নয়নের আশা কিছুতেই নিবৃত্তি হয় না যতবার দেখা যায় ততই অভিন্ন দুর্ভাগ্য হয়। উদ্যান সর্ববিধ উদ্ভিদে সমাকীর্ণ। বর্তমানে সেরূপ উদ্যান অতি বিরল। সরোবরের সমীপবর্তী স্তম্ভপ্রস্তরে প্রস্তুত প্রশস্ত রমণীয় ভবন। বহুমূল্য মণিহরপদার্থে ভবন সুসজ্জিত। ভবনে তন্তুৎকালীয় ভারতবর্ষীয় রাজা ও রাজকুমারদিগের প্রতিমূর্তি সমুদয় লক্ষ্যমান। গৃহটী দর্শন করিলে দেবরাজ ইন্দ্রের বিশ্রামভবন বলিয়া প্রতীতি জন্মে। রাজা কখন কখন সস্ত্রীক এই ভবনে আসিয়া বিলাস করিতেন। অলিঙ্কে বহুবিধ কুমুম রক্ষ সকল স্বর্ণ ও রক্তোৎপলোৎপলি শ্রেণীবদ্ধরূপে সংরক্ষিত। সংক্ষেপে বলিতে হইলে উদ্যানটী যুগাবেরও শোভার আদর্শ স্বরূপ।

আহা! বিধাতার কি অলৌকিক ঘটনা। তাঁহার কাণ্ডের কেমন আশ্চর্য্য নিয়ম। ব্রহ্মর্ষিদেবশাপিত রাজা কেশরীদীর্ঘের পুত্র বিজয়কিশোর যে শীতকালে মন্ত্রিপুত্র প্রিয়ব্রত সহ উপবনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, মালবদেশ-রাজনন্দিনী হেমললিনীও ঠিক সেই সময়ে মাতার আদেশক্রমে প্রিয়সখি সরলা ও চপলার সহিত উল্লিখিত উদ্যানে উপস্থিত হইয়া নানা

আমোদ প্রমোদে কালযাপন করিতে লাগিলেন । শীতঋতুর আধিক্য হেতু সে সময় উদ্যানস্থ কোন বৃক্ষই বিকসিত বা কুসুমিত ছিল না । উদ্ভবানলি বাহিত হইয়া কি সবল কি দুর্বল প্রাণী মাত্রকেই কল্লিত কলেবর করিল । দিবাভাগে নভোমণ্ডল কুজ-ঝটিকাজালে সমাচ্ছন্ন । নিশিযোগে শিশিরপতনে শশী আভা হীন । চুর্জয় ঋতু তেজস্বীদিগেরও গর্জ ধ্বং করিল । বৃক্ষ সকল শোভাহীন ও কুসুমহীন, দুই একটি পুষ্প দেখা যাইতে লাগিল বটে কিন্তু তাহাও মধুরিরহিত । সরোবর কমলশূন্য, তরু সকল দলহীন, মধুরময়ুরী নৃত্য বিস্মৃত হইল । এই সময়ে রাজবালা সখীদ্বয়ে পরিবৃত্তা হইয়া বিস্ত্রন নানাবিধ আমোদ প্রমোদে কখন বা শাস্ত্রপ্রসঙ্গ কখন বা ঐতিহাসিক উপাখ্যান ও উপকথা-লাপে পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন ।

ক্রমে দুরন্ত বসন্ত রাজসুতার জনাই যেন অভিনব কুসুম সমূহ বিকসিত করিয়া উদ্যানে আবির্ভূত হইলেন দিনকর উত্তর দিকে গমন করিবার জন্য রথেরঅস্থ পরিবর্তিত করিয়া মলয়পার্শ্বত পরিভ্রমণ করিলেন । ভূমার নিরাকৃত ও প্রাতঃকাল একান্ত সুনির্মল হইল । বৃক্ষ সকল নবপল্লবিত ও পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল । কোকিলকুল আনন্দিত, হংস সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ জল-কেলিতে নিযুক্ত । অলিকুল বসন্তপ্রতিপালিত কমলিনীকে লাভ করিল । বিকসিত কুসুমদুগন্ধে উদ্যান আমোদিত হইল । নিয়ত প্রিয়তম সহযোগে কুশাদী কামিনীর ন্যায় রজনী বসন্তসহবাসে একান্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িল । হিমকর নীহারবিরহে একান্ত সুনির্মল করপ্রসারণে অনঙ্গকে উত্তেজিত করিতে লাগিল । মল্লিকা, আশ্রয়-বৃক্ষের কিশলয়রূপ অধরমধু পান করত দর্শকদিগের মন উন্মত্ত করিয়া তুলিল । বসন্তরাজ, রাজনন্দিনীর মন ভুলাইবার জন্য উদ্যানে সর্বদা নৃত্য, গীত, বাদ্য আরম্ভ করিলেন । মন্দমাকতহিজোলে আচ্ছাদিত সরোবরের তরঙ্গশব্দ বাদ্য তুল্য হইল । কোকিলের

কুহবর ও ভ্রমরের গুণ গুণ ধ্বনি গীতের কার্য্য করিতে লাগিল
ময়ূরময়ূরীগণ নৃত্য করিয়া হেমনলিনীর মন হরণ করিল ।

রাজবালা সমবয়স্কা চপলা ও সরলার সহিত উদ্যানের অনুপম
শোভা সন্ধান করিয়া যারপরনাই আনন্দানুভব করিতে লাগি-
লেন । ক্রমে কুমারী মধ্যথের প্রধান লক্ষ্য হইলেন । তাঁহার
সরল চিত্ত বিচলিত হইল । আহা ! জীবগণের অবশ্যস্বার্থী
শুভাশুভ বিষয়ে বিধাতার অমোঘ ইচ্ছা যে দিকে প্রবাহিত
হয় সেই দিকেই জীবের চিত্ত বাতকুলিকার অনুগামী শুক তৃণ
পর্ণাদির ন্যায় ধাবমান হইয়া থাকে । একেত নবযুবতী বলিয়া
হেমনলিনীর নিয়তই নবরসের আবির্ভাব, তাহাতে আহার বসন্ত-
কাল এবং রমণীয় উদ্যানে অবস্থিতি । বিচল চিত্ততার সকল
উপকরণ গুলিই রাজকুমারীতে বিদ্যমান । হেমনলিনী সুশীলা
ছিলেন, সতত সদালাপেই কালযাপন করিতেন । কিন্তু যাবতীয়
পথই বিধাতৃ বিহিত । তিনি যে আশ্চর্য্য নিয়মাবলী জীবের প্রতি
প্রয়োগ করিয়া রাখিয়াছেন কাহার সাধ্য তাহার মর্ম্মভেদ করে ।
শৈশবাবধি সাধু সহবাস থাকিলেও বিয়ম যৌবন সমাগমে শ্রভাবের
ভাবান্তর অবশ্যই ঘটয়া থাকে । সম্প্রতি নলিনীতেও তাহাই
ঘটিল । রাজনন্দিনী শাস্ত্রপ্রকৃতি হইয়াও কালপ্রভাবে সহসা
অপ্রকৃতিস্থ হইলেন অচঞ্চল চিত্ত চঞ্চল হইল । সময় পাইয়া
ঋতুরাজের প্রধান সেনা মলয়মাকত নলিনীর হৃদয়স্থিত সরল বুদ্ধি-
বল্লীকে কল্পিত করিতে লাগিল । মধুকরনিকর তাঁহার অঙ্গগন্ধে
মোহিত হইয়া কুসুমমধুপান পরিহার পূরক তাঁহারই দিকে ধাবিত
হইতে লাগিল । নবরসে তাঁহার দেহ ভারাক্রান্ত ছিল এই সকল
উৎপীড়নে যন্ত্রণা প্রবল হইয়া উঠিল । মনোমধ্যে নানাবিধ সংশয়
উপস্থিত । রাজবালার সরল অন্তঃকরণে গুপ্ত ভাবে রসনদী প্রবল
বেগে প্রবাহিত হওয়ায় ধৈর্য্যতট প্রাবিত হইয়া গেল । কোমুদীপূর্ণ
শারদীয় চন্দ্রমা বরুণ আপনার নৈসর্গিক শোভা ত্যাগ করেন না

তদ্রূপ তিনিও তাঁহার স্বাভাবিক আনন্দ পরিত্যাগ করিলেন না । পাছে প্রিয়সখীরা তাঁহার স্বভাবের বৈপরীত্য দর্শন করিয়া ক্রেশ পায়, এই বিবেচনা করিয়া মনের ভাব মনেই গোপন করিয়া রাখিলেন ।

একদিন দিবাভাগে আহাৰাশ্বে হেমনলিনী রমণীয় বিলাসভবনে হেমমণ্ডিত পর্য্যাক্ষোপরি উপবিষ্ট আছেন । আন্তরিক উৎকণ্ঠা প্রবল হইলেও বাহ্যক্ষুণ্ণি প্রকাশ পূৰ্ব্বক সখীদ্বয় সমজিবাাহারে আমোদ প্রমোদ করিতে ছিলেন । কিরৎক্ষণ পরেই অলিন্দে পদ সঞ্চালন করিষ্ঠত লাগিলেন । অনন্তর অলিন্দের এক পাশ্বে আসীন হইয়া বামকরে কপোলদেশ সংস্থাপন পূৰ্ব্বক উদ্যানের শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । ক্রমে দিনমণি প্রণয়িণী পদ্মিনীর প্রেমজলপি মন্তুন করিয়া তেজোহীন হইলেন । অলস অঙ্গ পশ্চিমদিকে পতিত হইল । সরোজিনী যেন উৰ্দ্ধমুখে তাঁহার গমমপথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । ক্রমে ক্রমে দিনমণি যখন চক্ষুর আগোচর হইলেন তখন সরোজিনী যেন অভিমানিনী হইয়াই মস্তক অবনত করিলেন । নলিনীর ভাব দর্শনে হেমনলিনীর যন্তুণা দ্বিগুণতর বৃদ্ধি পাইল । সময় পাইয়া বসন্তরাজ, অশ্রুশ্রুতসজ্জিত সৈন্যসামায়ে সনবেত হইয়া উদ্যানের মধ্যে প্রবল প্রতাপে আশ্ফালন করিতে লাগিলেন । সকলেই স্ব স্ব কার্যে নিযুক্ত । সুমন্দ মলয়মাকিত হুরতি কুমুমচয়ের অন্তরত রেণুসকল হরণ করিয়া অলিন্দোপবিষ্টা নলিনীর অঙ্গ সদৃশ রঞ্জিত করিয়া তুলিল । অলকা আকর্ষণ করিয়া কুরঙ্গনয়ন ঢাকিয়া ফেলিল । কঠোর কুচ-দ্বয়ের আবরণবসন কিছুতেই রক্ষা করিতে পারেন না বসন্তানিলের এবস্থিধ উৎপীড়নে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পরিশেষে উঠিয়া পড়িলেন । মধুপ সকল কমলমধু পান করিবার নিমিত্ত গুণ গুণ রবে দলে বসিয়া মধুপানে নিযুক্ত হইল । অকণোচ্ছিন্ন মধু ভাল লাগিবে কেন ? আবার ইতস্ততঃ উড়িতে লাগিল । অনান্য দিন ত তাহার ঐ

উচ্ছ্রিত মধু পান করিয়া থাকে, তবে অদ্য কেন তাহাতে ঘৃণা জন্মিল। তাহার কারণ এই, নব নব সুখই সকলের প্রার্থনীয়। তাহারা প্রত্যহই শুদ্ধ নলিনীর মধুপান করিয়া থাকে অদ্য হেমনলিনীর অধরমধু পানে ধাবিত হইল। কোকিল রসাল তরুণাখায় বসিয়া চক্ষু আরক্ত বর্ণ করত কুহুধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইল।

হেমনলিনী স্বতুরাজের এই সকল অসঙ্গনীয় উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া অতিশয় অধীরা হইলেন। কিছুতেই আর সেই স্থানে থাকিতে পারিলেন না। অশেষ অশেষ ভবনভাস্তুরে প্রবিষ্ট হইয়া পর্য্যটকোপরি আসীন হইলেন। সখীদ্বয় কল্যাণান্তরে নিযুক্ত হইল, সন্ধ্যার প্রাক্কাল উপস্থিত, ধরাতে রৌদ্র নাই, দিবাংকরের অপ্রথর করজাল কেবলমাত্র দূরস্থ মহীধরশৃঙ্খকে আলিঙ্গন করিতে ছিল। বিলাসভবনে তখনও অন্ধকার প্রবেশ করিতে পারে নাই, ভবনস্থ সকল বস্তুই সুন্দররূপ দেখা যাইতে ছিল। বহুমদাগত অগ্নি-কণার ন্যায় ছুরস্ব বসন্ত, কুমারীর হৃদয় স্তরে স্তরে দগ্ধ করিতে ছিল, লজ্জায় ত্রিয়মান হইয়া কি ভাবিতে ছিলেন এমন সময়ে রাজ-কুমারী হঠাৎ যন্তক উন্নত করিয়া ভবনস্থ রাজা ও রাজকুমারদিগের প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। এক একখানি করিয়া সকল গুলি দেখিলেন। অনন্তর পর্য্যটক হইতে নামিয়া প্রতিমূর্ত্তি সকলের নিকট চক্ষু লইয়া দেখিতে লাগিলেন। কুমার তুল্য শকুনার বিজয়-কিশোরের মোহনমূর্ত্তি তাহার নয়নে নিপতিত হইল। কুমারের উৎকৃষ্ট নয়নকমল কুরঙ্গাক্ষীর নয়নের সঙ্গিত মিলিল। আন্তরিক ভাবমাত্রই নয়নের ভাবে বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। আহা! প্রকৃত অনুরাগের কি অনুপম কার্য্য। ইহার অঙ্কুরোদয়ে নারকনাগিকার প্রীতিপ্রফুরনেত্র একপা রমণীয় ভাব ধারণ করে যে কথা না কছিলও আন্তরিক ভাব আপনাপনি প্রকাশ পাইয়া যায়। রাজ-কুমারী পুনঃ পুনঃ প্রতিমূর্ত্তিখানি দেখিতে লাগিলেন। নয়ন পরিতৃপ্ত হইল না আবার দেখিলেন কিছুতেই ক্ষোভ মিটিল না। প্রতিমূর্ত্তির

নীচে কুমারের নাম অঙ্কিত ছিল, পড়িয়া শরীর শিহরিয়া উঠিল, আবারও পড়িলেন শেষে জপমালা হইল। ক্রমে কুমারী আত্মবিশ্বাস হইলেন কুমার যেন সম্মুখে উপস্থিত দেখিতে লাগিলেন। হৃদয়, মন, দেহ সমস্ত অর্পণ করিলেন। মিলিত জীবন হইয়া তাঁহার সুখদুঃখের ভাগিনী হইবেন বলিয়াই প্রতিশ্রুত হইলেন। অনন্তর পর্য্যঙ্কে আসিয়া বসিলে, সমস্তই স্থাপাবলোকিতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

ইত্যবসরে সখী সরলা কোন কার্য্যোপলক্ষে ভবনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। বিজয়ধানাবলম্বিতা নলিনী চমকিয়া উঠিলেন। এতক্ষণ একরূপ অজ্ঞান অবস্থাতেই ছিলেন, কারণ বিজয়চোর তাঁহার জ্ঞানরত্ন হরণ করিয়াছিল এক্ষণে জ্ঞানের উদয় হওয়ায় বিজয়-বিচ্ছেদাগ্নি সহসা তাঁহার হৃদয়কন্দরে জ্বলিয়া উঠিল। একে বসন্তের প্রবল পীড়ন, তাহাতে আবার বিজয়ের বিচ্ছেদানল, সম-ধিক দন্ধ করিতে লাগিল। কোমলাঙ্গী বালিকার প্রাণে আর কত সহিবে। দুঃসহ ক্লেশ আর সহ্য করিতে না পারিয়া লজ্জাকে বিজয়-বিরহানলে ভস্মীভূত করিয়া নভোমণ্ডল পরিভ্রষ্ট নক্ষত্রমালার ন্যায় পর্য্যঙ্ক হইতে পতিতা ও সংজ্ঞাহীন হইলেন। শরীরে সাত্ত্বিকভাবের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল, দেহ বিকম্পিত ও এমনই উত্তপ্ত হইল যে, প্রতি লোমকূপ হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল বহিস্কৃত হইতে লাগিল। নাসিকা হইতে অনলমিশ্রিত অনিলের ন্যায় অনবরত দীর্ঘনিশ্বাস নির্গত হইতে লাগিল। নয়নজলে যেন অগ্নের কমল ভাসিতে লাগিল, হেম অঙ্গ ধূলিধূসরিত হইল, কনকশূণ্য-শোভিত কবিরবন্ধন বিমুক্ত হইল। কাদম্বিনী নিম্নিত সুবেণী সকল মনোমোহি প্রভাবে তেজোহীন ফগিনীর ন্যায় কুণ্ডলাকৃতি ধারণ করিল। অনলোত্তপ্ত সলিলের ন্যায় দেহ হইতে অবিরত শ্বেদজল বহিস্কৃত হইতে লাগিল। নীলকণ্ঠনিভ পটবসন শ্বেদজলে সিক্ত হইয়া গেল, অকলঙ্ক মুখশশী রূপক্ষীয় শরীর ন্যায় ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইতে লাগিল, করকমল নিদাঘকালীন সরোবরস্থ সরোজের

ন্যায় আরম্ভ হইল। যুক্তাহারশোভিত কঠোর কুচস্থলের উপরে চুচকরূপ কালজ্বরর থাকায় বোধ হইল যেন কুমারীর অন্তরস্থ বিজয়-বিচ্ছেদানলের ধূম উঠিতেছে।

চপলা ও সরলা সহসা রাজনন্দিনীর অসম্ভাবনীয় ভাবান্তর দর্শন করিয়া যেন উন্মাদিনী প্রায় হইল। শিরে যেন বজ্রাঘাত হইল, আয়ত লোচনে চতুর্দিক অন্ধকারময় দর্শন করিতে লাগিল। সরল অন্তরে কুচিস্তাগরল আসিয়া প্রবেশ করিল, স্বচ্ছ মানসসরোবর সহসা সংশয়শৈবালে সমাচ্ছন্ন হইয়া আনন্দ অরবিন্দকে আবরণ করিল। যুগনয়ন হইতে দরদরিত জলধারা পতিত হইয়া হৃদয়স্থ কুচ-পদ্মকে প্লাবিত করিল। উভয়ে এইরূপ ভাবে কিয়ৎকাল রাজকুমা-রীকে অবলোকন করিয়া হায়! কি হইল, একি সর্ঘনাশ এই বলিয়া কক-ণস্থরে রোদন করিতে লাগিল। সরলা কহিল চপলে! কই ইতি-পূর্বে কুমারীর অঙ্গে কোন ব্যাধির লক্ষণ লক্ষিত হয় নাই, তবে কেন সহসা এ বিষম কুলক্ষণ নিরীক্ষণ করিতেছি। স্বর্ণময়ীর স্বর্ণ-কাস্তি কেন কলঙ্কিত দর্শন করি। সখি! এত জ্বরের লক্ষণ নয়, তাহা হইলে কদম্বকুসুমের ন্যায় দেহ কণ্টকিত হইবে কেন? এ সক-লই সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব; দেখ বাতাহত সহস্রদলপদ্মের ন্যায় কোমল কলেবর মুহূঁহুঃ কম্পিত হইতেছে। সখি! তবে কি শরীরে বিষময় বিষম বিরহ চিহ্ন? তাহাইবা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে। সেরূপ হইলে অবশ্যই আমাদের নিকট প্রকাশ করিতেন, এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিয়াও রাজকুমারীর রোগের কারণ ও মনের ভাব কিছুই বুঝিতে না পারায়, তাহাদের নয়ন হইতে অবিরল ধারায় বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। অনন্তর রাজদালাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, রাজনন্দিনি! সহসা আপনার শরীরে এরূপ ভাবান্তর হইবার কারণ কি? বিকসিত মুখপঙ্কজ মুকুলিত কেন? হেম-কাস্তি কলেবর ধরায় কি জন্য? চন্দ্রাননি! আপনার নয়ন কি নিমিত্ত নিমীলিত হইয়া অনরন্ত অশ্রুজল মোচন করিতেছে?

শরীরের চম্পকপ্রভা কি জন্য পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছে ? কুমারি ! আমরা আপনার চিরানুগতদাসী, আমাদের নিকট মনের ভাব ব্যক্ত করিতে লজ্জা কি ? বলিলে বরং তাহার প্রতীকার হইবারই সম্ভাবনা ।

কুমারী অপেক্ষাকৃত চেতনালাভ করিয়া হৃদয়তত্ত্বের বিজয়-কিশোরের প্রতিমূর্তি দর্শন করিতে করিতে সখীদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়সখি সরলে ! চপলে ! অকারণ আমার জন্য কেন রোদন করিতেছ ? আমাতে কি আবার আমি আছি, চিত্রপট-কিত ঐ রাজনন্দন আমার জীবনমন সমস্ত অণুহরণ করিয়াছেন ; এখন আমাতে কেবল দেহমাত্র অবশিষ্ট আছে । যে পর্য্যন্ত আমি ঐ মোহনমূর্তি না পাইব তাবৎকাল ধরণীজনমীর অঙ্কে অবস্থিতি পূরুষক মূর্তিকে হৃদয়মন্দিরে বসাইয়া অনশনে একান্তমনে আরাধনা করিব, নরনজলে স্নান করাইব, কন্দনকুসুমে পাদপদ্ম পূজা করিব, অনুতাপঅশ্রুচন্দন উঁহার কোমল অঙ্গে মাখাইব, অবশেষে বিরহানলে জীবনকে আহুতি প্রদান করিয়া পূজাবিধি সম্পন্ন করিব । সখিগণ ! সেই চিত্তচোরকে পাইবার জন্য আমি মনে মনে এইরূপ সংকল্প করিয়াছি ; অন্তঃকরণে নিবারণ করিতেছি বারম্বার আমাকে বিরক্ত করিওনা, এই বলিতে বলিতে কুমারী উচ্ছলিত বিরহবেগ সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া পুনঃপুনঃ মুচ্ছিত হইলেন । সখীরা সরোবর হইতে সত্তর সুশীতল মৃণাল ও শৈবাল আনয়ন করিয়া গুস্তা করিতে লাগিল ।

এইরূপ ভাবে কৌমুদীভূষিতা রজনীর ত্রিয়াম অর্জিত হইল, ক্রমে শেষয়াম উপস্থিত, পৃথিবী নিস্তব্ধ, কেবলমাত্র মলয়মাঝতের সন্ সন্ শব্দ ও সময়ে সময়ে এক একটি বিহঙ্গমের পক্ষবিধূনন শব্দ ও কাহার কাহার বা অপরিষ্কৃত স্বর শ্রবণগোচর হইতে লাগিল । যোগিগণ যোগাসন হইতে উদ্ভিত হইয়া ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে সিংপ্রানদীর তীরভিমুখে ধাবিত হইলেন । শশধর-

প্রাণগ্নিনী কুমুদিনীর প্রেমসুধা পান করিয়া বিয়োগবিধুরা অবলা
কুলবালাদিগের দেহ দহন পূৰ্ব্বক আশ্বে আশ্বে পশ্চিমদিকে গমন
করিতে লাগিলেন। অভিসারিকা নায়িকার নায়কের মনস্তৃষ্টি
করিয়া সবেগে ভবনের দিকে ধাবিতা হইল। অলিকুল মধুপানে
মত্ত হইয়া গুণ গুণ রবে বসন্তের গুণ গান করিতে লাগিল। ক্রমে
রজনী প্রভাত। সখীদের সেবায় রাজতনয়া চেতনা লাভ করি-
লেন। মুখে কেবল বিজয়কিশোর, ! হায় আমার হৃদয়ের নাথ বিজয়-
কিশোর কোথায়। সখি! আমার হৃথের নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া কে এমন
নিদাকণ মর্ঘবেদনা দিল? কে আমার নয়নের মণি হরণ করিয়া
আমাকে অন্ধ করিল? আমার হৃদয় ভাঙারের অমূল্য রত্ন বিজয়
রত্নকে কে চুরি করিল? সহচরি! আমার জীবন না লইয়া জীবিত
নাথকে কে লইল তোমরা বলিতে পার? সখি! আর কি আমার
হৃদয়াকাশে বিজয়শরী উদিত হইবে না? এইরূপ বিলাপ করিতে
করিতে নয়নজলে বক্ষস্থল প্রাণিত হইল। হৃদয়ের বসন শিথিল
হইয়া ধরায় পতিত হইল। অধরপন্নর উৎকম্পিত ও নাসিকা
হইতে ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পতিত হইতে লাগিল। কেশ-
পাশ স্থূলিত হইল। উভয় সর্বাঙ্গে কেহবা নয়ন জল প্রোক্তন,
স্তন মণ্ডলে বসনাচ্ছাদন ও কেহবা অস্ত্র কেশপাশ সংযত
করিতে লাগিল। বিবম বিরহ মন্তপ্রা রাজতনয়া সমুদ্রের সখি-
দ্বয় সহ সে দিব্য সেইরূপেই অভিবাচিত করিলেন। রজনী
উপস্থিত হইলে কুমারী বিজয়কিশোরকে উদ্দেশ্য করিয়া নানারূপ
আক্ষেপ করত বলিতে লাগিলেন। হা হৃদয় নাথ! অদানী কি
পুনর্ধার আপনার অনুপম তুদনমোহন রূপ নিরীক্ষণ করিতে
পারিবে? হা চিত্তহর! অভাগিনীর শ্রবণযুগল কি আপনার বাক্য
মৃত পান করিয়া আর পরিতৃপ্ত হইবেন? হা হৃদয়দ্রব! আপনার
হৃকোদল পদপঙ্কজের পরিচর্যায় কি দানীর করদ্বয় নিযুক্ত হইবেন?
ইত্যাকার বহুবিধ বিলাপের পর সে রজনী প্রভাত হইল।

এইরূপে কতক দিন গত হইতে লাগিল । শশিমুখী রাজকুমারী
 রূপকায় চন্দ্রবার ন্যায় দিন দিন অবসন্ন হইতে লাগিলেন ।
 শরীরে কঙ্কালমাত্র সার হইল ; কিন্তু তথাপি লাভ্যের কোন অপ-
 চয় হয় নাই । হিমালীসিক্ত পদ্মিনীর ন্যায় শোভাশালিনী হই-
 লেন । এক দিন রজনীযোগে রাজনন্দিনী সখিদ্বয় সহ অলিন্দে উপ-
 বিষ্টা ছিলেন, জ্যোৎস্নাময়ী পূর্ণিমার রজনী । বসন্তানিল উদ্যানস্থ
 বৃক্ষসকলকে কাঁপাইয়া শ্রমন্দ বহিতেছিল । কুমারী, বিজয়কিশোর-
 সম্বন্ধে নানাকথা প্রসঙ্গে সখিদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,
 সখি ! যেৰূপ ভ্রূক্ষার কতিপয় ক্ষণে দেবতাদিগের এক যুগ তরুণ
 সম্ভোগী যুবকযুবতীগণের কতিচিৎক্ষণে বিরহিণীদিগের এক যুগ
 বলিয়া নিরূপিত না হয় কেন ? এই নিরাকণ বিরহযন্ত্রণা সংসারের
 মধ্যে কোন্ ব্যক্তিকে না আক্রমণ করিয়াছে ? অন্যের কথা দূরে
 থাকুক, দেখ গিরিশভাবিনী সতী পতির বিচ্ছেদানলে সম্ভাপিতা হইয়া
 সূশীতলতা লাভের জন্যই হিমালয় হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন ।
 ত্রিলোকগুরু মহাদেবের ললাটপটে নয়নচ্ছলে প্রিয়ার বিরহানল
 নিরন্তর ক্ষক পক্ষ রূপে জ্বলিতেছে । প্রিয়সখি ! আমার বোধ হয়
 বন্ধনস্থাপ হইতেও বিরহসম্ভাপ অতি গুরুতর । তাহা না হইলে
 পতিভ্রাতাগণ দুর্ল্লভসহ বিরহসম্ভাপ সহ্য করিতে না পারিয়া পতির
 সহিত চিত্তানলে প্রবেশ করিলে কেন ? অনন্তর সহসা শশাঙ্কের
 প্রতি কুমারীর দৃষ্টি পতিত হওয়ায় সঙ্গিনীগণকে কহিতে লাগি-
 লেন সহচরি ! আকাশে কি অকণের উদয় হইয়াছে ? সখি ! নিশাতে
 ত ভানুর উদয় সম্ভব নহে । তবে কি দাবানল, তাহাই বা কি রূপে
 সম্ভব হয়, সেত অরণ্যেই হইয়া থাকে । সখি ! তবে কি উহা দেব-
 রাজের বজ্র, তাহা হইলেও ত নীরদের সঞ্চার হইত । প্রাণাধিক !
 আমার বোধ হয় ভূজঙ্গরূপা যামিনী নভোমণ্ডলে মন্তকের মণি
 রাখিয়া আমার জীবনপবন ভক্ষণ করিতে সমাগত হইয়াছে ।

সরলা ও চপলা কুমারীর ঈদৃশ ভাব দর্শন করিয়া হাস্যানন্দে

সাদর সম্ভাষণ পুরস্কার উহাকে কহিলেন কুমারি ! আপনি কি উদ্যত হইয়াছেন ? জানেন না কি, গগনস্থ ঐ উজ্জ্বল পদার্থের নাম চন্দ্র । অবগম্যত্ব অমনি কুমারী কহিলেন সখি ! তবে তুমি ঐ চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করদেখি ঐ নিষ্ঠুর কোন্ গুরুর সমীপে এরূপ দহন করিতে শিখিয়াছে ? মহাদেব হইতে, কি বাডুবানল হইতে ? হে সখি ! তুমি আমার বাক্যে ঐ দেবাদমকে জিজ্ঞাসা করদেখি ঐ পামর কি নিমিত্ত বিরহিণীরূপে দুষ্কর্ম আচরণ করে ? যদি ঐ দোষাকরনিশাকর নিজ জন্মভূমির মহত্বকেও গণনা ন করে, না ককক, কিন্তু যে স্থানে উহার অবস্থিতি সেই হরশিরের মর্ত্তিমা কি বিস্তৃত হওয়া উচিত ? হা চন্দ্র ! যে সময় অগস্ত্যমুনি সযত্ন পান করিয়া ছিলেন তোমাকেও যদি সেই সঙ্গে উদরস্থ করিতেন তাহা হইলে অবলা বিরহিণীরা তোমার উৎপীড়ন হইতে পরিত্রাণ পাইত । সখি ! তোমাকে এক পরামর্শ বলি গৃহমধ্য হইতে আমার দর্পণ আনয়ন কর এবং নিজহস্তে এক লেহনয় মুক্তার ধর যখন ঐ চন্দ্র দর্পণমধ্যে প্রবেশ করিবে তখন অবলা অধিকারী ঐ দেবাদমকে আঘাত করিয়া চূর্ণ করিবে আব যেন উহার মুখ দেখিতে না হয় । প্রিয় সহচরি ! এত নিরক্ষারেতেও যখন উহা আমার প্রতি দেহাঙ্গ্য করিতে ছাড়িবে না, তখন আমি উহার অভিসন্ধি বন্ধিতে পারিয়াছি । আর কিছুই নয় বিরহানলে আমার দেহ ভস্মসাৎ হইলে সেই ভস্মদ্বারা শ্রীমৎ কলঙ্ক মার্জনা করত অকলঙ্ক হইবে, পাপাঙ্গ্য এইরূপ মনন করিয়াছে ।

নিতান্ত বিরহাকুল রাজবালা চন্দ্রকে নানা প্রকার তিরস্কার করণান্তর হ্রদস্থ চূর্ণিবারী মদনকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে অনঙ্গ ! তোমাকে দেব বংশাবতংস কে বলে ? তোমার মাত রুতঙ্গ ত আর নাই, আমাকে আশ্রয় করিয়া আমাকেই দহন করিতেছ ? তুমি কি জাননা, বিশ্বাসঘাতকতা অপেক্ষা আর গুরুতর পাপ কিছুই নাই । বিশ্বাসহস্তার নরকেও স্থান হয় না ! রে নির্দোষ মদন !

তোর কি এ বোধ নাই যে আশ্রয় বিনষ্ট হইলে আশ্রিত জনও বিনষ্ট হয়। যে গৃহে বাস কর তাহাতেই অগ্নি দেওয়া কি তোমার দেবতা ধর্ম। রে দুর্ঘতে মন্থ! তুই যদি মহাপাতকী না হইবি? হর কোপানলে ভস্মীভূত হইলে পতিপরায়ণা রতি কেন তোর অনুমত হইবে? হে শ্বর! তোমার প্রকৃত ভাব কিছুই বুঝিতে পারি না। তুমি নিষ্ঠুর নও কারণ তাহা হইলে আমাকে এতক্ষণ মর্মে করিতে, সঙ্করণও নও, তাহা হইলে তোমার কর হইতে শরাসন স্পর্শিত দেখিতে পাইতাম। তুমি নির্দম বলিয়াই বিধাতা তোমাকে পুষ্পময় বাণ প্রদান করিয়াছেন। যদি অন্য কোন বাণ প্রাপ্ত হইতে তাহা হইলে এই জগৎ অটরে রসাতল যাইত। একে রাজনন্দিনীর বিদ্বাদর প্রিয়তমের অধর রসভাবে পরিশুক ছিল, তাহাতে আবার এই সকল বাক্য প্রয়োগ করায় তাঁহার অধর-পল্লব অতিশয় পরিম্প্রাণ হইল, বোধ হইল যেন কমল কুমারীর অপ্রিয় বাক্যে অবমানিত হইয়া তাঁহার প্রতি শেষবাক্য নিক্ষেপ করিলেন। রাজবালা মন্থের শব্দে পরিবিদ্ধ হইয়া অচেতনাবস্থায় ধরাশায়িনী হইলেন। চপলা ও সরলা কখন কুমারীর স্তনমণ্ডলে সুখিদ্ধ কমলদল বিন্যাস, কখন ফনয়ে তালবৃন্ত বীজন, কখন বা শরীরে চন্দন লেপন করিতে লাগিল। রাজকুমারী এইরূপে দুঃসহ বিরহযন্ত্রণা অনুভব করত যার পরনাই অস্ত্রখে দিনযামিনী যাপন করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাজপুত্র বিজয়কিশোর মস্ত্রিপুত্র প্রিয়তম সঙ্গ অশ্বা-
রোহণে বিলাসোদ্যান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মালবদেশ রাজনন্দিনীর উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। কুমারীর প্রাপ্তাশারূপ অমূল্য মণি পথের কেবলমাত্র সম্বল। সম্মী কেবল অসম্ভাবনীয় সাহস ও বল মাত্র। কুমারের মন ত পৃথ্বেই গমন করিয়াছিল, দাক্ষণ বিরহা-
নলে দেহ সম্ভ্রষ্ট ছিল, কুমারীর প্রণয়সরোবরে সেই দৃঢ়
দেহকে শীতল করিবার জন্য হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া গমন

করিতে লাগিলেন। আহা! কুমার নবীন প্রেমিক বসন্ত নহেন, প্রেম
সে অকুলজলধি বিশেষ তাহা ত জানেন না, ইহার পারে যাইতে
হইলে যে কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা, কত শত দেহাঙ্গা সহ্য করিতে হয়
তাহা একবার মনেও ভাবিলেন না। ভাবিলেনই বা কেমন করে,
তাঁহার মন ত তাঁহাতে তখন ছিল না। আহা! রাজকুমার যখন
নানা বিপদাকীর্ণ ভীষণ পথিমধ্যে গমন করিতে লাগিলেন তখন
পথশ্রমে তাঁহার সুবর্ণনিকিত বর্ণ বিবর্ণ হইয়া আসিল। কমলের
নায়া কোমল কলেবর আরক্ত বর্ণ হওয়ায় বোধ হইল যেন কমলের
শোভা সংহত করিয়াছেন বলিয়াই, প্রভাকর প্রথর কঁরদ্বারা তাঁহাকে
দন্দ করিতেছে। আহা কি দুঃখের বিষয়! একে বিচ্ছেদহতাশনে
শরীর অহরহ দন্দ হইতেছে, তাহাতে আবার প্রচণ্ড মাতৃগের
দেহাঙ্গা যন্ত্রণার একশেষ হইল। এই রূপে উভয়ে কখন তকমূলে
উপবেশন, কখন বা অস্বাভাবিক মন্দ গতিতে গমন করিতে লাগি-
লেন। হায় বিরহ কি ভয়ঙ্কর! ইহার প্রভাবে মন সততই
চঞ্চল থাকে, একস্থানে ক্ষণকাল মাত্রও অবস্থিতি করিতে দেয় না।
মরিব কি বাচিব এ জ্ঞান থাকে না। অমূল্য জীবনবনেও মায়াভীন
হইতে হয়। কুমার কোন ক্রমকেই ক্রেশ বুলিয়া বিবেচনা করিতে-
ছেন না। নানা কষ্ট সহ্য করিয়া দিন দিন বন, উপবন, গিরিমন্ডল
ও দুর্গম স্থান সকল অতিক্রম করিতে লাগিলেন। বজ্রনীযোগে
তকতলে তৃণশযায় বাহু উপধান করিয়া শয়ন করিতেন, কিন্তু
নিদ্রা হইত না। যে যামিনীতে কুমার যত্র সন্মর্শন করেন, সেই
সময় হইতেই নিদ্রা চক্ষুর অন্তরাল হইয়াছিল, সেই সময় হইতেই
কুমার পানাহার বিবর্জিত হইয়াছিলেন। তবে কেবলমাত্র কুমারীর
নামাহৃত পান করিয়া যথাকথকিৎ জীবন ধারণ করিতেছিলেন।

এক দিন উভয়ে গমন করিতে করিতে তৃণ ও তকবিশীন
বালুকাকণা সমাচ্ছাদিত কালাস্তুর বাসস্থান তুল্য অতি ভয়ানক
শ্রক প্রাপ্তর ভূমিতে আসিয়া পড়িলেন, তখন দিবাকর সহস্রকর

বিস্তার পূর্বক মহাকোপার বিরাজ করিতেছেন। বালুকাকণায়
 সূর্যের অংশুজাল পতিত হওয়ায়, বোধ হইল যেন অতি বিস্তীর্ণ
 জলাশয় প্রান্তরে বিদ্যমান রহিয়াছে। পিপাসার্ত কুরঙ্গ সকল
 জলভ্রমে সেই দিকে ধাবিত হইয়া জীবনধন বিসর্জন দিতেছে।
 প্রিয়ত্রত সহ রাজকুমারও বিচ্ছেদপিপাসা শাস্তি করিবার জন্য
 যুগের ন্যায় সেই দিকে ধাবিত হইলেন। অনলোপিত ধূমের ন্যায়
 চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যেদূরে শরীর সিক্ত
 হইয়া আসিল। নীলোৎপল নয়ন রক্তোৎপল হইল। শরীর ঘর্ণায়-
 মান, ঘনরস সমাচ্ছন্ন অশনি পতনের ন্যায় কুমার অস্থ হইতে
 পতিত হইলেন। পতিত হইবামাত্র অগ্নিকণাসদৃশ বালুকাকণা সকল
 তাঁহার কোমলাঙ্গ দগ্ধ করিতে লাগিল। হা নির্ঘম বিধে! যাঁহার
 অন্তরে তুহানলের ন্যায় বিচ্ছেদানল প্রবিক্ত হইয়া যারপারনাই যন্ত্রণা
 দিতেছে; তাহার উপর আবার বিবম বিবস্বানের উৎপীড়ন, কি
 আশ্চর্য! কুমারকে সহসা বিকলাঙ্গ হইয়া অস্থহইতে পতিত দেখিয়া,
 বিশুদ্ধ বাক্স প্রণয়াসক্ত প্রিয়ত্রত তদাণ্ডেই নিজ তুরঙ্গ হইতে অবতীর্ণ
 হইয়া প্রাণাধিক রাজকুমারকে অঙ্গে গ্রহণ করত উত্তরীর বসনদ্বারা
 বীজন করিতে লাগিলেন। আহা! প্রিয়ত্রত যখন শিথিলাঙ্গ
 রাজকুমারকে জোড়ে লইয়া বসিলেন, বোধ হইল যেন প্রান্তরস্থ
 মরীচিকা সরোবরে রক্তোৎপল দ্বয় ভাসমান হইল। প্রিয়ত্রতের
 পদযুগল দগ্ধ ও সর্বাঙ্গ ঘর্ণিত হইলেও তরুরের ন্যায় অকীয় ছায়া
 প্রদানে সূর্যোত্তাপ নিবারণ করিতে লাগিলেন। নলিনী তুমি
 এক্ষণে কোথায় আছ? তোমার বিরহে কুমারের কি অবস্থা ঘটিয়াছে
 এই সময় আসিয়া একবার দেখ? অনন্তর অন্তরীক্ষে সহসা একখান
 মেঘ উদ্ভিত হইয়া সূর্যকে ঢাকিয়া ফেলিল, বোধ হইল যেন দেবোপম
 কুমারদ্বয়ের কষ্ট দর্শন করিয়া দেবরাজ স্বীয় বাহনদ্বারা সূর্যকে
 আচ্ছন্ন করিলেন। ক্রমে কুমার অপেক্ষাকৃত লজ্জবল হইয়া অশ্বো-
 পরি আরোহণ করত মন্ত্রিপুত্র সহ মন্দ মন্দ গমন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে জলদল সহ বর্ষাকাল সমুপস্থিত, নভোমণ্ডল সতত নব নীরদ নীলাধরে আচ্ছন্ন, ধারাদর হইতে নিরন্তর ধারা পতিত হইয়া পথ ঘাট পঙ্কময় করিয়া তুলিল। মেঘের অতি ভয়ঙ্কর গভীর গর্জনে জীব সকল কম্পিত। জগৎ সর্বদা মেঘাত থাকায় একরূপ অন্তকারময়। কেবল মধো মধো জ্যোতির্ময়ী বিদ্যুৎমালা তুংনকে উজ্জ্বল করিতেছে। নদী সকল পয়োধর সহযোগে নবনুব-তীর ন্যায় অপূর্ণ ভাব ধারণ করত অহঙ্কারে হেলিয়া ছুলিয়া গমন করিতে লাগিল। মদমত্ত করিণীর ন্যায় বিষম যৌবনমদে উদ্ভাদিনী হইয়া সৈকত ভূমি প্রাবিত ও নিজ কুল ভগ্ন করিতে উদ্যত হইল। নবঘন দর্শনে শিখণ্ডীকুল মনের উল্লাসে বিচিত্র চিত্রিত পুঙ্খ বিস্তার করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। পিপাসাত্ত চাতক অন্তরীক্ষে উড্ডীন হইয়া নব নীরপানে পরিতৃপ্ত হইল। বর্ষার নৃতন জল পাইয়া মণ্ডু কমণ্ডলী মানিয়া উঠিল। দিব্যবিভাবরী মৃৎলধারে বৃষ্টি হওয়ায় খাল, বিল, পুকুরিণী, দীর্ঘিকা, জলাশয় প্রভৃতি জলে পরিপূর্ণ হইল। বিষম নিদঘতাপে পরিশুদ্ধ তৃণ, লতা, তরু প্রভৃতি নবাক্ষুরিত ও নব পল্লবিত হওয়ায় বোধ হইল যেন বসুন্ধরাদেবী নানা বেশভূষায় ভূষিতা হইয়া বর্ষাপ্রবৃত্তির মন ভুলাইতেছেন। কেতক ও কদম্বের কুসুম-সৌরভে চারিদিক আমোদিত হইল। আতা, আনারস, পেয়ারা প্রভৃতি ফল সকল পাকিয়া উঠিল। রুবকেরা মনের উল্লাসে সিন্ধু-বাসে কৃষিকার্য আরম্ভ করিল।

মস্ত্রিপুঞ্জ সহ রাজকুমার, পথিমধ্যে প্রার্ট কালের এই সকল অসহ্য ক্লেশ ভোগ করত গমন করিতে লাগিলেন। ক্লেশের অবধি রহিল না। কখন অশ্ব সহ পক্ষে পতিত, কখন বা তুরস্কমের ঐবা অবলম্বন করিয়া শ্রোতযতী উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন। কোন সময়ে রক্তের শাখা ভগ্ন হইয়া মস্তকে পতিত হইতেছে; কোন সময়ে করকা বর্ষণে দেহ জর্জরীকৃত হইতেছে। দেহের জল দেহেই শুক হইতেছে, কিন্তু নয়নজলে বকঃস্থল ভাসিতেছে। এইরূপে কএক

দিন অতিবাহিত হইলে পর, এক দিবস অপরাহ্ন সময় তাঁহার।
 নিবিড় স্থাপদ সমাকীর্ণ বিশাল তরুলতা সমাক্ষ্ম এক ভীষণ অরণ্যে
 আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একে বর্ষাকাল তাহাতে আবার সম্মুখে
 সায়াং সময়। চতুর্দিকে হিংস্র জন্তু সকল বিচরণ করিয়া বেড়াই-
 তেছে। রাজসিংগে তাহার। যে ভীষণ হইয়া উঠিবে তাহার আর
 সন্দেহ কি? অরণ্যানী দর্শনে কুমার ও প্রিয়তম জীবনের আশা
 ও তৎসহ জীবনের জীবন নলিনী প্রাপ্তাশা একেবারে পরিত্যাগ
 করিলেন। অশ্বদ্বয়কে নিকটস্থ এক অশোক তরুমূলে বন্ধন করিয়া
 উভয়ে তথায় উপবিষ্ট হইলেন। অপরাহ্নে একান্ত ক্লান্ত তাহাতে
 আবার সমস্ত দিন অনাহার। কুমারকে ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর দেখিয়া
 প্রিয়তম বন্যক হইতে ফল আনয়ন করিতে গমন করিলেন।
 রাজপুল বারম্বার নিবেদন করিলেন, তথাপি শুনিলেন না। তিনি
 ফলানয়ন করিতে প্রস্থান করিলে, কিছুকাল পরেই সহসা পশ্চিম-
 দিক হইতে একখান নীলবর্ণের মেঘ উঠিল। দেখিতে দেখিতে
 সমস্ত গগণ মেঘে আবৃত হইয়া গেল। অকালে সন্ধ্যা ভূম হইতে
 লাগিল। জলধরদেহ অবলম্বন করিয়া সে দামিনী মুহূর্ত্তে নৃত্য
 করিতে লাগিল। গভীর ঘন গর্জনে সকলেই কম্পিত। উত্তরো-
 ত্তর ঘোর ঘনঘটার বৃষ্টি ভাবই লক্ষিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ
 পরেই প্রবল ঝঞ্ঝাবাত সহ অবিরল ধারায় বারি বর্ষণ হইতে লাগিল।
 সন্ধ্যা সমাগমেই ঘোরতর অন্ধকার। কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না,
 এই ঘোরা রজনীতে ভীষণ অরণ্য মধ্যস্থ অশোক তরুমূলে কুমার
 একাকী উপবিষ্ট, আপনার কি হইবে এবং প্রাণসম প্রিয়তমের
 ইবা কি হইল, ইহার কোন চিন্তাই তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই,
 একমাত্র নলিনী চিন্তাই প্রবল। সমস্ত জগৎ অন্ধকারময় কিন্তু
 নলিনীচিন্তায় তাঁহার হৃদয় আলোকময়। ক্রমে রজনীর সঙ্গে
 সঙ্গে ঝড়বৃষ্টিও বন্ধি পাইতে লাগিল। অদূরস্থ অশ্বদ্বয় অশনি-
 পাতে পঙ্কজ প্রাপ্ত হইল, কুমার স্বচক্ষে দর্শন করিলেন। এবং তদা

শনে ভয়ে ভীত ও কল্পিত কলেবর হইয়া অশোক তরুমূল হইতে যেমন উন্মিত হইবেন অমনি পবনের প্রবল বেগে যে কোথায় গমন করিলেন, তাহার কিছুই নির্ণয় রহিল না ।

রত্নাভিলাষী যক্ষপ রত্ন উত্তোলন করিবার নিমিত্ত মহাধন প্রাণ-ধনের আশা বিসর্জন দিয়া কুজকটিকাসমাহ্বন অপার পারাবারে প্রবেশ পূরক তাহার অনুসন্ধান করে ; কুমারের ক্ষুধা শাস্তির কারণ মস্তিষ্ক প্রিয়তরও তক্ষপ নিজ জীবনের মায়ী ত্যাগ করিয়া জীবনাধিক কুমারের জীবনরক্ষার্থ ফলাসুসন্ধান অসীম দুর্গম বন-মধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করিলেন । কতক্ষণে তাপিতচিত্ত ক্ষুধান্ত রাজপুত্রকে ফল প্রদান করিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিব, বিত্তদ্ধ প্রণয়াসক্ত প্রিয়তরের মনোমন্দিরে এই চিন্তাই বলবতী । আহা কি দুঃখের বিষয় ! একে ত যোরা তামসী, তাহাতে আবার গগনমাগে ঘন ঘনজাল পরিব্যাপ্ত হইয়া গভীর গর্জন করিতেছে, কিছুই দৃষ্টি-গোচর হয় না, মধ্যে মধ্যে বজ্রপতনের অতি ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রুতি-গোচর হইতে লাগিল । বর্ষোপল সহ অধিশ্রান্ত উল বর্গ হইয়া তাহার দেহ জড়ীভূত করিয়া তুলিল । কুমারানুগত প্রিয়তর এই সকল দুঃসহনীয় দুঃখকে দুঃখ জ্ঞান না করিয়া কিরূপে রাজকুমারের প্রাণ রক্ষা করিবেন, সত্যতঃ সাধুদিগের ঐশ্বর্যভাবনার ন্যায় এই চিন্তাই তাঁহার হৃদয়ে সতত জাগরুক হইতে লাগিল । তাঁহার কণ্ঠের শেষ রহিল না, কখন মহীকছে মস্তক সংস্পর্শ হওয়ায় ঘূর্ণায়মান হইয়া ধরাশায়ী হইতেছেন, ক্ষণকাল পরেই উন্মিত হইয়া ছায় ! কুমারের কি হইল বলিয়া রোদন করিতেছেন, পরক্ষণেই আবার তাড়িতের আনুকূল্যে দক্ষ লক্ষ্য করিয়া মন্দ মন্দ গতিতে গমন করিতে উদ্যত হইতেছেন ; সর্পশরীর কষ্টকবিন্দু হইতেছে, তাহাতে ক্রক্ষেপও নাই, রাত্রির পশুগণ গভীর নিদ্রা বন প্রাণোন্মিত করিতেছে একবার ফিরিয়াও চাহিতেছেন না, যথৈ কেবল রাজ-নন্দনকে ফল প্রদান করিতে পারিলাম না, আমার মত নরাধম

জগতে আর কে আছে, অনবরতই কেবল এইরূপ আক্ষেপ করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হওয়ায় ফল-শালী বোধে সিংহশাবক যেমন অচলে উদ্ভিত হয়, তিনিও তদ্রূপ অবলীলাক্রমে তাহাতে আরোহণ করিলেন । ফল অন্বেষণে নিযুক্ত হইতেছেন, এমন সময়ে অনিলাষাতে অবলম্বিত শাখাছয় সহ ভূতল-শায়ী হইলেন । শরীরে যৎপরোনাস্তি আঘাত লাগিল, প্রাণ ওষ্ঠা-গত হইল, জীবনের আশা ত্যাগ করিলেন । বড় আশা ছিল কুমার-কে নলিনী সহ মিলাইয়া সার্থকজীবন হইবেন, সে আশায় এক্ষণে জলাঞ্জলি দিলেন । প্রিয়তম ক্রমে অপেক্ষাকৃত লক্ষবল হইয়া নিক-টস্থ গিরিগুহায় প্রবেশ করিলেন । শরীরে শোণিতস্রোত প্রবাহিত, নাসিকায় ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস, বক্ষঃস্থল কম্পমান । স্থায়ী শরীরে অশেষ যন্ত্রণা হইলেও কুমারের কি হইল এই চিন্তাই চিত্ত অধিকার করিয়া বসিল । হায় ! আমি কেন তাঁহাকে একাকী রাখিয়া আসিলাম, কেনইবা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া না আনিলাম, আমি কি নিষ্ঠুর, প্রাণাধিক স্বর্ণবিহঙ্গকে ভীষণ ভয়শঙ্কুল বিপিনরূপ ব্যাধহস্তে তনা-য়াসে সমর্পণ করিয়া আসিয়াছি । আমার মত নির্দয় নরপিশাচ আর দ্বিতীয় নাই । হায় ! কুমারবিরহে এখনও আমি জীবিত আছি । আমি আর কি সেই বিয়োগবিধুর রাজহুতের দর্শন পাইব । এতদিনে কি জগদীশ্বর আমার অরুজ্রিম অনুপম অমল প্রণয়পাথের দ্বার কঙ্ক করিলেন । এইরূপ বহুবিধ বিলাপানন্তর প্রিয়তম নভো গলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন রজনীর শেষাবস্থা, নক্ষত্র সকল প্রভাহীন, দুই একটি পক্ষী নিড়াভ্যন্তর হইতে মুখ বহির্গত করিয়া উষাদেবীর প্রতীক্ষা করিতেছে । গগনমার্গে জলদদল স্বল প্রকাশ পূর্বক খণ্ড খণ্ড হইয়া স্বস্থানে গমন করিতে লাগিল ।

প্রিয়তম আর স্থির থাকিতে পারিলেন না । দুর্বল কেশরি-শিশুর ন্যায় শেষা রজনীতে শশব্যস্ত হইয়া কুমারানুসন্ধানে গিরিগুহা

হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। অনিলোপদ্রবে শাখিশাখা সকল ভগ্ন হইয়া পথাবরোধ করিয়াছে। বিপৎকালে কোন বাধাই বাধা বলিয়া বোধ হয় না। তিনি শর্দীলশাবকের ন্যায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তরুণ উল্লঙ্ঘন পূর্বক গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোনরূপেই স্থান নিরাকরণ করিতে পারিলেন না। তখন শিরে করাঘাত পূর্বক কণ্ঠস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ক্রমাগত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে পৃথক পৃথক হইয়া আসিল। মস্তিষ্ক অশেষ যত্নে ভোগ করিয়া ক্রমে নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন অশনিপাতে অশ্ববয় যত্নশায়ায় পতিত রহিয়াছে। তরুণের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ভূমি সহসা কম্পমান হইল, চকলচিত্তকে কুমারবিষয়িণী কুচিস্তাজালে ঢাকিয়া ফেলিল। অস্বাভাবিক কুমারের পুনর্দর্শনাশ। এককালে তিরোহিত হইল। যদিবিদ্যাত ফণীর ন্যায় চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কোন দিকেই কুমারের মোহন মূর্তি দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি অকণ্ঠে অবনীর ন্যায় জলশূন্য গভীর সাগরের ন্যায় চন্দ্রহীন রজনীর ন্যায় সমস্তই অন্ধকারময় দর্শন করিতে লাগিলেন। জীবিত দেহে অগ্নি-সংযোগে যেরূপ যন্ত্রণা অনুভূত হয়, প্রিয়তম বিভবচিন্তায় তদ্রূপ অস্তিত্ব হইয়া উঠিলেন। ধূলিলুপ্তিত দেহে ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক রোদন করিতে করিতে প্রিয়তমের উদ্দেশে বন-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অরণিকাঠ যেমন অগ্নি উদ্ধার করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহার নেত্র হৃদয়ে বহুকাল সঞ্চিত অশ্রু উদ্ধার হইতে লাগিল। প্রবল শোকানলে তাঁহার বিশাল লোচন ও পূর্ণচন্দ্র-সুন্দরবদনমণ্ডল ছিন্নবস্ত্র পঙ্কজের ন্যায় একান্ত স্থান হইয়া আসিল। কণ্ঠস্বরে রোদন করিতে করিতে বন্ধুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রূপানিধান! আমি যে আপনার চিরানুগত, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় আছেন? আমি যে অকুল সাগরে ভাসিতেছি, একবার আসিয়া দেখা দিউন। রে পাবনা হৃদয়! কুমারের মোহন

মূর্তির অদর্শনে এখনও বিদীর্ণ হইল না। নলিনী ! তুমি কি আমার প্রাণাধিক রাজকুমারকে লইয়া প্রশ্রয় করিয়াছ ? কেন আমাকে বলিয়া গেলেন ? কুমার ! আপনি কি আমাকে শঠ ও কপটপ্রণয়ী বোধে বনমধ্যে বিসর্জন দিয়া গমন করিয়াছেন ? একবার দেখা দিয়া আমার তাপিত প্রাণ শীতল করুন।

এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে প্রিয়তম উন্মত্ত প্রায় হইলেন। জ্ঞানশূন্য হইয়া কি চেতন কি অচেতন সম্মুখে যাহাকে দর্শন করেন, তাহাকেই কুমারের কথা জিজ্ঞাসা করেন। কখন বনদেবীকে, কখন তরু সকলকে, কখন বা মহীধরকে সম্বোধন করিয়া কুমারের কুশল জিজ্ঞাসা করেন। উদ্ভাদবস্ত্রায় গমন করিতে করিতে ক্রেশর অবধি রহিল না। কখন পক্ষে প্রবিষ্ট, কখন বা হৃদে পতিত, কোথাও বা লভায় জড়িত ও কণ্টকে ক্ষতদেহ হইতে লাগিলেন। নানা বন, উপবন, পার্বত্য, গুহা প্রভৃতি পুঞ্জাপুঞ্জরূপে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। দিবাভাগে পর্যটন এবং রজনীকালে তরুতলে দুর্ধাদলোপরি বাহ উপধান করিয়া বিজয়চিন্তা, এইরূপে দিন-যামিনী অতিবাহিত হইতে লাগিল। কোথায় যাইতেছেন, কোথায় যাই বা যাইবেন, তদ্বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না। যে দিকে দুই চক্ষু যাইত সেই দিকেই যাইতেন বস্তুতঃ তিনি এককালে কিং কন্তব্য বিমুঢ় হইয়া পড়িলেন।

অনন্তর এইরূপ অশেষ প্রকার মানসিক ও শারীরিক কষ্ট ভোগ করত কিছুদিন পরে মহীপতি প্রতাপাদিত্যের রাজধানী প্রতাপগড়ে আগিয়া উপস্থিত হইলেন। ভূপাল প্রতাপাদিত্য দান, দয়া, দাক্ষিণ্য, প্রজারঞ্জন প্রভৃতি সকল গুণে জগদ্বিখ্যাত ছিলেন। নৃপতির প্রভাবতী নামী এক পরম রূপবতী ও গুণবতী কন্যা ছিল। কন্যাটি অতি ঘৃণীলা ও নম্রপ্রকৃতি; বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসর, তদবধি বিবাহ হয় নাই। অবনিপতি অন্তঃপুরের অদূরবর্তী এক পরম রমণীয় উদ্যান ছিল। উদ্যান নানাবিধ পুষ্ক

ও বলবান্ রূক্ষ সকলে শোভিত । মধ্যস্থলে বহুবিধ জলজপুল্পে
পরিশোভিত এক বিমল জলাশয় । রাজ্যজ্ঞানুসারে রাজনন্দিনী
প্রভাবতী প্রিয়সখী ইন্দুপ্রভা, কাকনলতা, কাদম্বিনী ও শ্যামলতা
সহ কেঁদুলীভূষিতা রজনীর নায় উদ্যানস্থ এক রমণীয় ভবনে
অবস্থিতি করিতেন । সখীরা সকলেই সুশীলা, সুরসিকা, গুরুপা
ও সরলহৃদয়া । রাজনন্দিনী তাহাদিগকে প্রাণ হইতেও অধিক
ভাল বাসিতেন । রাজবালা যখন নানালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া
গজরাজগমনে বিচরণ করিতেন ; তখন তাঁহাকে দেবকন্যা বলিয়া
বোধ হইত । প্রভাবতীর প্রভায় ও অঙ্গসৌরভে স্ট্রিয়ান সর্বদাই
আলোকময় ও সুবাসিত ছিল । নবযৌবন সম্পন্ন রাজনন্দিনী
প্রভাবতী মনোমত সঙ্গিনী সকলে পরিব্রতা হইয়া নানাবিধ আমোদ
প্রমোদেই কালযাপন করিতেন ।

ঘোর বর্ষার সময় প্রিয়ত্রতের কুমার সহ বিচ্ছেদ হয় । ক্রমে বর্ষা
বিগত হইল, শরৎ আসিল, আর সেরূপ অবিরল ধারায় বৃষ্টি হয় না ।
পাথের কন্দম শুরু হওয়ায় পাথকের কষ্ট দূর হইল, রথকদের আন-
ন্দের সীমা নাই, সমস্ত মাস শ্যামল ধান্যক্ষে শোভিত, সরোবর
সুবিমল বারিরাশি পরিপূর্ণ ও বিকসিত শতদলে শোভিত, সুরভি
ভার বহন করিয়া সমীরণ মন্দ মন্দ বাহিত হইতেছে, কাশকুহুম সকল
প্রান্তরে শোভা পাইতেছে, জীবমাত্রেরই পুলকিত, মধ্যে মধ্যে
অস্প পরিমাণে বৃষ্টি হয়, গ্রীষ্মও একেবারে যায় নাই, শিশিরও
পড়িতে আরম্ভ হইল, এইরূপ নাতিশীতোষ্ণ সময়ই লোকের সব
ধিক মনোরম । নভোমণ্ডল পরিষ্কৃত, শরচ্চন্দ্রের শোভার সীমা
নাই, সম্মুখে শারদীয়পূজা, লোক সকল আনন্দমাগারে মগ্ন, এই-
রূপ সময় একদিন প্রিয়ত্রত কুমারের অব্বেগণ করিতে করিতে অঙ্গ-
শ্রমে একান্ত ক্লান্ত হইয়া রাজবালা প্রভাবতীর উদ্যানে আসিয়া
উপস্থিত হইলেন ! তখন বেলা প্রায় দ্বিতীয় প্রহর নিকটে কাছা-
কেও দেখিতে পাইলেন না, এক বকুলতরুতে বাহু উপাধান করিয়া

শয়ন করিলেন । প্রগাঢ় নিদ্রা আসিয়া তাঁহাকে অভিভূত করিল । বকুল পল্লবরূপ ব্যঞ্জন হস্তে কুমারের সেবা করিতে লাগিল । এখানেত প্রিয়ত্রতের অপর কোন পরিচায়িকা নাই, যে পরিচর্যা করিবে ! আহা ! যিনি ত্রক্ষসিন্ধে বিলাসোদ্যানস্থ সুখসেব্য ভবনে কুমার সহ সেই কোমল শয্যায় শয়ন করিতেন ; অদ্য তিনিই তরুণুলে শয়ন করিয়া গাঢ়নিদ্রিত হইয়াছেন । কি আশ্চর্য্য ! সকলই সময়ের গুণ বলিতে হইবে, যদ্বিহ্নতের বর্ত্তমান অবস্থা দর্শন করিলে পাষণ্ডও ভ্রাবীভূত হয় । কুমার ! এই সময় একবার আসিয়া নিদ্রিত প্রিয়ত্রতকে দর্শন কর ? জাননা যে তুমি ইহাঁর দূরবস্থার মূল, তোমার প্রতি ইহাঁর জ্ঞাত অনুরাগই এই অবস্থার নিদান । প্রিয়ত্রত, তুমিই ধন্য পুরুষ, যতদিন জগৎ থাকিবে ততদিন তোমার যশোরূপ পূর্ণচন্দ্রমা অক্ষয় হইয়া সর্বত্র আলোকময় করিবে ।

প্রিয়ত্রত এইরূপ ভাবে নিদ্রিত আছেন এমন সময়ে রাজকুমারী প্রভাবতীর সখী সকল কনকনির্ম্মিত কুমুমভাজন হস্তে পুষ্পচয়ন করিতে আসিল । মনের আনন্দে পুষ্পচয়ন করিতেছে, হঠাৎ কাক-নের চঞ্চলদৃষ্টি নিদ্রিত পাণ্ডুর উপর পতিত হইল । দ্বিরনয়নে নয়ন-রঞ্জনের অপরূপ রূপ দর্শন করিতে লাগিলেন । অনন্তর অন্যান্য সখী সকলকে সাদরসম্ভাষণ পুরসের কহিল, সখীগণ ! শীত্র আসিয়া এক আশ্চর্য্য দর্শন কর । ঐ দেখ নভোমণ্ডলের দ্বিজরাজ ভূতলে বিরাজ করিতেছেন, না সহচর তাহা হইলে ত কলঙ্ক থাকিত এ যে নিঃকলঙ্ক । আর দিব্যভাগে নিশাকরের উল্লসই বা কি রূপে সম্ভবে । বলিতে বলিতে তাহার সকলেই অগ্রসর হইয়া দেখিলেন চন্দ্র নয় এক চন্দ্রবদন মানব । কাদম্বিনী কহিল ইহাঁকে সামান্য মনুজ বলিয়া বোধ হয় না, এরূপ অপরূপ রূপ ত কখনই মনুষ্যের সম্ভবে না, আমার বোধহয় কোন দেব বা গন্ধরুকুমার শাপ গ্রস্ত হইয়া ধরায় সমাগত হইয়াছেন । আহা ! সখীগণ দেখদেখি কেমন সুচাক নয়নযুগল, কিবা নাসিকা, কিবা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুগ

ঠন, কোম স্থানেও কিছুমাত্র বৈলক্ষ্য লক্ষিত হয় না। বিধাতা বুঝি সকল পদার্থের সারাংশ দিয়া এই পুরুষরত্নকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সখি! সম্প্রতি উনি নিদ্রিত, নিদ্রিত ব্যক্তির নিদ্রা ভঙ্গ করা ধর্ম-বিগর্হিত কার্য। এক্ষণে চল রাজকুমারীকে এই বিষয় অবগত করি। এই বলিয়া সকলে রাজবালা প্রভাবতীর নিকট গমন করিল।

অনন্তর সখীগণ রাজনন্দিনীর নিকট সমুপস্থিত হইয়া ক্রতাজ্জ-লিপুটে নিবেদন করিল কুমারি! অদ্য পূজাচয়ন করিতে করিতে আমরা এক অনুপম ভূবনমোহন রূপ সন্দর্শন করিয়া সাত্তিশয় বিম্ব-য়াধিত হইয়াছি; এমন রূপবান্ পুরুষ আর কখনও অবলোকন করি নাই। তিনি বকুলমূলে নিদ্রা যাইতেছেন আমরা জাগরিত করিতে সাহস করিলাম না। এই কথা শ্রবণমাত্র কুমারী শশব্যস্ত হইয়া ভবন হইতে বহির্গত হইলেন। আহা! প্রভাবতী যখন সখী সকলে মিলিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন, বোধ হইল যেন রোহিণী তারাগণ সহ নভোমণ্ডল পরিত্যাগ পূর্বক ভূমণ্ডলে চন্দ্রের অধ্বষণে সমাগত হইয়াছেন।

ক্রমে তাঁহারা বকুলমূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রিয়ত্ৰত তখনও নিদ্রা যাইতেছিলেন, আহা! দৈবের কি নির্লক্ষ, অনঙ্গের কি বিচিত্র কার্য। নিদ্রিত নিকপম নরোত্তম পুরুষরত্ন দর্শনমাত্র সরলা রাজনন্দিনীর বিমল অন্তঃকরণে প্রেমবীজ অঙ্কুরিত হইল। সিন্ধু যেমন ইন্দুর উদয়ে উচ্ছলিত হইয়া উঠে, তদ্রূপ অপরিচিত পুরুষের মুখেন্দু সন্দর্শনে রাজবালার আনন্দসাগর উপলিয়া উঠিল। তাঁহার সরল প্রাণ নবাগত ব্যক্তির সহিত সখ্য করিবে বলিয়াই যেন অতিশয় অস্থির হইল। রাজনন্দিনীর অঙ্গ মনুজশ্রেষ্ঠ পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হইবে বলিয়াই যেন আনন্দে পুলকিত হইল। কুমারীর বামনয়ন স্পন্দিত হইয়া ভাবিপরিশয়লচক মুচিহ্ন প্রদর্শন করিতে লাগিল। প্রভাবতী মনে মনে সেই অপরিচিত পথিকের ঋণদেশে মনোমালা অর্পণ করিলেন।

বিসাক্ষ ব্যাধবাণে হরিণী যেমন পরিবিদ্ধ হয়, সুতীক্ষ্ণ অনঙ্গ-
বাণে কুমারী তাদৃশ বিদ্ধ হইয়া অজ্ঞাতকুলশীল নিদ্রিত পূর্বের
একান্ত পক্ষপাতিনী ও তাঁহার প্রেমভিলাষিণী হইলেন দেখিয়া
লজ্জা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। যনোগত ভাব প্রকাশ না করি-
লেও সখীরা দৃষ্টিতে পারিল, যে প্রভাবতী সাহিত্যিক ভাবাক্রান্ত হই-
য়াছেন। সখী ইন্দুপ্রভা কুমারীর তাদৃশ ভাবান্তর দর্শন করিয়া
ইন্দীবর নয়ন আরক্তবর্ণ করিয়া রাজনন্দিনীকে প্রেমভঞ্জন পূর্বক
কহিতে লাগিল। ছি ছি রাজকুমারি! তুমি সকল স্থনীতি পরি-
জ্ঞাত হইয়া ও সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পরিণামে এই করিলে?
একজন অজ্ঞাতকুলশীল পুরুষকে দর্শন করিয়া এককালীন বিবুদ্ধ
হইলে? ও ব্যক্তি দেব কি দানব, গন্ধর্ষ কি মারাবী, তাহার কিছুই
অনুসন্ধান করিলে না। মহনা শরীরে সাহিত্যিক ভাবের আবির্ভাব,
স্বেন্দ্র অঙ্গ, কি আশ্চর্য্য! এককালীন সকলই বিপরীত। পর-
পুরুষের জন্য শরীরস্থ স্থনীতি কুনীতির সহিত বিনিময় করিতে
উদ্যত হইলে? স্থনীলা হইয়াও শরীরের অমূল্য ভূষণ শীলতার কণ্ঠে
শিল বন্ধন করিয়া শীলতাযাগে ভাসাইতে প্রবৃত্ত হইলে? লজ্জা-
বতী হইয়াও একজন অপরিচিত পুরুষের জন্য অঙ্গের অনুপম
অমূল্য রত্ন লজ্জার পরিত্যাগ করিয়া নিলজ্জাক্রূপ ঘণিত লোহা-
ভরণ দেহে ধারণ করিতে অভিলাষিণী হইলে? মহাবংশ সম্ভূত
হইয়া পথিকের সহিত প্রণয় করিতে ইচ্ছা? গৌরবান্বিত অকলঙ্ক
রাজবংশকে সামান্য পথিকের কারণ অতি জঘন্য কলঙ্কপাণ্ড নিমগ্ন
করিতে চেষ্টা? ছি ছি রাজকুমারি! এমন অনায়াস কাৰ্য্য কদাচ করিও
না, এই বলিয়া ইন্দুপ্রভা ক্রান্ত হইল। দিব্যার্থ ও স্থনীতি পরি-
পূর্ণ ইন্দুপ্রভার বাক্য সকল, বর্ষা সলিলসেকপ্রভাবে ভূবিবরোশিত
অতি ভীষণ ভূজঙ্গের ন্যায় রাজকুমারী প্রভাবতীকে দংশন করিল।
বিষের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া আয়ত নয়নযুগলের ডল মুহিতে মুহিতে
সখীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ইন্দুপ্রভে! বাহা কহিলে সকলই

সত্য ও ন্যায়ানুগত, কিন্তু আমি ঐ পুরুষদ্বয়কে দর্শনমাত্র জীবন যৌবন মন সমস্ত উহার পারপক্ষে সমর্পণ করিয়াছি। তোমাদের উপদেশ কিছুতেই আমার হৃদয়ে স্থান পাইবে না। উহার ঐ মূর্তি-রূপ মোহনবাণ আমার মনোমুগ্ধকে এককালীন বিদ্ধ করিয়াছে। এক্ষণে উপদেশে আর কল ফলিবে না, যাহাতে ঐ নরোত্তমকে জাগরিত করিতে পার সত্ত্ব তদ্বিষয়ে যত্নবতী হও, আমার মন কিছুতেই ধৈর্য্য মানিতেছে না।

কুমারীর কাতর বাক্যেই যেন প্রিয়ত্বের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। প্রভাবতী অমনি অশ্রুশ্রবণবতী হইয়া ইন্দুপ্রভার পশ্চাত্তাগ হইতে গুপ্তভাবে তাঁহার সেই অরূপম রূপমাধুরী অনিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। নয়নের স্ফোভ কিছুতেই নিরস্ত হইল না। রাজনন্দিনী অশ্রুশ্রবণবতী হইয়াও নীরদাচ্ছাদিত সৌন্দামিনীর ন্যায় মধ্যে মধ্যে পথিকের প্রতি অমোঘ কটাক্ষবাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মনে মনে নবযৌবনতরুণীর কাণ্ডারী করিবেন বলিয়া, প্রভাবতী স্বকীয় যৌবনপ্রভা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কুমারীর হৃদয়পদ্ম পথিকের করাকণে বিকসিত হইবে বলিয়াই, যেন থাকিয়া থাকিয়া মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। ‘আহা কি আশ্চর্য্য !’ যে নয়ন-ভঙ্গিতে যোগিগণের যোগ ভঙ্গ ও দেবতাদিগের মন বিচলিত হয়, কুমারীর সে সুভাব ভঙ্গি প্রিয়ত্বের নিকট বিকল হইল। রাজ-নন্দিনী ত জানেন না, যে পথিকের পবিত্র অন্তঃকরণে বিজয়বিজ্ঞেদা-নল সংলগ্ন হইয়া তাঁহাকে সকল সুখে বঞ্চিত করিয়াছে। বিরোগ-কাতর পথিক যে বিশুদ্ধ বস্তু প্রেমের একান্ত ভিখারী, এখন এ প্রেমের ত অভিলাষী নহেন, যে কুমারীর কটাক্ষবাণে ব্যথিত ও রূপে দিমোহিত হইবেন ; বস্তুশোকে তাঁহার রাজীবনেত্র হইতে অবিরত জলধারা পতিত হইতেছে।

ক্ষণকাল পরে পথিক পাবকোত্তেজিত বৃহৎকায় ব্যালিগজ্জনের ন্যায় একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক হায়! “বন্ধু আমাকে

পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলেন” এই বাক্য উচ্চারণ করত গাত্ৰোত্থান পূৰ্বক ছনয়নের জল মৌচন করিতে করিতে তকমূলে উপবিষ্ট হইলেন । নয়নোন্তোলন করিয়া দর্শন করিলেন, সম্মুখে মুরঙ্গনা তুল্য মুরূপা পক্ষ নবযুবতী নারী দণ্ডায়মান । দর্শনযাত্র কাতরবাক্যে ও সঞ্চলনয়নে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে নবযুবতী-গণ ! আমার বন্ধুকে কি আপনারা দর্শন করিয়াছেন, যদিপি দর্শন করিয়া থাকেন তবে আমাকে তাঁহার কুশল সম্বাদ প্রদান করিয়া মুখ ককন ।

ইন্দুপ্রভা পথিকের ঈদৃশ ভাবাস্তর দর্শন করিয়া কোকিল কণ্ঠস্থরে রুতাজলিপুটে নিবেদন করিল হে মহাভাগ ! আপনার মূর্তাগমনে উপবন পবিত্র ও আমরাও রুতার্থ হইয়াছি । অনুকম্পা প্রকাশ পূৰ্বক আমাদের নিকট নিজগুণে স্বীয় পরিচয় প্রদান করিলে একান্ত বাধা হইল । আপনি কোন্ দেশ ও বংশকে সমুজ্জ্বল করিয়াছেন ? কি জনাইবা আপনার অনঙ্গ তুল্য অঙ্গ বিবর্ণ ? কি কারণেইবা আপনার সজল নয়ন ? চন্দ্রানন বিরস কি নিমিত্ত ? সতত অন্যমনস্ক হইবার কারণ কি ? আপনার বন্ধু কোন্ মহোদয় মানব ? কেনইবা তাঁহার চেষ্ঠা বরিতেছেন ? আকৃতি প্রকৃতি ও সুচিহ্নিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন সন্দর্শন করিয়া আপনাকে সামান্য মানব বলিয়া বোধ হয় না । নিশ্চয় কোন মহাবংশ সম্ভূত হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি । হে পুণ্য প্রধান ! এই সকল বিষয় অকপট হৃদয়ে প্রকাশ করিয়া আমাদের কৌতুহলাক্রান্ত চিত্তকে পরিতৃপ্ত ককন ।

প্রিয়ব্রত দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূৰ্বক সঞ্চলনয়নে ও কাতর-বচনে দেবতনয়া তুল্য কন্যাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সুন্দরীগণ ! আমার অন্তরের কথা যদিপি আপনারা শ্রবণ করিতে একান্তই অভিলাষিণী হইয়া থাকেন, বলি শ্রবণ ককন । কালিন্দীতীরবর্তী মহাতীর্থ স্থান ব্রহ্মধিপ্রদেশে আমার জন্মস্থান । মহাবল পরাক্রান্ত মহীপতি কেশরীবীর্য তথায় রাজত্ব করেন । আমি নৃপতির

প্রধান অযাতোর একমাত্র অপত্য, আমার নাম প্রিয়ব্রত । রাজার একমাত্র সন্তান তাঁহার নাম বিজয়কিশোর । মদীয় সৌভাগ্য বশতঃ শৈশবকাল হইতে রাজপুত্রের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়া একত্র শয়ন, একত্র বিদ্যাধ্যয়ন প্রভৃতি করিয়া আসিতেছিলাম । ক্রমে আমরা বিষম ঘোঁরনপদবীতে আরোহণ করিলে, বিলাসার্থ মহারাজ আমাদিগকে বিলাসকাননে প্রেরণ করেন, উভয়ে প্রমোদোপবনে নানাবিধ আমোদ প্রমোদে কাল-যাপন করিতেছি এমন সময় দূরন্ত বসন্তকাল সমাগত হইল । একদিন রজনীযোগে রাজনন্দন সুরমা হর্ষোপরি শয়ন করিয়া আছেন, নিদ্রিতাবস্থায় মালবদেশরাজনন্দিনী হেমলিনীকে শব্দে সন্দর্শন করিয়া এককালীন জ্ঞানশূন্য হইলেন । এমন কি তাঁহার জন্য উন্মত্ত-প্রায়, আমি কত প্রবোধবাক্যে শাস্ত্র না করিতে লাগিলাম, কিছুতেই তাঁহার হৃদয় হইতে রাজহুতিকে নিরাকৃত করিতে পারিলাম না ; অগত্যা কুমারের অভিলাষ পূরণার্থ রাজা ও রাজীর অজ্ঞাতসারে উদ্যান হইতে বহিস্কৃত হইলাম । পথিমধ্যে কষ্টের শেষ রহিল না । একদিন সহসা স্বীপদলকুল নিবিড়ারণে আসিয়া উপস্থিত হইলাম । তখন সায়াংকাল, তাহাতে আবার বর্ষাকাল, ঘোর ঘনঘটার আড়ম্বর, এই সময়ে কুমারকে পথশ্রমে অতীব ক্লান্ত দেখিয়া বন্য ফলাহরণার্থ তাঁহার নিকট হইতে ফলোদ্দেশে গমন করিলাম । রমণীগণ ! সেই গমনই আমার কাল হইল । প্রত্যাগমন করিয়া আর তাঁহার চন্দ্রানন দর্শন করিতে পাইলাম না । এই বলিয়া প্রিয়ব্রত রোদন করিতে করিতে মুচ্ছিত হইলেন ।

প্রিয়ব্রতের রোদন ও মুচ্ছা যেন প্রভাবতীর পবিত্র অশ্রু-শেল সম যন্ত্রণা দিতে লাগিল । কুমারীর কুরঙ্গ নয়নদ্বয় হইতে প্রবল-বেগে বাষ্পাবারি বিগলিত হইয়া সর্বাঙ্গ সিক্ত করিল । তাঁহার মনকে নানা সংশয়জালে আবরণ করিল । তখন তিনি অতিশয় অস্তির

হইয়া বুদ্ধিমতী ইন্দুপ্রভাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সখি ! আমার মন ও প্রাণ এই নবগত পথিক হরণ করিয়াছেন, আমিও মানসে উহাকে পতিবে বরণ করিয়াছি, যদিপি আমার জীবনে তোমাদের আশা থাকে, তবে যে রূপে হউক আমার সহিত উহাকে মিলিতজীবন করিয়া দাও । এই বলিয়া রাজকুমারী স্বহস্তে হতচেতন যন্ত্রিগুণের সেবা করিতে লাগিলেন ; সখীরাও তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিল ।

কিরৎক্ষণপরে প্রিয়তম সংজ্ঞালাভ করিলে, বুদ্ধিমতী ইন্দুপ্রভা তাঁহাকে সাদর সম্বোধন পুরস্কার করিলেন, গুননিধান ! আমরা একে স্ত্রীজাতি তাহাতে অস্পষ্ট একি আপনাকে যে কোন হিতোপদেশ প্রদান করি এ অতি অসম্ভব ; সে কেবল শ্যগালী হইয়া কেশরীর বিক্রম প্রকাশ মাত্র । তবে আমাদের অন্তরস্থ মলীন ক্ষীগামতি অধীরা হইয়া কিঞ্চিৎ বলিতে ইচ্ছুক হইয়াছে, অতএব নারীজন মূলত চিত্তচলতা মার্জ্জনা করিবেন । হে সনাশয় ! এই অনিত্য সংসার মধ্যে বিধাতা কর্তৃক বিচ্ছেদ ও প্রণয় উভয়ই সৃষ্ট হইয়াছে । মানবগণ কখন প্রগাঢ় প্রণয়ার্গবে নিমগ্ন হইয়া কতই সুখানুভব করিতেছে, কখনবা বিষম বিচ্ছেদানলে দগ্ধ হইয়া অসীম ক্লেশ ভোগ করিতেছে, কিন্তু কিছুই চিরস্থায়ী নহে । বিরহাস্তে প্রণয়, প্রণয়াস্তু বিরহ, ইহা চিরনিরূপিত । তবে প্রণয়ের পর বিচ্ছেদ বড়ই অসহনীয় । অনেক দাহিকাশক্তি অপেক্ষা বিরহদাহিকাশক্তি সহস্রগুণে ওকতর ও কষ্টপ্রদ হইলেও ভবাদৃশ দীর্ঘপ্রকৃতি ও জ্ঞানবান্ বাক্তির এরূপ অধৈর্য্য ও উদ্ভ্রাস্তচিত্ত হওয়া অবিধেয় । বরং অহিতকর অধৈর্য্য স্থলে হিতসাধন ধৈর্য্যকে স্থাপিত করিয়া তৎপ্রতিকার সাধনে যত্নবান হওয়াই উচিত । উদ্যতের ন্যায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইলে কি কখন আভিলাষ সফল হইতে পারে ? পুরুষশ্রেষ্ঠ ! দৈবদুর্গিপাকবশতঃ আপনার বন্ধুবিচ্ছেদ হইয়াছে সত্য, এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিতে দেখা যায় । আর দেখুন রাজ-

নন্দন বিজয়কিশোর অবিরেচক অদূরদর্শী ও হীনবীৰ্য্য নহেন, যে তাঁহার অনিষ্টাশঙ্কা করিতেছেন । তিনি রাজপুত্র, অবশ্যই বীৰ্য্যশালী ও বিচক্ষণ ; তিনি যে সহসা কোন বিপদে পতিত হইবেন এ অতি অসম্ভব । কুমার নিশ্চয়ই নিকটস্থেগে আছেন সন্দেহ নাই । হে নরশার্দূল ! ভ্রাতৃত্বদ্বিরাই প্রিয়দিক্কেদকে ক্ষয়নিহিত শল্য বলিয়া জ্ঞান করে আপনার মত ধীমান ব্যক্তির তাদৃশ পথাবলম্বী হওয়া কি সাধুসঙ্গত ? সামান্য লোকের ন্যায় শোকার বশীভূত হওয়া আপনার অনুচিত । প্রবল বায়ু উপস্থিত হইলে যদ্যপি পানপ ও পার্শ্বত উভয়ই তুলারূপ বিচলিত হয় তবে তাহাদের উভয়ে আর প্রভেদ কি ?

ইন্দুপ্রভার জেদশী মূললিত সরূপানেশাবলী পরিসমাপ্ত হইলে, সখী শ্যামলতা প্রিয়ভ্রতকে কহিলেন, ধীমন্ ! আপনি যে রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এ রাজ্য মহীপাল প্রভাপাদিত্যের । যে উদ্যানে অবস্থিতি করিতেছেন, এটি রাজনন্দিনী প্রভাবতীর বিলাসোদ্যান । আমরা রাজবালার সঙ্গিনী, আর আমার দক্ষিণ পার্শ্বে এই যে অবগুণ্ঠনবতী নবযুবতীকে দর্শন করিতেছেন, ইনিই রাজনন্দিনী প্রভাবতী । মহোদয় ! আপনার রূপে মোহিত হইয়া রাজকুমারী স্বীয় জীবন, মন ও যৌবন ভবদীয় পাদপদ্মে অর্পণ করিয়াছেন । এমন কি মনে মনে মনোমালা আপনার সুচাক কণ্ঠে সমর্পণ করিয়া নিজ জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করত তব প্রেমাভিলাষিণী হইয়া দণ্ডায়মান আছেন । অতএব গুণসিক্কা ! অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক কুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া অবলার মনোরথ সফল করুন । আমাদেরও একান্ত ইচ্ছা দাসীভাবে আপনার চরণকমলের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হই । ইহা অপেক্ষা আমাদের অধিক মে ভাগ্যের বিষয় আর কি আছে । হে সুধীর প্রধান ! আর সম্ভাপ করিবেন না, আপনারা উভয়ে এই উদ্যানে, তারা সহ চন্দ্রের ন্যায় অবস্থিতি করুন । আমরা অদ্যই বেগবান্ অক্ষসহ শত শত সৈনিক পুঙ্খ কুমা-

রের অনুসন্ধানার্থ দিদিগণ্ডে প্রেরণ করিতেছি। কুমারের জন্য আপনি চিন্তিত হইবেন না। অবিলম্বেই তাঁহার কুশল সম্বাদ প্রাপ্ত হইবেন।

স্ফটিকমণির প্রতিবিম্ব যেমন ঘৃণিণ্ডে প্রতিকলিত হয় না তদ্রূপ সখীদের সত্বপদেশ প্রিয়ত্বের দক্ষহৃদয়ে স্থান পাইল না। তিনি সখীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সখীগণ! তোমরা যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিলে সকলই মুমিষ্ট ও গুভদ কিন্তু তোমাদের মুখনিঃসৃত অমৃতোপম বাক্য সকল আমার প্রজ্বলিত অন্তরে পতিত হইবামাত্র ভস্মসাৎ হইয়াছে। অবলাগণ! বটবৃক্ষ যেমন সৌধতল ভেদ করিয়া থাকে তদ্রূপ বিজয়ের বিচ্ছেদরূপ শোকতরু আমার হৃদয় ভেদ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এ নিদারুণ শোক কুমারব্যতীত কিছুতেই শান্ত হইবে না, রাজনন্দন আমাকে যে দুঃখসাগরে নিমগ্ন করিয়াছেন, জীবন্মশায় যে তাহা হইতে উদ্ধার পাইব তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। সৌমিত্রিনীগণ! দুঃখের কথা কি কহিব যাহাকে মুহূর্ত্তকাল অদর্শনে দেহে জীবন থাকা কঠিন হইয়া উঠিত, অদ্য কত দিন হইল সেই মোহন মূর্ত্তির দর্শনে বঞ্চিত আছি। হায়! আর কি সেই কুন্দকুটালদর্শন মহাপুরুষকে দর্শন করিতে পারিব। এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার তেজঃপুঞ্জ কলেবর কণ্টকিত হইল। তখন তিনি উচ্ছলিত শোকাবেগ সহ সজলনয়নে অশ্রুগণবতী প্রভাবতীকে সাদরসম্ভাষণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন চন্দ্রাননে! তুমি যখন যুগ্মই এই বিয়োগান্ত অভাজন জনে আহুমন সমর্পণ করিয়াছ, তখন জগদীশ্বর অবশ্যই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন এবং যদি প্রজাপতি অনুকূল থাকেন তাহা হইলে অবশ্যই এ শুভ ঘটনা ঘটিবে। রাজনন্দিনি! তজ্জন্য মনস্তাপ করিও না। আমি তব সম্মিথানে অঙ্গীকার করিতেছি যে যদি কখন জগদীশ্বরের রূপায় জীবনাধিক রাজকুমারের অকলঙ্ক বদনচন্দ্রমা দর্শন করিতে পারি, যদি আমার অন্তরস্থ প্রজ্বলিতানল কখন কুমারাবলোকনরূপ সলিলে শীতলতা

লাভ করিতে পারে, যদি আমার দম্ভজীবনতক তাঁহার যুঁতসজ্জী-
বনী মোহিনী যুক্তির সহযোগে পুনরবার মুকুলিত হয়, যদি এ পাপা-
ননে আর কখন রাজনন্দন বলিয়া সম্ভাষণ করিতে পারি, লজ্জা-
শীলে! যে রূপ তারা সহ তারাপতি, যেমন সৌদামিনীর নবচন্দ্র,
রতির রতিপতি তদ্রূপ যদি কখন বিজয়কিশোরের বামে মালবদেশ-
রাজনন্দিনী নলিনীকে বনাইতে পারি, যদি বিজয়রূপ বিশুদ্ধ স্বর্ণরূপে
ললিত নলিনীরূপ সুবর্ণলতা বেষ্টিত করিয়া জয় সার্থক করিতে
পারি, হৃদয়! নিশ্চয়ই বলিতেছি তাহা হইলেই পুনরবার তোমার
সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করিব তখন যাহা করিতে হয় করিবে।
এক্ষণে কুমারের মঙ্গলের জন্য সত্যানিষ্ঠ হইয়া সতত সতায়মের
সাধনা কর তাহা হইলেই অনায়াসে সফলমনোরথ হইতে পারিবে।
রাজকুমারি! সম্প্রতি আমি কুমারের উদ্দেশে যোগীর বেশে মালব-
দেশে গমন করিব। তোমরা সকলে একত্রিত হইয়া আমাকে
যোগীর বেশে সাজাইয়া দাও।

ইন্দুপ্রভা দেখিলেন যে রাজকুমারপ্রাপ্তি বাতীত মস্তিষ্কভেদ
কিছুতেই ধৈর্য্য হইবে না, বরং মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ঝুন্ধি হইবারই
সম্ভাবনা। অগত্যা পথিকের বাক্যানুসারে তাঁহাকে যোগীর বেশ
সাজাইতে বাধ্য হইলেন। প্রিয়ত্রতের কোমলাঙ্গে ভঙ্গ লেপন
করিতে ইন্দুপ্রভার হস্ত বিকম্পিত হইতে লাগিল। বস্তুতঃ তিনি
মনে মনে এ সময়ে আপনাকে শত শত ধিক্কার দিতে ছিলেন, কি
করেন ভবিষ্যতে রাজবালার ইচ্ছা সিদ্ধ হইবে বলিয়াই যেন তাঁহার
সন্তোষের জন্য সহস্রে এমন স্বর্ণ দেহে ভঙ্গ মাখাইলেন। বিক্ষিপ্ত
কেশপাশে বেণী বন্ধন করিয়া জটাতার বাঁধিয়া দিলেন। কণ্ঠে
কদ্রাক্ষমালা, করকমলে অক্ষমালা, কটিদেশে কুরঙ্গচর্চ, ইন্দুপ্রভা যখন
একে একে সকলগুলি পরিধান করাইলেন তখন প্রিয়ত্রতের দেহ
অভিনব অপূর্ণ আধারণ করিল এবং তরুণ অকণের ন্যায় তেজঃপূর্ণ
সম্পন্ন হইয়া উঠিল। আহা! বিমল বান্ধব প্রেমের কি অনন্ত মহিমা

সময়ে অমৃতও বিষবৎ বোধ হয়, প্রিয়তম অদ্য অনায়াসে অমৃতময়ী প্রভাবতীকে বিষধরী বোধে পরিত্যাগ করিলেন। অদ্য মস্তিষ্ক রাজকুমারীর সহ মিলনমুখ অনায়াসে বিসজ্জন দিয়া বন্ধুর জন্য এই নবীন বয়সে নবীন সন্ধ্যাসী হইলেন। প্রভাবতীও যোগীর রূপাবলোকনে মোহিত হইয়া যোগিনী হইতে মনে বাসনা করিলেন, কিন্তু হইলে কি হয় যোগী যে এখন সে সুখে বঞ্চিত, এখন রাজবালার সে ইচ্ছা কোন কলোপধায়িনী হইল না।

অনন্তর প্রিয়তম প্রিয়ানুরাগের বশব্দন হইয়া প্রথমতঃ কুমারীর তদনন্তর তাঁহার সহচরীদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্বক মালবদেশাভিমুখে গমন করিলেন। এদিকে প্রভাবতী সখীগণ সহ উদ্যানে থাকিয়া প্রিয়তম যেন আমার প্রাণনাথ হয়েন, এই উদ্দেশে সতত শিবারণনায় নিযুক্ত রহিলেন। প্রিয়তম বিরহে রাজবালার মুখমণ্ডল প্রাভাতিক নক্ষত্রের ন্যায় ক্রমে ক্রমে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া আসিল এবং দিন দিন অঙ্গযক্তি অতিশয় ক্লম হইতে লাগিল। এইরূপে কতক দিন যায় একদিন রাজমহিষী উদ্যানে আসিয়া কুমারীর তানুশ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, সখীরা আদ্যোপান্ত সমস্ত তাঁহাকে কহিল। মহিষী শ্রবণ করিয়া যৎপরোন্সু চিণ্তিত হইলেন এবং রাজাকে তদ্বিষয় অবগত করা আবশ্যক বোধে সমস্ত কথা তাঁহার নিকট কহিলেন। রাজা সখিশেষ সমস্ত পরিজ্ঞাত হইয়া বলিলেন, মহিষি! প্রভাবতী আমাদের একমাত্র সমৃদ্ধি, সংসারশ্রমের একমাত্র অবলম্বন, আমাদের জীবনরক্ষের একমাত্র ফল, তাহাকে সংপাত্রস্থ করি আমার একান্ত বাসনা অনেকের ইবিবাহাধী হইতেছে, সে কাহাকেও বরমালা দেয়নাই, আমিও তাহার অনতিমতে একাধা সমাধা করিতে ইচ্ছা করিনা। উক্তধিদেশাধিপতি মহীপাল কেশরীবিধা চরাচরে খ্যাত এবং তাঁহার মন্ত্রীও বিশেষ প্রতিষ্ঠাজন শুনিয়াছি। যাহাইউক মহিষি! প্রাণাধিকা কন্যা যে যোগ্যপাত্রের নিজ প্রীতি অর্পণ করিয়াছে ইহা শুনিয়া আমি বার-

পর নাই আনন্দিত হইলাম । কুমারীকে চিন্তা করিয়া শরীর ক্ষয় করিতে নিষেধ করিও । যদ্বিহৃত যখন একরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছেন তখন অবশ্যই অচিরে আসিবেন । সখীদিগকে কুমারীর পরিচর্যায় নিযুক্ত করিয়া দাও । রাণী রাজাজ্ঞানুসারে সতত কুমারীর সেবায় তাহাদিগকে নিয়োগ করিয়া দিলেন ।

এদিকে যদ্বিহৃত সম্মানসীমিত অশেষ ক্রেশ সহ্য করিয়া অবশেষে মালবদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । রাজ্যের নানাস্থানে কুমারের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কোথাও সেই রাজপুত্রের সন্ধান পাইলেন না, তখন সম্মানসীমিত মনোমধ্যে কাত্তিকেয় তুল্য কুমারের অনিষ্টাশঙ্কা বলবতী হইল । হায় ! আর এমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবেনা, এইরূপ খেদবাক্যে নানাবিধ বিলাপ ও পরি-তাপ করিয়া রাজনন্দনের আগমন পথশা প্রতীক্ষায় 'মালবদেশরাজ-নন্দিনী নলিনীর উদ্যানের প্রান্তভাগে ধলগিরি সম এক অত্যন্ত মন্দির দর্শন করিলেন । যোগী মন্দির মন্দির গমনে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দর্শন করিলেন, মন্দিরনধ্যে হেমপিঠোপরি প্রশান্ত মূর্তি আশুতোষ বিরাজ করিতেছেন । সে প্রশান্তমূর্তি সন্দর্শনে মনের মলিনতা বিনষ্ট হইয়া বিশুদ্ধ ভক্তিভাবের উদয় হয় । আশুতোষের অনুকম্পায় যেন সম্মানসীমিত সমস্ত মানসার্গবে কুমারপ্রাপ্তিরূপ আশ্বাস উর্মিমালা আন্দোলিত হইতে লাগিল । তখন তিনি আশু মনোরথ সফল হইবে বলিয়াই, যেন সে পবিত্র স্থানে অবস্থিতি পূর্বক একান্ত মনে মহাদেবের আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন ।

অনন্তর একদা রাজনন্দিনীর সঙ্গিনীসরলা ও চপলা বিয়োগ-কাতরা কুমারীর সহিত বিজয়কিশোরের আশু শুভ সম্মুখীন কামনায় আশুতোষের আরাধনা জন্য শিবালয়ে উপস্থিত হইলেন । তাঁহাদের পরিধেয় পটবসন, হস্তে কনকময় কুমুদভাঞ্জে চন্দনলিপ্ত নানাবিধ সুগন্ধিকুমুদ, কক্ষে জাহ্নবীজলপূর্ণ হেমকুন্ড । দেখিবামাত্র বোধহইল যেন দেব কন্যাঈষৎ পশুপতি পূজার্থ ধরাতলে সমাগত হইয়াছেন । যোগ

তখন প্রজ্জ্বলিত অনলের সম্মুখীন হইয়া বন্ধুসহ মিলন জন্য ভবভাব-
নায় নিমগ্ন আছেন, এমন কি বাহ্যজ্ঞান শূন্য। এমন সময়ে চপলা ও
সরলা সহসা নবীন সম্মাসীর অত্যশ্চর্য্য ভুবনমোহনরূপ নিরীক্ষণ
করিয়া এককালীন বিস্ময়ান্বিত ও শিবপূজা বিস্মৃত হইল। কক্ষের
কুম্ভ করকমলের কুমুমভাঙন ভূতলে পতিত হইল। যোগীর মোহন-
রূপ দর্শন করিয়া সখীদের সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। নির্নিমেষলো-
চনে তাঁহার সেই ললিতরূপ মাদুরী দর্শন করিতে লাগিল। চিত্ত-
পুত্তলিকার ন্যায় নিষ্পন্দ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।
কিয়ৎক্ষণপরে সরলা একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক চপলাকে
কহিল, চপলে! এমন রূপত কখন নয়নে নিরীক্ষণ করি নাই, জ্ঞান
হয় অনঙ্গদেব পূর্বাধার্য্য ফালনর্থ সম্মাসীর বেশে মন্দিরে অবস্থিতি
করিতেছেন। কিম্বা শিবমূর্ত্ত বড়ানন স্বর্গচ্যুত হইয়া যোগীর বেশে
জনকের উপাসনায় নিযুক্ত হইয়াছেন, তদ্বিত্ত্ব মনুষ্যের ত কখনই এরূপ
রূপ সম্ভবপর নহে। সখি! অধিক কি, যোগীকে দর্শন করিয়া মন প্রাণ
সকলই অধীর হইল।

চপলা কহিল সরলে! আমারও ঐ দশা ঘটয়াছে যাহা হউক
সম্মাসীর পরিচয় লওয়া আবশ্যিক, এই বলিয়া উভয়ে সম্মাসীর
সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করত বলিল, হে নবীন
সম্মাসিন্! যোগী হইয়া চৌর্য্যবৃত্তি কোথায় শিক্ষা করিয়াছেন?
আপনি সাধু হইয়া কিরূপে সাধুবিগর্হিত কার্য্য করিলেন? যাহা হউক
এবং আপনি যেই হউন, অবলা দ্বয়ের মন আপনা কর্তৃক হৃত হই-
য়াছে। প্রত্যাগণ করিলে উপবনাভিহুখে প্রতিগমন করি। সখী-
দ্বয়ের ধর্ম্মবিগর্হিত চোরাপবাদ মহাপাপ বাক্য শ্রবণে সম্মাসীর
ধ্যান ভঙ্গ হইল।

সম্মাসীর ধ্যান ভঙ্গ করাই চপলা ও সরলার উদ্দেশ্য ছিল,
উদ্দেশ্য সকল হইয়াছে দেখিয়া তাহারা পরমাফ্লাদিত হইল। তখন
উভয়ে সম্মাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, নবীন যোগীবর!

আপনি কে? কোথায় হইতেই বা আসিয়াছেন? দর্শন করিলে আপনাকে যোগী বলিয়া বোধ হয় না। এ নবীন বয়সে এ দাক্ষণ ত্রতে ত্রতী হওয়া আপনার কখনই সম্ভব হইতে পারে না। আপনি যদি যথার্থই যোগী হইবেন, তাহা হইলে বিমর্ষবদন ও নয়নে বারি-বর্ষণ কেন? যদি বলেন প্রেমাক্ষ তাহাই বা কিরূপে সম্ভবে? তাহা হইলে বদনে অবশ্যই হর্ষবিধুর উদয় থাকিত এবং যদি সেই মঙ্গলময়ের চিন্তাই আপনার বলবতী হইত, তাহা হইলে মৌনের সহিত মনোস্তবিত হইয়া মুখে মহানন্দ প্রকাশ করিতেন; আপনার যে সকলই বিপরীত দেখিতেছি। আপনার ভাবাবলোকনে আমাদের বোধ হয়, কোন প্রিয়জনের বিরহরূপ বৃহৎকায় বিষাক্ত শৈলখণ্ড শরীরভাস্তুরে প্রবিষ্ট হইয়া আপনাকে অশেষ যন্ত্রণা দিতেছে। কিয়ৎ কোন কুলুবিণী রমণীর কুহকজালে জড়িত হইয়া অশেষ প্রকার ক্লেশ ভোগ করিতেছেন। আহা কি দুঃখের বিষয়! এ নবীন যৌবন-কালে কি আপনাকে সম্মাসীর বেশ শোভা পায়? ঐ স্বর্ণ নিশ্চিত সৌন্দর্য্য শরীরে কি ভস্ম মাখা সাজে, এ দাক্ষণ বেশ কি কেহ দেখে প্রাণ থাকিতে দর্শন করিতে পারে? নবীন সাধো! নিজগুণে স্বীয় পরিচয় প্রদানে আমাদের কেতুহল নিবৃত্ত করুন।

নবীন যোগী যদিও বিজয়বিয়োগার্থ তথাপি তাহাদের মূললিত বাক্যে এবং বুদ্ধি কৌশলে পরমাপ্যায়িত হইয়া মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। যখন রমণীদ্বয় আমার হৃদয়নিষ্ঠিত প্রকৃত ভাব অনায়াসে অনুভব করিল, তখন ইহার সামান্য নারী বলিয়া বোধ হয় না। অতএব ইহাদের নিকট মদীয় মর্ষবেদন। ব্যক্ত করা কর্তব্য। এই ভাবিয়া তিনি মুকুমারী কামিনী দ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, অবলে! তোমাদের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতির পরিচয়ে আমি হারপন্ন হই আনন্দিত হইয়াছি। স্ত্রী বুদ্ধিতে যাহা অনুভব করিয়াছি তাহা সত্য, তোমাদের নিকট স্বভাব গোপন করা আর আমার যুক্তি সম্ভব নহে। যদি আমার আশু-

রিক ভাব অবগত হইতে তোমরা একান্ত অভিলাষিণী হইয়া থাক, বলি শুন ।

সুন্দরীগণ ! আমি প্রাণাধিক রাজনন্দন বিজয়বিচ্ছেদ রোগ-গুস্ত হইয়া-সেই দুর্ভিক্ষ বিরহরোগের উপসম হেতু যোগীর বেশ ধারণ করত, প্রিয় জনানুসন্ধানে নানা স্থানে পরিভ্রমণানন্তর অবশেষে মালবদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি । প্রিয়ব্রতের মুখ হইতে এই বাক্য নিঃসৃত হইতে না হইতেই নয়নজল অঙ্গবিভূতি বিধৌত করিয়া অজিনবাসকে আর্দ্র করিল । তখন সখীদ্বয় সন্ন্যাসীর সজলনয়ন অলোকন করিয়া কহিল, হে বিয়োগাতুর নব বিরহিন ! মালবদেশের নাম করিয়াই যে, নেত্রনীরে ভাসিলেন ইহার কারণ কি ? ককণা প্রকাশপূর্বক বলুন ।

তদনন্তর প্রিয়ব্রত কহিলেন, অয়ি কুত্‌হলাক্রান্তে ! দুঃখ ও মনঃস্বাপের কথা তোমাদের নিকট আর কি বলিব ; ব্রহ্মবিদেশাধিপতি কেশরীধীর্ঘের পুত্র বিজয়কিশোর পিত্রাদেশানুসারে যৌবন সমাগমে রাজবাটীর অনতিদূরস্থ বিলাসোদ্যানে অবস্থিতি করিতেন । এই মন্দভাগ্য সেই রাজার মস্ত্রিপুত্র, সেই ভাগ্য বশতঃ শৈশবকাল হইতে রাজপুত্র আনাকে অনুপম সৌন্দর্য্যজ্বলে বদ্ধ করিয়া কৃত দয়া কত মমতা প্রকাশ করিতেন । এমন কি মুহূর্ত্তকাল চক্ষুর অন্তরাল হইলে চতুর্দিক শূন্যময় দর্শন করিতেন । উল্লিখিত বিলাসোদ্যানে আমিও তাঁহার সহিত অবস্থিতি করিতে লাগিলাম । বসন্তকাল সমাগত, একদিন রজনীযোগে রাজনন্দন মালবদেশরাজনন্দিনী নলিনীকে স্থপ্রে সন্দর্শন করিয়া এক কালে জ্ঞান শূন্য হইলেন । এক্ষণে সেই নলিনীই আমার সমস্ত শোকের মল । তাহার উদ্দেশে আসিতে পথিমধ্যে প্রাণ সম কুমার বিজয় কিশোরকে হারাইয়াছি । এই বলিয়া প্রিয়ব্রত উচ্ছলিত বিরহ-বেগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন ।

সখীদ্বয় ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীকে মুচ্ছিত দর্শন করিয়া উভয়ে অমনি

পটবসনাকলে তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিল। তাহাদের অকলানিলে নববোণী সংজ্ঞা লাভ করিলে, সরলা সানন্দচিত্তে বলিতে লাগিল, হে নবীন সন্ন্যাসীন! যাঁহার বিচ্ছেদে আপনার কোমলাঙ্গ জর্জরিত, তাঁহার বিরহে আমাদের প্রাণাধিকা রাজনন্দিনী নলিনীও জ্বলিতেছেন। এমন কি তাঁহার সরোজনয়নগুণল হইতে সততই প্রবল বেগে বাষ্পবারি প্রবাহিত হইতেছে। রাজবালা চিত্রপটে বিজয়কিশোরের তুলনামোহন মৃত্তি দর্শনাবধি প্রাণ মন সমুপর্ণ এবং মানসে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। এক্ষণে বিনোদিনী বিলাসোদ্যানে বিজয়ের বিরহরূপ বিকাররোগগ্রস্ত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। মহাভাগ! বিকার ব্যাধির যাবতীয় কুলক্ষণ কুমারীতে সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। অভ্যন্তরস্থ বিজয়বিরহানলে দেহে অবিরত দাহ, মুহূর্হ মচ্ছা। হওরাতে অস্থি সন্ধি স্থল ও শিরোদেশ দাক্ষণ ব্যথিত, অনবরত রোদন করায় কুরঙ্গ নয়ন দ্বয় কোকনদের ন্যায় রক্তবর্ণ। বিজয় কোথায় বিজয় কোথায় সর্বদাই এই প্রলাপবাক্য। অনবরত দীর্ঘনিশ্বাসই তাঁহার শ্বাস, অনশনব্রতাবলম্বনই তাঁহার অরুচি, তাঁহার প্রতিবাক্যই ভ্রমসম্বিত, বিচ্ছেদবেদনায় নিদ্রাদেবী দেহ হইতে দূরীভূত হইয়াছেন। ব্যাধির প্রতীকার বিরহে দিন দিন তনু ক্ষীণ হইতেছে। অধিক বলি ব কি, বিজয় ভাবনারূপ বন্ধবায়ুতে সময়ে সময়ে কুমারীর উদর ক্ষীত হওয়ায়, বোধ হয় যেন তাঁহার অস্তিমকাল উপস্থিত। এখনও যে কুমারীর কঙ্কলাবশিষ্ট দেহে যে কিজন্য জীবন আছে, তাহা বলিতে পারি না, হে বিয়োগবিধুর! বিজয় ধ্যান ও ক্রন্দন ব্যতীত কুমারী এক্ষণে আর কাহারও সহিত সহবাস ও আলাপ করেন না। বিজয়বান্ধব! আমাদের সৌভাগ্য ক্রমেই আপনার এস্থানে শুভাগমন হইয়াছে, এক্ষণে এই অবস্থায় শিবালয়ে অবস্থিতি করুন, আমরা বিরহিণী নলিনীকে আপনার শুভাগমন সুসংবাদ প্রদান করিতে গমন করি। কলা আবার পুনরায় আপনার চরণকমল দর্শন

করিব। এই বলিয়া সখীদ্বয় যোগীর নিকট হইতে বিদায় হইল।

সখীরা গমন করিলে প্রিয়তম মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য! আমি ভাবিয়াছিলাম কুমার কেবলমাত্র স্বপ্নে কুমারী নলিনীকে দর্শন করিয়াছেন বই ত নয়, স্বপ্ন কিছু সকল সত্য হয় না, হয় ত কুমার সকলমনোরথ হইতে পারিবেন না, চিরজীবন তাঁহাকে বিচ্ছেদ দাবদাহে দগ্ধ হইতে হইবে। কিন্তু সখীগণ মুখে যাহা শুনিলাম তাহাতে ত আর সে ভাবনা নাই। কুমারী নলিনীও কুমারের চিত্রপট দর্শনে উন্মাদিনী, কুমারে যে যে লক্ষণ কুমারীতেও অবিকল তাহাই; এই এক নুতন রকমের প্রণয় সঞ্চার, ইহাকেই প্রকৃত প্রণয় কহে, ইহার পরিণাম অমৃতময়। উভয়েই উভয়ের মনে গাঁথা, সাক্ষাৎকার হইলে না জানি আরও কি হইবে। ঘোর বিচ্ছেদ যামিনী অবসান প্রায়, আমার নিশ্চয়ই প্রতীতি হইতেছে কুমার অচিরে আসিবেন। মিলনাকণ উদ্ভিত হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। যাহাই হউক সখীগণমুখে কুমারীর বার্তা শ্রবণ করিয়া কুমার বিজয়কিশোরের সহিত আমার পুনর্দর্শনরূপ শুষ্ক আশালতা উজ্জীবিত হইল।

এদিকে ভিষক যেমন বিকারগ্রস্ত রোগীর রোগোপশমার্থ ঔষধি লইয়া আক্সলাদিতান্ত্রকেরণে রোগীর সন্নিধানে গমন করত ব্যাধি শাস্তির কারণ স্বহস্তে সেবন করায়; চপলা ও সরলা তদ্রূপ বিজয় সম্বাদরূপ ভেষজ সহ সানন্দিতমানে সবেগে বিরোগিনী নলিনীর বিষম বিরহবিকার শাস্তি করণার্থ উপবনান্তিমুখে গমন করিল। কিয়ৎকাল পরে ধরাসনে পতিতা বিরহব্যাধিতা রাজসুতার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া করপুটে নিবেদন করিল, বিরোগাতুরে! আর বিলাপ করিবেন না। আপনি যাহার চিত্রপট দর্শনে ব্যাধিত, সেই মহোদয়ও আপনাকে স্বপ্নে দেখিয়া পিতা মাতা ওকজন ও রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া তোমার অদ্বৈতবেশে বন্ধু মন্ত্রিপুত্র সহ বহিষ্কৃত

হইয়াছেন। পথে দৈব দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহাদের বিচ্ছেদ ঘটয়াছে। সম্প্রতি তাঁহার বন্ধু উদ্যানের প্রান্তভাগস্থ শিবালয়ে যোগীর বেশে অবস্থিতি করিতেছেন। আমরা অদ্য শিবপূজার্থ শিবমন্দিরে গমন করিয়াছিলাম। সহসা সেই নবাগত নবীন যোগীকে দর্শন করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করায়, তিনি অকপটহৃদয়ে আদ্যোপান্ত সমস্তরাস্ত্র আমাদিগের নিকট প্রকাশ করিলেন। সেই কারণেই আমাদের আসিতে অদ্য এত বিলম্ব হইয়াছে; অতএব শোকাতুর! শোক সম্বরণ করুন। অচিরেই আপনার মনোরথ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা। কুমার বিজয়কিশোর অতি সত্বরেই আসিতে পারেন।

যেমন দীনবাল্য সহসা মণিমালা প্রাপ্ত হইলে আনন্দিত হয়, সখীদের মুখনিঃসৃত বিজয়বার্তা প্রাপ্ত হইয়া রাজবালা তদ্রূপ আনন্দ-সলিলে ভাসিলেন। বিজয়কিশোর ত্বরায় আসিবেন, এই বীর্য-শালী ঔষধ প্রাপ্তিমাত্র তাঁহার ব্যাধির অর্দ্ধ পরিমাণে শাস্তি হইল। বিজয় প্রাপ্তাশারূপ শুকলতা সহসা মুকুলিত হইল। তাঁহার মনের সন্দেহ ঘনজাল বিজয় বার্তারূপ বায়ু প্রভাবে অনেকাংশে অন্তরিত হইল। তখন তিনি সখীদ্বয়কে প্রিয়সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, হে প্রিয় সখীগণ! তোমরা অদ্য আমাকে যে সম্বাদ শ্রবণ করাইলে, এমন অমূল্যরত্ন অবনিমণ্ডলে কি আছে যে তাহা তোমাদিগকে প্রদান করিয়া সম্ভ্রান্ত লাভ করি। নিজ প্রাণ সম্প্রদানেও এ উপকারের প্রতিশোধ হইতে পারে না। অতএব আমি অদ্য হইতে তোমাদের নিকট মহোপকারশৃঙ্খলে চিরবন্দী থাকিলাম। এক্ষণে তোমরা প্রাণনাথের প্রিয়তম বন্ধুকে সর্বদা সযত্নে রক্ষা করিবে, এবং তাঁহার সনীপে সর্বদা থাকিবে। যদি অদৃষ্টক্রমে স্নসম্বাদ দাতা প্রাণনাথের প্রণয়রূপ পবিত্র অমূল্য মণি হস্তে প্রাপ্ত হইয়াছ, দেখিও যেন অবহেলায় হারাইও না। সখি! সতত সাবধানে কীৰ্য্য করিবে। সরলা ও চপলা রাজকুমারীর অনুমতানুসারে সচিব-

মৃত সন্নিহিতে যাইয়া সতত শাস্ত্রনা বাক্যে তাঁহাকে আশ্বস্ত ও তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল ।

এদিকে রাজকুমার বিজয়কিশোর অরণ্যে প্রিয়ব্রতকে হারাইয়া নানাবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন । হায় আমি কি পাষাণ ! দক্ষ উদরের জন্য জীবনাধিক বন্ধুকে অনায়াসে সায়ংকালে স্থাপদশঙ্কুল সমন সনন সম মহারণ্যে কেমন করিয়া দেহে জীবন থাকিতে প্রেরণ করিলাম । এ নির্দয় নরাধমের পার্শ্বায়সী ক্ষুধাই কি, বন্ধুর প্রাণান্তের কারণ হইল ? মাদৃশ নৃশংসের রাজবংশে জন্ম ? আমি সঙ্গে আনয়ন করিয়া অবশেষে জঘন্য জীবনের জন্য সেই প্রাণ-সম পরম বন্ধুকে মমতাশূন্য হইয়া মহন্তে কাননরূপ কালান্তুর করাল-গ্রাসে নিক্ষিপ্ত করিয়া এখনও জীবিত আছি ? হায় আমার কি কঠিন প্রাণ ! হে প্রিয়তম ! কম্পপাদপদ্মে বিষয়ক আশ্রয় করিয়াছিলে ? তাহা না হইলে নিম্ন নিশাচরের ন্যায় আমি এক্রপ নিদাক্ষণ আচরণ করিব কেন ? সখে ! শৈশবকাল হইতে আমার দুঃখে দুঃখী ও আমার মুখে মুখী হইয়া সতত ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে সহবাস করিতেছিলে । মুহূদশেষ্ট ! পরিণামে আমি কি তাহার এই প্রতিশোধ দিলাম ? আহা ! এত দিনের পর আমি পবিত্র প্রণয়পিঞ্জরাবদ্ধ হিতৈষী হিমাংগুনিভ হিরণ্য হৃদয়রত্ন বিহঙ্গমকে সামান্য কারণে নির্দয় নিষা-দের হস্তে সমর্পণ করিলাম । অদ্য আমি প্রাণসম প্রিয়জন বিনিময়ে ঘোর বিচ্ছেদকে ক্রয় করিলাম । আহা ! আর কি সেই সঙ্করিত্র মিত্রের সহিত সহবাস ও সদালাপ করিয়া মনকে পরিতুষ্ট করিতে পারিব ? আর কি তাঁহার প্রফুল্ল মুখমণ্ডল অবলোকন করিয়া আমার শোকাক্ষয় বিষণ্ণাভ্যুৎকরণ পুলকিত হইবে ? হায় ! আমি ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্তব্যাকর্তব্য ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া কেন বন্ধুকে বনে পাঠাইলাম । হা তাত ! হা মাতঃ ! হা মদ্রিবর ! হা মাতঃ প্রিয়-ব্রত জননি ! আপনারা এ সময়ে আসিয়া একবার দেখিয়া যাউন । প্রিয়ব্রত বিরহে আমার কি দুর্দশা ঘটিয়াছে, হা হৃদয়হারিণ

নলিনী ! তুমি কোথায় আছ ? এ দুঃসময়ে যদি একবার তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইত অথবা তোমারই জন্য আমি এই জনশূন্য ভীষণ গহনে বন্ধুবিরোগজনিত অশেষ প্রকার ক্লেশ ভোগ করিতেছি । ইহা যদি একবার জানিতে পারিতে, তাহা হইলেও আমি আত্মাকে অনেক পরিমাণে কৃতার্থ জ্ঞান করিতাম । উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে কুমারের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, আর বাক্য নিঃসরণ হইল না । তখন কেবল নহনজলে ধরাতল অভিধেক করিতে লাগিলেন ।

আহা কি দুঃখের বিষয় ! একে কুমারের অন্তরে কুমারী নলিনীর বিরহপাবক অবিরত জ্বলিতেছে, তাহাতে আবার প্রিয়ত্বের বিচ্ছেদপবন সংস্পর্শ হওয়ায়, দ্বিগুণীভূত হইয়া উঠিল । কুমার দুর্দান্ত অনলানিলের উৎপীড়ন অত্যন্ত অসহ্য বোধে দাবাদদ্ব যুগের ন্যায় সে স্থান হইতে বহিষ্কৃত হইয়া উদ্দেশ্যপথে গমন করিতে লাগিলেন । সুরাপানী ভারবাহী ব্যক্তির পথ গমনের ন্যায় বিরোগবিধুর বিজয় দেহনাশক দুর্ধ্বিষহ দুঃখভারাক্রান্ত হইয়া চলিতে অসমর্থ হইলেন । তাঁহার পদকমল টলিতে লাগিল, কখন ধরায় পতিত হইতেছেন, কখন উঠিতেছেন, এইরূপ ভাবে যাইতে যাইতে কখন অরণ্য মধ্যে জীবহস্তা হিংসুক জন্তু সকলের সম্মুখীন হইয়া জীবনের আশা ত্যাগ করিতেছেন ; কখন বা কুন্ডীর প্রভৃতি ভীষণ জলজন্তু সমাকীর্ণ নদ নদী সকল পাপ প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া অবলীলাক্রমে পার হইতেছেন । হা বিধাতা ! তোমার মনে এই ছিল, যে রাজনন্দন দিব্যরথে আরুঢ় হইয়া সুসজ্জিত সহস্র সহস্র অস্ত্রশস্ত্রধারী মহাবল সৈনিক পুরুষ ও চতুরঙ্গ দল বেষ্টিত হইয়া দেবেশ্বরের ন্যায় দিক আলোকময় করিয়া গমন করিতেন । অদ্য কিনা সেই রাজকুমার তোমার লিখনানুসারে একাকী কেবলমাত্র বিচ্ছেদকে সঙ্গে করিয়া পদত্রেজে গমন করিতেছেন ।

তুমিও ধন্য তোমার লিখনও ধন্য । এইরূপে কুমার বিজয়কিশোর

নানা কষ্ট ভোগ করত অবশেষে ভূপাল রাজ্যোপাশ্রয়ে উপস্থিত হইয়া ক্রমশঃ রাজ্যাভিযুখে গমন করিতে লাগিলেন ।

একদিন দিনমণি অন্তাচল চূড়াবল্লভ পূরক অন্তমিত হইলে, সরোবরে কমলিনী নাসকবিরহে নিমীলিত হইল । বিহগকুল আকুল হইয়া স্ব স্ব কুলায় ও কন্দরে প্রস্থান করিয়া শাবকগণকে পক্ষপুটে আচ্ছাদন পূরক মহানন্দে বিশ্রাম করিতে লাগিল । অন্ধকার ক্রমে ক্রমে দিওঁ মণ্ডল আচ্ছন্ন করিল । দেখিতে দেখিতে যামিনীর প্রথম যাম অতীত হইয়া গেল । একে ভাদ্র মাসের রূপক্ষীয় চতুর্দশীর নিশা, তাহাতে আবার সেই সময়ে অকস্মাৎ নভোমণ্ডলে নীলবরণ নীরদের গভীরগর্জন প্রতিগোচর হইতে লাগিল । অনতিদিল্পে স্থূলধারায় বর্ষণ হইতেও আরম্ভ হইল । ঘোরতর তমোবাসে দশদিক আচ্ছন্ন করিল । যখন বিদ্যুজ্বতা ক্ষুভিমতী হইয়া দিক সকলকে আলোকিত করিতে ছিল ; কেবল সেই সময়েই বহির্ভাগস্থ তৃণতলভা প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হইতে ছিল । এমন সময়ে রাজনন্দন বিজয়কিশোর ভূপাল রাজ্যের রাজবাটীর অনতিদূরবর্তী এক অরণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তাঁহার বিরহ বিচলিত চিত্ত তখন যে কিরূপ ভাব ধারণ করিয়াছিল, তাহা কে বলিতে পারে ? তখন তিনি সঙ্গীশূন্য পথভ্রষ্ট পথিকের ন্যায় নরমাংসাহারি নির্দয় প্রাণিশঙ্কুল মহারণ্যে একাকী দণ্ডায়মান, বারিহীন মীনের ন্যায় শরীর কম্পমান, পাবকস্পর্শ প্রকাণ্ড বিধ্বরের ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস তাঁহার নিকমম নাসিকা হইতে নির্গত হইতে লাগিল । দোরা কানরমণী বিভাবরীতে শ্মশানভূমি সন্দর্শনে যেরূপ মন চঞ্চল, কণ্ঠক ও প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, অরণ্য মধ্যে বিজয়-কেও অদ্য তদবস্থ লক্ষিত হইয়াছিল । অনন্তর কি করিবেন কিছুই উপায়ান্তর স্থির করিতে না পারিয়া সঙ্গীপস্থ এক প্রকাণ্ড কদম্ব বৃক্ষোপরি আরোহণ পূরক উত্তরীয় বসনে শাখিশাখায় কটিদেশ বদ্ধ করত অনিদ্রিতাবস্থায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ।

মহারাজ চন্দ্রশেখর এই রাজ্যের রাজা, তিনি সর্ব মূলক্ষণাক্রান্ত ও সর্ব শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। শ্রোতব্রতী সকল যেমন সাগরকে সেবা করে তদ্রূপ প্রজাগণ মহারাজের পরিচর্যা করিয়া যারপর নাই পরিতুষ্ট হইত। মহীপতির অতুল ললিত লাবণ্যবতী হিরণ্ময়ী নামী এক কন্যা ছিল। কন্যা কিশোর কাল উত্তীর্ণ হইলে যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলেন। মিত্রমরীচিকায় মুক্তামালা যেমন প্রতিকলিত হইয়া থাকে তদ্রূপ হিরণ্ময়ীর হেমাক্ষে তরলবৎ লাবণ্যরাশি প্রতিভাত হইতে লাগিল। মরীচিমালিবিভিন্ন কমলিনীর ন্যায় নব-যৌবন লাক্ষিত কোমলাক্সে অনুপম মনোহর শোভা ধারণ করিল। অলৌকিক সৌন্দর্য্য মাদুরীও দিন দিন আবিস্কৃত হইতে লাগিল। নিশিথিনি যেমন নিশানাথের দ্বারা রমণীয় হয়, সরোবর যেরূপ সরোজশোভায় শোভিত হয়, হিরণ্ময়ী দ্বারা সেইরূপ সমস্ত রাজপুরী এককালীন অলঙ্কৃত হইয়া উঠিল। ভূপাল চন্দ্রশেখর লক্ষ্মীর ন্যায় প্রাণাধিকা দুহিতাকে দর্শন করিয়া কতই মুখানুভব করিতে লাগিলেন।

বহুদিবসাবধি কোন কারণ বশতঃ ভূপালের সতিত রাজ্যস্থ এক বলী ও সম্পত্তিশালী ব্যক্তির বিরোধ থাকায়, সেই দুঃসাহসিক, রাজ্যাভিলাষী বিপক্ষের ন্যায় সতত বহুধাধিপতির অনিষ্ট চিন্তা করিত কিন্তু কিছুতেই রূতকার্য্য হইতে সক্ষম হয় নাই। বাস্তবিক শৃগাল হইয়া সিংহের অমঙ্গল চেষ্টা করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ইহা অতি অসম্ভবনীয় হইলেও সেই দুর্দাস্ত ছদ্মবেশে গুপ্তভাবে রাজবাটীর চতুর্দিকে চোরের ন্যায় প্রতিদিন কখন প্রদোব সময়ে কখন বা রজনীবোগে ভ্রমণ করিত।

যে রজনীতে রাজনন্দন বিপদগ্রস্ত হইয়া বক্ষোপরি অবস্থিতি করিতে ছিলেন, সেই দিবস প্রাতঃকালে রাজমহিষী কুমারী হিরণ্ময়ীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৎসে! অদ্য রুদ্রাচতুর্দশী তিথি, তুমি সন্ধ্যা সময়ে সখীগণ সহ বাটীর বহির্ভাগস্থ শিবালয়ে যাওয়া অশিব-

নাশক অন্নপূর্ণাপতির পূজা করিতে গমন করিও । প্রাণাধিক !
তোমার মত বয়সে রাজবালাদিগের মধ্যে মধ্যে মনোমত পতি
লাভার্থ মঙ্গলপ্রদ মহাদেবের পূজা করা সর্বতোভাবে বর্জ্য ।
কল্যাণকাঙ্ক্ষিণী জননীর প্রীতিপ্রদ পবিত্র বাক্য শ্রবণমাত্র,
নন্দিনী অমনি স্থিতাননে মাতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন ।
অনন্তর কুমারী দিবাভাগে অনশন ত্রতাবলম্বন পূর্বক সায়াংকালে
সখী সকলে সম্মিলিত হইয়া বিমল মনে সচন্দন বিজ্ঞদল ও শতদলে
শোভিত হেমময় পাত্র স্বহস্তে লইয়া গজেন্দ্রগমনে শিবালয়ে গমন
করিতে লাগিলেন । গমন সময়ে বোধ হইল যেন, শাপত্রফল হইয়া
ধরাতে উমা, উমাপতির পরিচর্য্যার্থ গমন করিতেছেন । ধর্ম্মমনা
হইয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে কেশরী যেমন সহসা আয়তলোচনা
কুরঙ্গীকে লইয়া গমন করে তদ্রূপ উল্লিখিত রাজদৌহী ছদ্মবেশী
নরপিশাচ যুগনয়ন শরচ্ছন্দ্রনিভাননা রাজনন্দিনীর কোমল ভুজবল্লী
ধারণ পূর্বক তুর্নগতি তুরঙ্গোপরি আরোহণ করাইয়া বায়ুর নায়
নিবেশ কাল মধ্যে অলক্ষিত হইল । সখীরা এই দাক্ষণ দুর্ঘটনার
সংবাদ কাদিতে কাদিতে আসিয়া রাজা ও রাজ্ঞীর নিকট বলিল ।
দম্পতী শ্রবণমাত্র দুঃখ ও শোকে একান্ত কাতর হইয়া মুখে হাহাকার
শব্দ করিতে লাগিলেন । সুশীলা হিরণ্যরী কুবর্তী শ্রবণে রাজ্যস্থ
সকলেই মহাশোকে নিমগ্ন হইল । তদুত্তরেই অসংখ্য সৈন্য সামন্ত
রাজকুমারীর উদ্দেশে ধাবিত হইল ।

এদিকে সেই নরপিশাচ নিজ মনোভিলাষ পরিপূরণার্থ কুলবালা
রাজবালাকে সঙ্কোপনে সংহত করিয়া মাকত মুখস্থ পরিশুক পলা-
শের ন্যায় রাজপুরীর অনতিদূরস্থ অরণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল ।
অনন্তর সেই অচৈতন্য হিরণ্যরী প্রতিমাকে এক কদম্বরক্ষমূলে কঠিন
যত্নবাসনে রক্ষা করিয়া তাঁহার কোমলাঙ্গ সুরাপায়ী ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান
শূন্য নরপশুর ন্যায় কঠোর কর দ্বারা-বারম্বার স্পর্শ করিতে উদ্যত,
কিন্তু কোন রূপেই রূতকার্য্য হইতে পারিতেছে না । অসদভিলাষী

মনে জানেন না, যে সতী নারীর অঙ্গ স্পর্শ করিতে দেবতাদিগেরও
 হৃৎকম্প হইয়া থাকে, সামান্য মানবের তু কথাই নাই, তথাপি সে
 পাপায়া কুমারীকে নানাবিধ যন্ত্রণা দিতে লাগিল। দুষ্কের উৎ-
 পীড়নে ও ঈশ্বরানুকম্পায় হিরণ্যময়ী সহসা সংজ্ঞা লাভ করিয়া দেখি-
 লেন নিবিড়ারণ্য, সম্মুখে দানবের ন্যায় কালাপয় এক পুরুষ দণ্ডায়-
 মান, মধ্যে মধ্যে শরীর স্পর্শ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই সকল
 দেখিয়া তিনি জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলেন এবং অমূল্যরত্ন
 সতীত্বরত্ন কিরূপে রক্ষা করিব, এই ভয় তাঁহার সরলহৃদয়ে প্রবল হইয়া
 উঠিল। হায়! এখন আমি কি করি, এই বনমধ্যে কাহারইবা শরণাগত
 ও চরণাশ্রিত হইয়া এই অকূল বিপদপারাবার হইতে উত্তীর্ণ হই। এই
 বলিয়া চীৎকার শব্দ পূর্ষক রোদন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল
 পরে নিরব হইয়া এই অদৃষ্টপূর্ষ অসম্ভবনীয় দৈবদুর্ঘটনা মনে
 আন্দোলন করত হতবুদ্ধি ও মৃতপ্রায় হইয়া রহিলেন। দুর্ভাবনা-
 রূপ দুর্নিবার দীপশিখা তাঁহার হৃদয়মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া অশেষ
 প্রকার যন্ত্রণা দিতে লাগিল। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া সতীত্ব
 মহাধন সংরক্ষণার্থ সত্যময়কে উদ্দেশ্য করিয়া কাতরবাক্যে বলিতে
 লাগিলেন, হে রূপানিধান! আমি রুতাজ্জলি ও কাতর হইয়া বিনয়
 করিতেছি, আপনি আমার অপ্রতিবিধেয় অপার বিপদবারিধিতে
 তরপিস্বরূপ হইয়া পার করুন। হে লজ্জানিবারণ! রূপাবলোকনে
 রূপদরাজনন্দিনী দ্রোপদীর ন্যায় দূরপাশে বিপদার্ণবে নিমগ্না এই
 অবলা কুলবালাকে রক্ষা করুন। হে মৃত্যু! তুমি ভিন্ন এসময়ে
 আর কেহই আমার হিতকারী হইতে পারিবে না। আমি তোমার
 পদাশ্রিত হইতেছি, শীঘ্র আমার জীবন লও, তাহা হইলেই আমি
 এই ঘোর বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাই। হে মাতঃ বহুকরে! এক-
 বার দ্বিধা হও তাহা হইলেই তোমার প্রিয়তমা তনয়া তোমাতে
 প্রবেশ করিয়া রক্ষা পায়।

• এইরূপ নানা আক্ষেপ করিয়া পরিশেষে কণিনীর কণানিসৃত

নিবাসবায়ু যেমন সমীপস্থ জীবসকলকে নিশ্বেজ করিয়া তুলে, তদ্রূপ নৃপমুতার সুদীর্ঘ নিবাসমিশ্রিত কাকুতি বাক্য সেই অপরি-
চিত্ত পাপাসক্ত পুরুষাধমকে তেজোহীন করিল ! রে হুরাশয় !
তুই কি জ্ঞানিস্ না, এই অনিত্য সংসারমধ্যে মনুষ্য জন্ম দুর্লভ
জন্ম ! চতুরনীতি লক্ষ জন্মান্তে এবং পূর্ব পূর্ব জন্মার্জিত পুঞ্জ
পুঞ্জ পুণ্যবলে জীবগণ এই ভূমণ্ডলে দুর্লভ মানবদেহ ধারণ করিয়া
থাকে ! এরূপ উৎকৃষ্ট জন্ম ধারণপূর্বক পশুবৎ রিপুবশহদ হইয়া
দুর্গতি দুস্তর সাগরে নিমগ্ন হওয়া কি তোরে উচিত ? রে মনুজাধম !
শরীরের শোভাভন সনাতন ধর্ম্মধন নিধন করিয়া অধর্ম্মকে অঙ্গে স্থান
দিস্ না । রে দুর্হৃতে ! তুই কি জন্য স্ত্রীজাতির একমাত্র অমূল্যভূষণ সতী-
ত্বভূষণ হরণ করিতে উদ্যত হইতেছিস্ ? তোরে বারম্বার বলিতেছি
যে ধর্ম্মরূপ মহাকলকে বিসর্জ্ঞন দিয়া সতীর সতীত্বনাশ রূপ মহাপাপ-
পঙ্কে নিপতিত হওয়া কখনই উচিত নয় । রে দুর্ভিসন্ধে ! ধর্ম্ম-
বিগর্হিত ক্ষণিক সুখের জন্য স্বর্গমার্গ কলুষকণ্টকে কদ্ধ করিয়া,
কেন নিরয়গামী হইতে অভিলাষী হইয়াছিস্ ? রে পাপাকাঙ্ক্ষিণ !
তোরে বিনয় করিয়া বলি ! কুলকামিনীর একমাত্র কুলগৌরবান্বিত
মহাধন সতীত্বধনকে হরণ করিস্ না । রে পাপমতে ! পতঙ্গ যেমন
দীপালোক দর্শন করিয়া আক্লাদিত মনে তাহাতে পতিত হইয়া
প্রাণত্যাগ করে, তুই তদ্রূপ স্বপ্ন কাল সুখের নিমিত্ত চির অমুখদ
কার্য্যে লিপ্ত হইয়া সুদুর্লভ মানবদেহকে ভস্মসাৎ করি না ।
হৃদ্বিদারক ও পাষণভেদী কুমারীর এই সকল বাক্য সেই নরপশুর
হৃদয়ে স্থান পাইল না ; বরং পূর্বপেক্ষা অধিকতররূপে রাজহুতাকে
ক্লেশ দিতে লাগিল । যে স্ত্রী প্রকৃত সতী কাহার সাধ্য তাহার
সতীত্বধন নষ্ট করে ? হিরণ্যী অদ্য বিপদে পতিত হইয়া সতীত্ব
রক্ষার্থ একান্তমনে সেই সত্যময়াকে আহ্বান করিতেছেন । যদি তিনি
অবলার সেই ক্রন্দন না শুনিতেন, তাহা হইলে তাঁহার বিপদভঞ্জন
নামে কলঙ্ক হইত । ভূপালরাজনন্দিনী হিরণ্যী অদ্য বিপদগ্রস্তা,

ঐ দেখ দুরন্ত নরপিশাচ তাঁহার অমূল্য সতীত্বধন হরণ করিতে উদ্যত, ঐ দেখ সতী ধূল্যবলুণ্ঠিতা মৃতপ্রায়া, তাঁহার বক্ষঃস্থল নেত্র-নীরে ভাসিয়া যাইতেছে। আহা! সতী ভাবিতেছিলেন, যুষ্টি দীননাথ তাঁহার ক্রন্দন শুলিলেন না, যুষ্টি তিনি তাঁহার বিনয়ে বধির হইলেন ; কিন্তু তাহা কেন হইবে, তিনি অবশ্যই অবলার ক্রন্দন শুনিবেন এবং সতীর সতীত্ব রক্ষার্থ নিঃসন্দেহই প্রসন্ন হইবেন।

যখন সেই পাপাত্মা অবলা রাজবালার এইরূপ উৎপীড়ন করিতেছে ; কোন রূপেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতেছে না। এমন সময়ে এক প্রবল পরাক্রান্ত বীৰ্যবান যুবাণু কয়, বে বৃক্ষ-মূলে কুমারী ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া দরশায়িনী ছিলেন ; সহসা সেই বৃক্ষোপাস্ত হইতে অবতরণ করিয়া সেই নীচাশয় জীবাধমের কেশাকর্ষণ করত রজ্জুবদ্ধ লোষ্ঠের ন্যায় ঘূর্ণায়মান করিয়া বৃক্ষগাত্রে বারম্বার আঘাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর পৃথীতলে পাতিত করিয়া পুনঃ পুনঃ পদাঘাত দ্বারা দুষ্ঠের প্রাণ বিনষ্ট করিলেন। দুষ্ঠের দমন হইল, সতীর সতীত্বধন রক্ষা পাইল। আহা! কোশলময়ের কি কোশল, কেমন শুকোশলে স্বকাৰ্য্য সাধন করিলেন।

আহা দৈবের কি বিচিত্র কার্য্য! কুমার যে বৃক্ষোপরি আরুঢ় হইয়া যামিনী যাপন করিতেছিলেন, সেই বৃক্ষ মূলেই দুষ্ঠ কুমারীকে রক্ষা করে। তিনি বৃক্ষারুঢ় হইয়া আদ্যোপাস্ত এই লোমহর্ষণ ব্যাপার দর্শন করিতে ছিলেন। অবলা রাজবালার প্রতি দুষ্ঠের রাক্ষসবৎ নিষ্ঠুরতাচরণ, নিদাক্ষণ যজ্ঞগা প্রদান প্রভৃতি হনয়বিদারক ব্যাপার সমুদয় অবলোকন করিয়া কুমার আর কোন ক্রমেই পাদ-পোপরি স্থির থাকিতে পারিলেন না। আপনাকে শত শত ধিক্কার দিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আমি কি নরাধম! রাজকূলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া স্বচক্ষে এই ঘোর পাপ কার্য্য দর্শন করিতেছি! হায় আমি কি মমতা হীন! এই বলিয়া তদগোই বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ

হইলেন। যিনি বিরহবেদনায় হীনবীৰ্য্য, ক্রোধে তখন তিনি কেশ-
রীর ন্যায় পরাক্রমশালী হইয়া দুৰ্ম্মতির কেশাকর্ষণ করত অনায়াসে
তাঁহাকে সমন সদনে প্রেরণ করিলেন। অবলা কুলবালার মহাধন
সতীত্বধন রক্ষা করিয়া কুমার অদ্য অনুপম চিত্তপ্রসাদ লাভ
করিলেন। স্বপ্ন দর্শনাবধি কুমারের বিমলচিত্ত বিশুদ্ধ ছিল,
অদ্য কুমারী হিরণ্যরীর জীবন রক্ষা করায়, সেই বিশুদ্ধ চিত্তক্ষেত্র
বিমলানন্দবারিতে সিক্ত হইল। একটি অবলা নারীর দুর্লভ
সতীত্বধন রক্ষা করিয়াছি, না জানি আমার নলিনী গুনিয়া
কতই আনন্দিত হইবেন ও আমাকে কত ভাল বাসিবেন,
এই চিন্তা তাঁহার আনন্দ লহরীকে দ্বিগুণিত করিতে
লাগিল।

অনন্তর রাজনন্দন বিজয়কিশোর কুমারীর পরিচয় জিজ্ঞাসা
করিলে ধূল্যবলুণ্ঠিতা কাতরা রাজা যজ্ঞা লজ্জিত হইয়া সজলনয়নে
ও কাতর বচনে কহিল, প্রাণপ্রদ! আমি এই রাজ্যেশ্বরের একমাত্র
দুহিতা, আমার নাম হিরণ্যরী। মাতার আদেশানুসারে আমি অদ্য
সায়ংকালে সখীসহ শিবপূজার্থ শিবালয়ে যাইতে ছিলাম, এমন
সময়ে ঐ দুর্ভাগ্য আমাকে বলপূর্ব্বক ধৃত করিয়া এই স্থানে আনয়ন
করত অশেষ প্রকার যন্ত্রণা দিতে লাগিল। হে বিপদোদ্ধারক!
ও ব্যক্তি কে, কোথায়ইবা উহার নিবাস, আমি ইহার বিন্দুবিসর্গও
জানি না। হে অবলাকুলরক্ষক! যদি আপনি আমার কুলমান
জীবন রক্ষা করিলেন; এক্ষণে অবলার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক
গৃহে রাখিয়া আসিলে যারপরনাই উপকৃত হই। আমার জনক
অননীর আমি ভিন্ন আর কেহই নাই। তাঁহারা হয়ত এতক্ষণ
আমার অদর্শনে জীবন ত্যাগ করিয়া থাকিবেন; অতএব হে মহোপ-
কারিণ! যদি আপনি আমার জীবন প্রদান করিলেন; এক্ষণে
আমাকে গৃহে লইয়া যাইয়া আমার জন্য শোকাতুর মাতা পিতার
প্রাণ প্রদান করুন।

রাজনন্দিনীর বিনয়পূর্ণ বাক্যাবসানে কুমার কাতরা রাজবালাকে
সম্বোধন করিয়া বলিলেন, রাজায্যজে ! তজ্জন্য তুমি কাতরা হইও
না। আমি এই দণ্ডেই তোমার বাক্য প্রতিপালন এবং রাজ-
সম্বন্ধানে লইয়া গমন করিতেছি। রাজবালে! তুমি যখন আমার
শরণাপন্ন হইয়াছ, তখন কোন চিন্তা ও ভয় নাই। আমার প্রাণ
দিয়াও তোমার প্রাণ রক্ষা করিব। হে বিপদাপম্বে! এই রজনীতেই
যদি একান্ত ঘাইতে অভিলাষিণী হইয়া থাক, তবে আর বিলম্বে
প্রয়োজন নাই, চল রাজভবনাভিমুখে গমন করি। এই বলিয়া
উভয়ে গাত্রোখানপূর্ব্বক মৃদুমন্দ গমনে ঘাইতে লাগিলেন। তখন
ষোড়ায়ামিনীর ত্রিষাম অতীত। তরুন্দ হইতে তুষারবিন্দু
নিপতিত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে শীতল সমীরণে শাখিশাখা সকল
প্রকম্পিত হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন রাজনন্দিনীর ছুঁথে ছুঁখিত
হইয়াই, তাহারা প্রকৃতিসত্তীর নিকট প্রাতঃ সমাগম প্রার্থনা করি-
তেছে। হিংস্র স্থাপদ সকল প্রাণিগণের প্রাণনাশ করিয়া স্ব স্ব
স্থানে সমাগত, এমন সময় নৃপতিস্থত নিঃশঙ্কচিত্তে কুমারীকে
লইয়া গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাজবাটীর সমীপে সমুপ-
স্থিত হইলে, অকণদেব যেন সমস্ত রজনী রাজবালার শোকে ক্রন্দন
করিয়া রক্তলোচনে পূর্বাচল হইতে কুমারীকে অবলোকন করিতে
লাগিলেন। ক্রমে জগৎ আলোকময় হওয়ায় বোধ হইল যেন
জগজ্জননী প্রিয়তমা তনয়াকে দর্শন করিয়া হাসিতেছেন। অবনি
পতিস্থতা প্রাণদাতার সহিত অন্তঃপুরে শোকাগ্নি নৃপদম্পতীর নিকট
উপস্থিত হইয়া জনকজননী বলিয়া বারম্বার আস্থান করিতে লাগি-
লেন। কন্যার কোকিলকণ্ঠ নিঃসৃত স্বর তাঁহাদের শ্রবণে প্রবিষ্ট
হইবামাত্র চক্ষুকম্বলিনপূর্ব্বক দর্শন করিলেন, কন্যা ক্রতাবলিপুটে
দণ্ডায়মান। এবং তাঁহার পার্শ্বভাগে এক নবীন সুন্দর পুরুষ, আহা!
তখন যে তাঁহাদিগের কি সুখের সময় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা
কে বলিতে পারে। চাতক চাতকী যেমন নবীন নীরদ দর্শনে, চকোর

চকোরী সেরূপ চন্দ্রাবলোকনে আনন্দিত হয়, রাজা ও রাজমহিষী তনয়ার বিমল মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করিয়া তদপেক্ষা অধিকতর হৃষ্ট-
চিত্ত হইলেন। এমন কি তাঁহাদের মৃতদেহে যেন জীবন সংযো-
জিত হইল।

তিরুগুণী জনকজননীৰ নিকট রজনীর সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ
করিলে তাঁহারা বিস্ময়ান্বিত হইয়া ক্ষণকাল অন্তরে কুমারীর অভূত-
পূৰ্ব্ব দুর্ঘটনা মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। পরে
প্রাণাধিক হৃদয়মণিকে অঙ্কে বসাইয়া পুনঃ পুনঃ মুখচুশন ও মন্তক
স্পর্শপূৰ্ব্বক অপার প্রীতি লাভ করিলেন। নয়নে আনন্দবারি
প্রবাহিত হইয়া কুমারীর কোমল অঙ্গকে অভিষিক্ত করিয়া তুলিল ;
কুমারীর প্রত্যাগমনবাক্ত্য শ্রবণে রাজ্যস্থ সমস্ত লোকই আনন্দ-
সাগরে নিমগ্ন, অনন্তর মহীপতি চন্দ্রশেখর কন্যার জীবনদাতা
নবীন পুরুষের আজ্ঞানুসৃত বাহুযুগল, অত্যন্ত স্বক্লেশ, রেখাত্র-
য়াক্ষিত প্রীবাদেশ, অতি বিশাল বক্ষঃস্থল, আকর্ষণেত্র, স্বর্ণবিন্দিত
বর্ণ, নাতি দীর্ঘ নাতি হৃদয়, সর্ষসুলক্ষণাক্রান্ত আকৃতি দর্শন করিয়া
অজ্ঞাত নামধেয় অদৃষ্টপূৰ্ব্ব সেই তরুণ পুরুষবরের রূপলাবণের
একান্ত পক্ষপাতী হইয়া অনিমেব নয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে
লাগিলেন। কিকিৎকাল পরে নৃপতি নবীন যুবাকে সম্ভেষ্ট সম্ভাষণ
পূরঃসর বলিতে লাগিলেন, “কুমারীর প্রাণরক্ষক! আপনি কে?
কোণায় হইতেই বা সমাগত? আপনাকে দর্শন করিয়া সামান্য
মানব বলিয়া বোধ হয় না। আপনি যে, কোন মহাবংশে অলঙ্কৃত
করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাহা যদি না হইবে, অঙ্গ
রাজচক্রবর্তীর চিত্র সকল প্রকাশ পাইবে কেন? হে পুরুষবর! নিজ
পরিচয় প্রদানে আমাকে সুখী করুন”।

ভূপতির বাক্যাবসানে কুমার সরল হৃদয়ে আদ্যোপান্ত সমস্ত
বিষয় মহীপালের নিকট ব্যক্ত করিলেন। তখন রাজা সানন্দচিত্তে
বিজয়কিশোরকে সম্মানের সহিত বিশুদ্ধ রত্নসিংহাসনে বসাইয়া

আত্মাকে কৃতার্থজ্ঞান করত অতি বিনীতবাক্যে বলিলেন, রাজনন্দন ! আপনি যে জীবনাধিক কন্যারত্ব প্রত্যাৰ্পণরূপ উপকার স্বৰ্গজালে আমায় জড়িত করিলেন, এ জাল হইতে কখনই মুক্ত হইতে পারিব না । তবে আমার একান্ত বাসনা যে উদ্ধৃত কন্যাকে আপনার করে সমৰ্পণ করিয়া জীবন সার্থক করি ।

কুমার রাজার বাক্যে কিছুকাল নিরব থাকিয়া পরে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূৰ্ব্বক রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, রাজন ! আপনি 'যাহা অনুজ্ঞা করিলেন তাহা আমার পক্ষে এখন যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না । আমি একের প্রাণদাতা হইয়া পিতা, মাতা, রাজা-ধন পরিত্যাগপূৰ্ব্বক তছুদ্দেশে পর্য্যটন করিতেছি এবং পশ্চিমদ্যে প্রাণসম বন্ধুকে হারা ইয়াছি । ভূপতে ! আরও বিবেচনা করুন, আপনার তনয়ার আমি এক রূপ জীবন রক্ষা করিয়াছি' বলিলেও বলা যাইতে পারে । প্রাণদাতার পরিণেতা হওয়া কতদূর সম্ভবপর তাহা আপনিই বিবেচনা করুন । তবে এইমাত্র আপনার নিকট অঙ্গীকার করিতে পারি, যে আমি হইতেও রূপবান্ ও গুণবান্ বৃদ্ধিমান্ এবং বীৰ্য্যবান্ পুরুষশ্রেষ্ঠ প্রাণপ্রতিম আমার হাত বন্ধুরত্বকে যদি কখন প্রাপ্ত হই এবং আপনার কন্যার যদি পূৰ্ব্বজন্মের স্মৃতি থাকে তাহা হইলে তাঁহাকে এখানে আনিয়ন করিয়া উদ্ধৃত ভবদীপ সাঙ্গী কন্যাকে তাঁহার করে সমৰ্পণ করিব । মহারাজও যোগ্যপাত্রে কন্যা বিনাস্ত করিয়া জহ্মসার্থক বোধ করিবেন । নরেশ ! তাঁহার ন্যায় মনুজ জগতে অতি বিরল । কন্যার যদি শিবপূজার বল থাকে তাহা হইলেই সেই পুরুষরত্ন গলে বরমালাদানে সক্ষম হইবেন । রাজা কুমারের বাক্যে পরম পুলকিত হইয়া, "রাজনন্দন ! অচিরে তোমার মন্য-ভীষ্ট পূর্ণ হইবে" এই বলিয়া বারম্বার আশীৰ্বাদ করিতে লাগিলেন ।

কুমার ভূপালের নিকট হইতে বিদায় হইয়া মালবদেশাভিমুখে গমন করিলেন । দুৰ্গম পশ্চিমদ্যে নানাবিধ কষ্টভোগানন্তর কিছুদিনের পর মালবদেশে উপস্থিত হইয়া নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া বেড়ান ।

এক দিন দিবাভাগে ভ্রমণ করিতে করিতে যে শিবালয়ে বিজয়বিয়েগী মস্তিষ্কপ্রিয়তর অবিরল শোকাশ্রুপাত করিয়া শরীরক্ষয় করিতে ছিলেন। সহসা রাজনন্দন তথায় উপস্থিত হইয়া অন্তরস্থ প্রাণাধিক প্রিয়তরের বিচ্ছেদ ও হৃদয়বিলাসিনী নলিনীর বিরহ, অনিবার্য এই উভয় রোগোপশম জন্য উমাপতিকে সাহায্যে প্রণিপাতপূর্বক পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের সহিত শুভ সম্মিলন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে নবীন সম্মাসী চর্চাৎ প্রাণসম প্রিয়তম বন্ধুকে শিবালয়ে সমাগত দর্শন করিয়া অন্তরে যে কিরূপ আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন তাহা তিনি ভিন্ন কে বলিতে পারে। বিজয়কিশোরকে দর্শন করিয়া তাঁহার তাপিতচিত্ত শীতল এবং বিষয়বদন প্রসন্ন হইল। তৃষ্ণায় শুককণ্ঠব্যক্তি সম্মুখে সরোবর অবলোকন করিলে যেরূপ আক্লাদিত হয়; প্রতপ্ত তপনতাপে তাপিত হইয়া সুবিমল স্নিদ্ধ সমীরণ সেবন করিলে শরীরসম্ভাপ দূরীকৃত হইয়া যেরূপ প্রমোদ লাভ হয়, প্রিয়তরও সেইরূপ বহুদিন বিচ্ছিন্ন প্রিয়বন্ধুর শরচ্চন্দ্রানন দর্শনে যারপরনাই আনন্দিত হইলেন। নিদাক্ষণ বিরহানল নির্মাপিত হইয়া তখন তাঁহার অন্তরে সম্ভোষসহ সুশীতল সুখসলিল প্রবাহিত হইতে লাগিল। নয়নযুগল হইতে শোকাশ্রু তিরোহিত হইয়া আনন্দবারি বিগলিত হইতে লাগিল। আক্লাদোদ্যত যোগীবেশধারী প্রিয়তর আর অভিনাসনে থাকিতে পারিলেন না। অমনি গাত্রোত্থানপূর্বক কুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন করত সহাস্যবদনে “রাজকুমার রাজকুমার” বলিয়া প্রেমসম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। হে নলিনীর প্রেমাত্মিলাবিগ্ন রাজনন্দন! আমাকে কি চিনিতে পারিতেছেন না? কুমার! আমি যে আপনার চিরানুগত প্রিয়তর, আপনার অদর্শনজনিত বিষম শোকনাহে অস্থির হইয়া সম্মাসীর বেশ ধারণ করত নানা স্থানে আপনার অন্বেষণ করিয়াছি; অবশেষে মালবদেশে আসিয়া আশুতোষের মন্দিরে অবস্থিতি করিতেছি। এক্ষণে নিবেদন এই আপনি

যাহার জন্য রাজ্যস্বর্গে জলাঞ্জলি দিয়া দীন হীন নরের মত ও উষ্মতার ন্যায় পর্য্যটন করিতেছেন। তিনিও তবাবুরাগিনী হইয়া অনশন ত্রাবলম্বনপূর্ব্বক প্রমোদোপবনে ধরাসনে ছা বিজয় ! ছা বিজয় ! বলিয়া অবিশ্রান্ত ক্রন্দন করিতেছেন। এমন কি ত্বদীয় বিরহে বিনোদিনীর বিমলাঙ্গ বহুলপক্ষীয় বিধুকলার ন্যায় দিন দিন ক্ষীণ ও শোভাহীন। তবে যে এখনও জীবিত আছেন, সে কেবল নিরন্তর তব নামাযুত পান ও ধ্যান জন্য। সম্প্রতি তাঁহার সম্বাদ পাইয়াছি, তিনি এখন এই শিবালয়ের অদূরবস্তী উদ্যানে অবস্থিতি করিতেছেন, কুমার ! শুভ ঘটনার আর বিলম্ব নাই।

জগদ্রাজ্য ব্যক্তি চক্ষু প্রাপ্ত হইলে, ফণী মণি লাভ করিলে এবং দীন হীন জন হস্তে রত্ন প্রাপ্ত হইলে যেমন অসীম আনন্দিত হয়, তদ্রূপ রাজনন্দন বিজয়কিশোর, বহুদিবসের পর হস্তবান্ধবধন দর্শনে পরমাত্মাদিত হইলেন। তাঁহার শরীরস্থ বন্ধুবিচ্ছেদ জনিত ব্যাধির প্রিয়তম প্রাপ্তিরূপ ঔষধে উপশম হইল। তখন তিনি অপেক্ষাকৃত ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক বন্ধুকে বলিলেন, সাথে ! এ হতভাগার জন্য তোমাকে যে কত কষ্ট ও কত যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইতেছে তাহা বলিতে পারি না। এমন কি আমার জন্য সম্বাদী হইয়া স্বর্ণ দেহে ভগ্ন প্রলেপন, অজিনবাস পরিধান, অনাহারে কালযাপন করিয়াছ। প্রাণাধিক ! ইহা অপেক্ষা অধিক কষ্ট আর কি আছে ? অভিন্নহৃদয় ! অদ্য হইতে তুমি জীবলোকে এক প্রধান দৃষ্টান্তস্থল হইলে। অদ্য হইতেই মানবগণ মহীয়শ্বে তোমার নামোজ্জ্বেল করিয়া যথার্থ সেহুদা ও সাধুতার পরিচয় দিবে। তুমিই ধন্য, তুমিই প্রকৃত বন্ধু, যেহেতু চিরকালের জন্য জগৎশৃঙ্গে বিশুদ্ধ বন্ধুত্বরূপ কীৰ্ত্তিস্তম্ভ সংস্থাপিত করিয়া জনসমাজে প্রশংসার ভাজন হইলে। নিশ্চয় তুমি অন্তিমে ধর্ম্মরূপ মহা মহীকন্ডের মোক্ষরূপ অমৃত ফলাস্বাদন করিবে। হে হিতাহেবিন্ প্রিয়বন্ধো ! তোমার অনন্ত গুণ-মালা আমার অন্তঃকরণে চিরকালের জন্য জপমালা হইল।

এইরূপ কথোপকথনের পর উভয় বন্ধুতে একাসনে সমাসীন হইয়া বিরহাস্তুর পশ্চিমধ্যে বাঁহার যে যে দুর্ঘটনা হইয়াছিল, উভয়ে সেই সকল বিস্তারিতরূপে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। উভয়ে উভয়ের কথায় বিস্ময়াবিত ও কেঁতুহলাক্রান্ত। তদনন্তর প্রিয়ত্রেত বিজয় সমীপে নলিনী সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিলেন। পরে প্রিয়ত্রেত নবাগত রাজসুত সহ নবযুবতী সখীদ্বয়ের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন সরলা ও চপলা প্রিয়ত্রেতের পানার্থ করকমলে পয়ঃপূর্ণ পবিত্র কাঞ্চন পাত্র লইয়া মৃদুগমনে আসিতেছেন। দেখিয়া বোধ হইল যেন ভগবতী নবযোগীকে মহাযোগী বিবেচনা করিয়া ধরণীতলে জয়া বিজয়া সহচরীদ্বয়কে প্রেরণ করিয়াছেন। ক্রমে তাহারা তারাপতির মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিঞ্চিৎ পরেই সরলার সরোজেন্দ্রে কুমারের প্রতি পতিত হওয়ায় আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া সে চপলাকে কহিল, চপলে! অদ্য আবার একি অপরূপ রূপ নিরীক্ষণ করি, রজতগিরি যে অদ্য হেমগিরিসহ মিলিত! সমুজ্জ্বল হীরকখণ্ডে প্রাপ্ত কাঞ্চনখণ্ড শোভিত! সখি! নবীন সন্ন্যাসীসহ সম্মিলিত ঐ যে কুমার তুল্য নবকুমারকে দর্শন করিতেছ, আমার বোধ হইতেছে উনিই বৃষ্টি রাজবালার বিষম বিরহব্যাধির মহৌষধ স্বরূপ হইবেন। তাহা না হইলে উহাকে দর্শনমাত্র আমার বামনয়ন ও বামাঙ্গ স্পন্দিত হইবে কেন? সহসা অন্তরের দুঃখশ্রোত দূরীকৃত হইয়া সুখশ্রোত বাহিত হইবে কেন? প্রিয়সখি! এতদিনের পর বৃষ্টি বিধাতা সন্ধ্যা হইয়া রাজনন্দিনী নলিনীর বিবাহরূপ নলিনী প্রস্তুটিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। সরলার ঐ কথা শ্রবণমাত্র চপলা অমনি বলিল, সহচরি! ঐ নবীন নাগরকে দর্শন করিয়া আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে রাজবালার পরিশুদ্ধ প্রণয়তরু অতি শীঘ্র পল্লবিত হইবে। অতএব সখি! আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে, চল সন্ন্যাসীর সমীপে বাইয়া নবাগত নবকুমারের পরিচয় জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলেই

সমস্ত জানিতে পারিব। এই বলিয়া উভয়ে উদাসীনের নিকট উপস্থিত হইল।

অনন্তর চপলা যোগীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল।
বিয়োগিন্! আপনার অজিনাসনে আসীন অভিনবগত অনন্তত্বা-
রূপবান্ দ্বিতীয় নবীনযুবা পুরুষ কে? আপনার সঙ্গেইবা ইহাঁর কিরূপ
সম্বন্ধ? কি জনাইবা উনি এস্থানে সমাগত? এই সকল বিষয় অনু-
গ্রহপূর্ব্বক প্রকাশ করিলে আমাদের অস্থির চিত্ত শান্ত হইত।

চপলার কথা শ্রবণ করিয়া প্রিয়তম হাস্যমনে বলিতে লাগি-
লেন “শোভনে! আমি যাঁহার বিরহে এতাবৎকাল যাপন করিতে-
ছিলাম, অন্য সেই পরম বান্ধবের শুভাগমন হইয়াছে।” এই মহো-
দয়ই ত্র্যম্বকেশ্বরীমহাশয় মহারাজ কেশরীদীপ্যের তনয় ইহাঁরই নাম
বিজয়কিশোর, ইনিই সকল স্থানের অধিকারী ইহঁয়াও একমাত্র
স্থাপাবলোকিত: মালবদেশরাজদুহিতার প্রণয়ের ভিখারী, এমন কি
তাঁহার জন্য আহার নিদ্রা শয়ন প্রভৃতি বিসর্জন দিয়াছেন। মুখে
কেবল “নলিনী নলিনী” এই বাক্য বারম্বার উচ্চারণ ভিন্ন আর অন্য
কথা নাই। ভাল, তোমরাও রাজকুমারের সকল বিষয় বিদিত হইলে?
এক্ষণে শারদীয় মেঘমালাব উৎসঙ্গস্থিতা বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় কুমার
সহ কুমারীকে মিলিত করিয়া এই রাজধানীকে অমরাবতীর ন্যায়
সমুজ্জ্বল কর। রতি সহ রতিপতির ন্যায় বিজয়নলিনীকে দর্শন
করিয়া জীবন সফল ও নয়নের তৃপ্তিসাধন কর। বিশেষতঃ রাজ-
নন্দিনীও বিয়োগাতুরা? অতএব হে সুন্দরীগণ! বিষম বিরহবিধূদয়ে
সুদুঃখিতা নিম্নলিখিতা নলিনীকে বিজয়সম্মিলনরূপ অকণোদয়ে আন-
ন্দিত ও বিকসিত কর। বসন্ত মুখাবলোকিতা চ্যুতলতিকার ন্যায়
বিজয়ের বিমল বিধুবদন প্রদর্শন করাইয়া বিয়োগিনী রাজনন্দিনীকে
শোভিত কর। হে যুগনয়নে! অধিক আর তোমাদিগকে কি বলিব,
যাহাতে উভয়ের বিরহবেদনা নিবারণ ও শুভ সংঘটন সম্ভব হয়
শ্রদ্ধাযুক্ত হও?

সরলা ও চপলা প্রাণাধিকা নলিনীহৃদয় হৃদয় বিজয়কিশোরকে অবলোকন করিয়া সানন্দে মুখসিদ্ধিতে সম্ভরণ করিতে লাগিল। তাহাতে আবার হর্দয়গমিত তরঙ্গমালা ও সুআশাশ্রোত একত্রিত হইয়া সখীদ্বয়ের হৃদয়স্থ রাজনন্দিনীর অমঙ্গল চিন্তারূপ উচ্চতীরভূমি এককালীন ভগ্ন করিল। চপলা হৃদয়চিন্তে সরলাকে বলিল, সরলে ! এতদিনের পর বিজয় বৃষ্টি বিরহিণী নলিনীর হৃদয়স্থ বিচ্ছেদানলে অবিচ্ছেদ অশ্রু প্রদান করিতে আসিয়াছেন। সহচরি ! আর এখানে থাকায় আবশ্যক নাই শীঘ্র চল। বিবম বিরহবিকার রোগাক্রান্তা কুমারীকে এইবার যাইয়া বিজয় আগমনরূপ বিজয়ভৈরব নামক অমোঘ বটিকা সেবন করাইয়া শুষ্ট করা যাউক। এইবার নিশ্চয় রোগের অবশিষ্টাংশ দূরীকৃত হইবে, এই বলিয়া উভয়ে রোগনাশক বিজয় আগমনরূপ মহোৎসব লইয়া হাসিতে হাসিতে দ্রুতগতি বিজয়চিন্তায় অনিদ্ৰিতা রাজহুতার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।

সরলা ও চপলা যখন কুমারী সমীপে উপস্থিত হইল, তখন তাহাদের অঙ্গ আনন্দে পুলকিত। চাকচাক্যানে হাস্যকৌমুদী প্রকাশমান। অনন্তরে অনন্তানন্দ শ্রোত বাহিত হইয়া মধ্যে মধ্যে কোমলাঙ্গীদের অঙ্গে কম্পিত করিয়া তুলিতেছে। তখন তাহারা কুন্দকোরক বিনিমিত দর্শনশ্রেণী বিকাশ করিয়া রহস্যমিশ্রিত বাক্য-লাপপূর্বক অশেষ আনন্দানুভব করিতেছিল। অনন্তর সরলা চপলাকে কহিল, সখি চপলে ! এমন আশ্চর্য্য কি কখন দর্শন করিয়াছ যে দিনমণি উদিত হইলে পাদিনী মুকুলিতা থাকে ? কুন্দবান্ধবোদয়ে কি কখন কুন্দুদিনী মলিনা ও ত্রিহীনা হইয়া থাকে ? সুচতুরা নলিনী সখীদ্বয়ের ভাব ভঙ্গিতে বৃষ্টিতে পারিয়াছিলেন, অবশ্যই তাঁহার সম্বন্ধীয় কোন না কোন সুমঙ্গল সূচনা হইয়া থাকিবে, তাহাতে আবার তাহাদের উপহাসমিশ্রিত বাক্যের যথার্থ ভাব বৃষ্টিতে পারিয়া তাঁহার সেই অনুভব দৃঢ়ীভূত হইল। বাস্তবিক মাস্তুলিক বিষয়ের

মূলকণ অনেকাংশে বাক্য দ্বারা অনুভূত হইয়া থাকে এবং নিরাশ চিত্তক্ষেত্রে সহসা আশারও সঞ্চার হয় ।

মনোহাদিনী নলিনী যেন তাহাদের বাক্যে আহ্বাসিত হইয়াই বলিলেন, সহচরীগণ ! অদ্য কেন তোমাদিগকে একুণ আনন্দিত দর্শন করি। কই, আর একদিনও ত একুণ ভাব অবলোকন করি নাই ? অদ্য কেন অভিনব ভাবরসের আবির্ভাব হইল ? তোমাদের ভাবভঙ্গি ও সহস্যানন দর্শন করিয়া আমার বোধ হইতেছে, এতদিনের পর বুঝি এ অভাগিনী বিরহিণী নলিনীর বিরহবিকার শাস্তি ও নিরানন্দচিত্ত প্রসন্ন যুক্তি হইবে। দূরদৃষ্ট দূরীকৃত হইয়া সৌভাগ্য-সূর্যের উদয় হইবে, অন্যথা কেন তোমাদের কথায় ও তোমাদের আকৃতি প্রকৃতি দর্শন করিয়া অকস্মাৎ আমার অপ্ৰকৃতিস্থ চিত্ত প্রকৃতিস্থ হইল। বিধাতা কি এতদিনের পর আমার প্রতি সদয় হইবেন ? সুচাকহাসিনি ! আর মনোভিলাষ প্রকাশ করিতে বিলম্ব করিও না, ত্বরায় ব্যক্ত কর ?

চপলা তখন হাসিতে হাসিতে কহিল, রাজনন্দিনি ! এমন কিছুই নহে, আমরা উভয় সখীতে মনে মনে একটি কল্পনা করিয়াছি। আপনার এই উদ্যানে হেমলতা জড়িত হেমতক রোপণ করিয়া প্রাণপণে তাহার মূলদেশে যত্নরূপ আলবাল বাঁধিব এবং তাহাতে স্বকপোল কল্পিত আদিরস পূর্ণ বাক্যবারি সেচন করিয়া পরিবর্দ্ধিত করিব। অদৃষ্ট ক্রমে যদি তাহাতে আশ্রয় বৃক্ষপূর্ণ পবিত্র প্রণয় প্রসূন প্রস্ফুটিত হয়, উভয়ে দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক জ্ঞান করিব। চন্দ্রাননে ! সেই জন্যই অদ্য অসীম আনন্দে নিমগ্না। ইহা ব্যতীত আমাদের অন্য অভিসন্ধি নাই।

নলিনী সখীদের অসাময়িক রহস্যে ঈর্ষ্য কুপিতা হইয়া কহিলেন, বৃথা বাক্যব্যয় কেন কর ? এ রহস্যের সময় নয়। একে বিচ্ছেদ জ্বালা, তাহার উপর তোমাদের জ্বালা, আমি অবলা হইয়া কত সহ্য করিব। তোমাদের অন্ত পাওয়া ভার। তোমরা যে বাকপটু এবং

সুরসিকা তাহা আমি বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছি, এক্ষণে বৃথা কথা ও রহস্য পরিত্যাগ করিয়া সরলভাবে মনোগত ভাব প্রকাশ কর ।

সরলা ও চপলা সহসা রাজনন্দিনীকে কুপিতভাবাপন্ন দর্শন করিয়া লজ্জিত হইল এবং বিনম্রবদনে কহিল, কুমারি ! দাসীদের উপর বিরক্ত হইবেন না, সম্প্রতি সুসম্বাদ প্রবণ ককন ? চাক্ষুণীলে ! অদ্য শিবপূজাচ্ছলে শিবালয়ে গমন করিয়া দর্শন করিলাম, আপনার হৃদয়হারি বিজয়কিশোর এখানে উপস্থিত হইয়া বক্সসহ শিবালয়ে বিরাজ করিতেছেন । লাবণ ময়ি ! তাঁহার রূপের কথা কি কহিব, অনন্ত ও শতমুখে বলিয়া শেষ করিতে পারেন না । বরবর্গিনি ! কেনই না হইবে, যে যেমন তাহার ভাগ্যে তেমনই ঘটয়া থাকে । যাহা হউক বিজয়কিশোর আপনার তুল্য নায়কই বটে । নলিনী বিজয়ভানু-তেই শোভা পায় । বিধুমুখি ! আপনি যখন নিজ সৌন্দর্য্যাদিগুণ দ্বারা অতি গভীর স্বভাব বিজয়কিশোরের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছেন তখন এই অবনিতলে আপনার তুল্য ধন্য আর কেই নাই । জলনিধিকে আন্দোলিত করা অপেক্ষা চন্দ্রচন্দ্রিকার অধিক প্রশংসা আর কি আছে । এক্ষণে বরাননে ! আমাদের এই প্রার্থনা যেমন শশি-সহ নিশা-এবং নিশাসহ শশী শোভিত হয় তদ্রূপ বিধাতা কুমারসহ আপনাকে এবং আপনার সহিত কুমারকে সতত শোভিত ককন । সুমুখি ! আমাদের জ্ঞান হয় আপনি অবনিমণ্ডলে কুমারের তপস্যারূপ আশ্রয় কপ্তক্ষ তুল্য হইয়া জঘ ধারণ করিয়াছেন । আপনার মনোহর করাগ্রবস্ত্রী নথরেখা তাহার অঙ্কুর, সুবক্সিম জঘগু তাহার দ্বিপত্র, আপনার রমণীয় অধর তাহার পত্রাঙ্কুর, করযুগল তাহার পল্লব, আপনার জঘ হান্য তাহার মুকুল, হুকুমার অক্ষ তাহার কুমুম এবং আপনার কমলকূটাল বিনিম্বিত কুচদ্বয় তাহার ফল স্বরূপ হইয়াছে ।

সখীদের বিমল বিধুমুখ বিনির্গত অমৃতময় বিজয়আগমন সুস-

স্বাদ শ্রবণ করিয়া কুমারীর বিরহবিকার এককালীন শাস্ত হইয়া আসিল। তখন তাঁহার কোমলাঙ্গে নির্মল গৌরবাস্তিহটা ও সুন্দর মুখমণ্ডলে সুসুন্দর হাস্য প্রকটিত হইল। নীলাঞ্জলিভ নয়ন যুগল অভিনব শ্রীধারণ করিল। অপাঙ্গে আরক্ত ছটা ক্ষুদ্রি পাওয়ায় বোধ হইল যেন অন্তরস্থ বিরহানল নয়নকোণ হইতে বাহির হইয়া পলাইতেছে। দিবাকরোদয়ে কমলিনী যেমন বিকসিত হয়, বিজয়আগমন শ্রবণে তক্রূপ শ্রীহীন মলিনা নলিনী প্রফুল্লিতা ও শোভাশালিনী হইলেন। সুখসরোবরে যেন হেমনলিনী ভাসিতে লাগিলেন। অনন্তর কুমারী ধরাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, সুখদুঃখভাগিনী সঙ্গিনীগণ! অদ্য তোমরা আমাকে যে সুস্বাদ শ্রবণ করাইয়া সুস্থ করিলে, সখীগণ! বলদেখি, কি ধন প্রদানে ইহার প্রতিশোধ ও আমার ক্ষোভ নিবৃত্ত হয়। 'আমার বোধ হয় পূর্বে জন্মে তোমরা আমার প্রাণাধিকা সহোদরা ছিলে, কোন না কোন কারণ বশতঃ এই জন্মে বয়স্যা ভাবে ছলনা করিতে আসিয়াছ। এক্ষণে বিধাতার নিকট কার্যমনোবাঞ্ছা এই প্রার্থনা করি, যেন জন্মজন্মান্তরে তোমাদের মত হিতৈষিণী সহচরী প্রাপ্ত হই। সখি! এক্ষণে যাহাতে সেই জনননাথকে একবার দেখাইতে পার, তদ্বিবয়ে যত্নবতী হও, আমার মন আর ধৈর্য্য মানে না।

সে দিন কুমারী সখীদ্বয় সহ কুমার সঙ্গদ্বীয় নানা কথা প্রসঙ্গে অতিবাহিত করিলেন। শ্রির হইল পরদিন অপরাহ্নে শিবমন্দিরে যাইয়া প্রাণবল্লভকে দর্শন করিয়া জন্ম সার্থক করিবেন। অদ্য সেই সুখের দিন সুপ্রভাত হইল। অদ্য বিজয় সহ নলিনীর নয়নে নয়নে মিলন, মনে মনে অনেক দিন পৃথ্বেই মিলিয়াছিল। অদ্য কুমারীর দিন আর যায় না, অপরাহ্ন আর আইসে না, সুখের সময় আসিয়াও আইসে না, প্রতিদুহৃত যুগসহস্র বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কখন কখন বা উর্দ্ধে দৃষ্টি করিতেছেন, ইচ্ছা হইতেছে হস্ত দিয়া স্বর্ষ্যদেবকে সরাইয়া দেন, স্বর্ষ্য নাকি নলিনীপ্রণয়ী, অস্পক্ষণ পরেই নাকি সেই

নলিনী হস্তছাড়া হইবে, পরক্ষণেই আবার বিজয়হস্তগত হইবে, এই ভাবিয়াই যেন যাইয়াও যাইতেছেন না, ইচ্ছা করিয়া বিলম্ব করিতেছেন এবং প্রথর করকটক দ্বারা বিজয় সম্বিধান গমনপথ বন্ধ করিয়া রাখিলেন। বাস্তবিক স্বর্ণপদ্ম প্রাপ্ত হইলে সামান্য পাখের লালসা কে করে? কুমারী সততই চঞ্চল, কখন গৃহে, কখন বাহিরে, বস্তুতঃ বহুদিন ব্যাপি বিচ্ছেদের পর শুভ মিলনদিনে প্রণয়ী ও প্রণয়িণীর উভয়-কেই ইতস্ততঃ করিতে হয়।

ক্রমে দিবাবসান হইয়া আসিল, বিজয় দর্শনার্থ নিরূপিত সময় উপস্থিত হইল। কুমারী, সখী সরলা ও চপলা সহ মিলিত হইয়া উদ্যান হইতে বহিস্কৃত হইলেন। বিজয় সমীপে যাইবেন বলিয়া বিশেষরূপ বেশভূষা কিছুই করিলেন না, অথবা জ্যোত্স্নাময়ী রজনীর অঙ্গে কি সামান্য খদ্যোতভূষণ শোভা পাইয়া থাকে? যে নায়িকা নানা বেশ ভূষায় ভূষিতা হইয়া নায়কের মন হরণ করিতে চেষ্টা করে, তাহার প্রেম প্রকৃত প্রেম নহে এবং যে নায়কও কেবলমাত্র কৃত্রিম-বেশ বিন্যাস জনিতরূপে মোহিত হইয়া প্রেমপাশে বদ্ধ হয়, সে প্রেম রূপজ প্রেমমাত্র। প্রাতঃকালীন শিশিরবিন্দুর ন্যায় সে প্রেম অস্পন্দ স্থায়ী। কুমারী অদ্য কৃত্রিম বেশভূষার প্রতি দৃকপাত না করিয়া স্বাভাবিক অনুপম সৌন্দর্য্যে চতুর্দিক আলোকিত করত মহানন্দে গমন করিতে লাগিলেন। দেখিলে বোধ হয় যেন রোহিণী সখীসহ শিবললিটস্থ স্থায়ী পতির বিমোচনার্থ শিবালয়ে গমন করিতেছেন। ক্রমে তাঁহার শিবালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কুমার তখন প্রিয়ব্রতসহ একাসনে আসীন। প্রিয়ব্রত দর্শন করিলেন, পরিচিতা সহচরীদ্বয়সহ সুরাঙ্গন। হইতেও রূপবতী স্থির সৌদামিনী স্বরূপা এক নবীন। ললন। লজ্জিতাননে মন্দিরদ্বারে দণ্ডায়মান। সেই নবাগত রমণীরত্বের অক্ষমাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্যরাশি সন্দর্শন করিয়া মনে মনে স্থির করিলেন, এই নেত্রললামৃত্তা লাভণ্যময়ী রমণীই বুঝি কুমারের হৃদয়বিলাসিনী হইবেন। ইহার নামই বুঝি হেমনলিনী।

এই রমণীই যদি প্রকৃত রাজকুমারী হইলেন, কুমার যদি নারীগর্ভ ধর্ম কারিণী এই কামিনীর জন্যই উন্মাদগ্রস্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কুমারের সমগ্র দুঃখ ও ক্লেশ সার্থক এবং জয় সফল ।

প্রিয়তম আর অজিনাসনে থাকিতে পারিলেন না । গাত্রো-
খান পূরক তাঁহাদিগকে মিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, সুন্দরীগণ !
আর কতক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিবেন, উপযুক্ত স্থানে আসন পরিগ্রহ
করুন ? তাঁহারা বিজয়বান্ধবের সুমধুর সম্ভাষণে সন্তুষ্ট হইয়া পাষা-
নাসনে আসীন হইলেন । আহা ! কুলবালা অবলাদিগের অঙ্গে
সমুজ্জ্বল অমূল্য লজ্জারত্ন কি শোভা পায় । যে রাজনন্দিনী চিত্র-
পটাক্রিত কুমারের মোহনমূর্তি দর্শনাবধি শরীরের সুশোভন লজ্জা-
ভরণ বিমোচন করিয়াছিলেন, অদ্য সেই কুমারী কুমারকে সাক্ষাৎ
অবলোকন করিয়া পরিতাপ্ত ভূষণ পুনর্বার অঙ্গে ধারণ করিলেন ।
যাঁহার অঙ্গবসন সতত শিথিল হইত, অদ্য কি না তিনি অবগুণ্ঠন-
বতী হইয়া বসিলেন । তিনি এখন লজ্জায় হৃদে নিমগ্না হইলেন ।
সরলা প্রিয়তমকে সাদরসম্বোধন করিয়া বলিল, মস্তিষ্মত ! এই যে
অবগুণ্ঠনবতী নবযুবতীকে দর্শন করিতেছেন, ইনিই কুমারের স্বপ্নাব-
লোকিতা নলিনী । আমাদের মুখে কুমারের সুভাগমন বার্তা শ্রবণে
অধীরা হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন ।

কুমার অথও ভূমণ্ডলের অমূল্য রত্নভূতা কুমুদশরের অমোঘ
মোহন অস্ত্রশরুপা; অসামান্য রূপলাবণ্যমণী অবগুণ্ঠনবতী নবীন
নলিনীকে দর্শন করিয়া অপার সুখসিক্কিতে ভাসিলেন । উন্মমিত
মহানন্দলহরী হৃদয়ে প্রবাহিত হইতে লাগিল । অস্তরঙ্গ বিরহানল
কুমারীদর্শনরূপ সুখসলিলে নির্ঝাপিত হইল । স্বপ্নদর্শন দিবসাবধি
যে চন্দ্রাস্ত্র হাস্য রহিত হইয়াছিল, অদ্য সে আনন স্মিতানন হইল ।
যিনি পিতা মাতার মায়া কাটাইয়া ও রাজ্যোৎসর্গে জলাঞ্জলি দিয়া
নিরাশপূর্ণ প্রেমার্গবে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, সেভাগ্যক্রমে অদ্য তিনি
ঐকুলসাগরের কুল প্রাপ্ত হইলেন । যে কুমার, কুমারীর মোহিনী

যুক্তি চকিতের ন্যায় দর্শন করিয়া নিরন্তর নয়ননীরে ভাসিতেছিলেন। অদ্য তিনি সেই সৌন্দর্য্য সঙ্গীতুতা স্বপ্নাবলোকিতা রাজসুতাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া শুরু মনোরথ চক্ষুকে পল্লবিত বোধ করিলেন। নলিনীর অলৌকিক সৌন্দর্য্যমাধুরী সন্দর্শনে কুমার মনে মনে বিবেচনা করিলেন, বহুলা মহিলা সৃষ্টি দ্বারা বিধাতা যে অভ্যাসশক্তি লাভ করিয়াছেন, তাহা আমার নলিনীতেই প্রকাশিত।

অনন্তর চপলা সরলাকে কহিল, সরলে ! অদ্য তুমি কি আশ্চর্য্য দর্শন করি, জলদোদয়ে সৌদামিনী স্ফূর্তিমতী নাহইয় নিশ্চিন্তা থাকিতে দেখিয়াছ ? বসন্ত সমাগমে চ্যুতলতিকা অলি পরাঙমুখ। একি কালক্রমে যে সকলই বিপরীত দেখিতেছি ? যিনি কুমারের অদর্শনে লোকলজ্জা ভয় প্রভৃতি না করিয়া অবিরত নয়নজল ত্যাগ করিতেন, অদ্য তিনি তাঁহার হৃদয়নাথকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া সেই সকলকে অনায়াসে অঙ্গে ধারণ করিলেন। যিনি চিত্রপট দর্শনাবধি বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া অবগুণ্ঠন কেমন তাহা জানিতেন না, এখন কি না তিনি অন্তরের অমূল্যরত্ন বিজয়রত্নকে দর্শন করিয়া অবগুণ্ঠনবতী হইয়া রহিলেন। যেন নলিনী নিরন্তর চিত্তচোরকে পাইবার জন্য কাতরস্বরে হাহাদয়বল্লভ ! হা প্রাণনাথ ! হা জীবিতেশ্বর ! বলিয়া ক্রন্দন করিতেন, এখন কি না তিনি সেই প্রাণেশ্বরকে সমক্ষে অবলোকন করিয়া সে রব দূরীকৃত করত তাহার স্থলে নীরবকৈ তিষ্ঠিত করিলেন। সখি ! তবে এতদিন রাজনন্দিনী কি আশা করিয়া নিকট বাহ্যিক প্রণয় প্রদর্শন করিতেন ? যদি কুমারীর হৃদয়ক্ষেত্রে প্রকৃত প্রণয় অঙ্কুরিত হইত, তাহা হইলে কি, কোমলাঙ্গী এখন স্থায় মুখকমল হৃদয়কমলে সংস্থাপিত রাখিতেন ? অবশ্যই রাজকুমারী চন্দ্রাননের বাক্যামৃত প্রদানে কুমারের চিরপিপাসা শাস্তি করিতেন।

চপলার কথা সরলাকে ভাল লাগিল না, কুমারীকে চপলা অন্যায় প্রণয়ভৎসনা করিল দেখিয়া, সরলা ঈর্ষ কুপিত হইয়া তাহাকে কহিল, চপলে ! তুমি নামেও চপলা, তোমার কথাও চপলতাপূর্ণ,

তোমার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, তাহা হইলে তুমি কখনই অকারণ-কুমা-
রীর দোষ দিতে না। স্ত্রীলোকে কে কোনকালে অগ্রে কথা কয়।
তোমার সকলই সৃষ্টি ছাড়া, তুমি কি জাননা যে কুলকামিনীদের লজ্জা
এবং অবগুণ্ঠনই অঙ্গের প্রধান চিহ্ন। অকুল কলঙ্কসাগরে যাহারা
ঝাপ দিয়াছে, নির্লজ্জতা মুখরতা তাহাদেরই প্রয়োজন। কুলকামিনী-
গণ কে কোথার লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া পুরুষের সহিত প্রথমে কথা
কহিয়া থাকে? কুমারী, কুমারপ্রেমে আবদ্ধ এবং কুমারও কুমারীর
জন্ম লালায়িত, ভাল, সে সব কথা সত্য বটে কিন্তু তাহা হইলেও
একবার কুমারের স্বভাব পরীক্ষা করিয়া দেখাত উচিত? আর দেখ,
যাঁহার প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়া কুমারী অধীরা ও উষ্মতা প্রায় হইয়া
ছিলেন, তাঁহাকে অদ্য সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া কুমারীতে কি আর
কুমারী আছেন, যে কুমারের সহিত কথা কহিবেন। চপালে! তুমি
কুমারীর সব দোষ দিলে, আমিও তাঁহার কিছুমাত্র দোষ দেখিতে
পাই না, কুমারেরই সব দোষ। তুমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখ,
ছায়াই দেহের অনুকরণ করে, দেহ কিছু ছায়ার অনুকরণ করে না।
কুমার যদি কথা কহিতেন, তাঁহার ছায়া স্বরূপা কুমারীও তাহা হইলে
তৎপরে কথা কহিতেন। আর দেখ, অলি প্রথমতঃ গুণ্ণগুণ্ণবে
পদ্মিনীকে মোহিত করত তাহার মধুপান করে, পদ্মিনী কি অগ্রে
তাহাকে মধুপান করিতে আহ্বান করে? কুমার যদি অগ্রে কথা
কহিতেন, তাহা হইলে কুমারী অবশ্যই তাঁহার স্নমধুর বাক্যমৃতদানে
কুমারকে গ্রহী করিতেন। আর দেখ, যে চোর পরিশেষে চৌধা-
বস্তুর অনাদর করে, সেই বা কেমন অরুতজ্ঞ চোর।

সখীদ্বয় এইরূপ নানাবিধ রহস্যে নিযুক্ত হইল। এদিকে হেম-
নলিনী রতিকান্ত বিনিমিত প্রাণকাস্তের কমনীয় কোমল কান্তি
দর্শন করিয়া পুলকিতাঙ্গ হইয়া উঠিলেন। সলিলবিহীন তরঙ্গিনী
যেমন ধারাধরকে লাভ করিয়া প্রবল বেগবতী হইয়া উঠে তদ্রূপ
কুমারকে দর্শন করিয়া রাজনন্দিনীর অন্তরে অনির্গতনীয় আনন্দতরঙ্গ

উস্থিত হইল। তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্য অবলোকন করিয়া মনে মনে বিবচন করিলেন, বৃদ্ধি রতিপতি উমাপতির প্রচণ্ড লোচন-রূপ বহুকুণ্ডে নিজদেহকে আচ্ছাদিত প্রদান পূরক পুনরার পবিত্র হইয়া মহীতলে জমাগ্রহণ করিয়াছেন। চিরাতিলবিত কুমারের সমাগম লাভে এককালে আনন্দ ও মোহ রসে নিমগ্ন হইলেন। সুখসিক্ত উখলিয়া উঠিল, সাত্বিকরসে শরীরে ভাবাস্তুর উপস্থিত হইল। মদনোন্মাদিনী নলিনী আর অধোবদনে থাকিতে সমর্থ হইলেন না। এক একবার অবনত মস্তক উন্নত করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে অবগুণ্ঠন মধ্য হইতে আয়ত নয়নের অমোঘ অপাঙ্গবাণ প্রাণনাথের প্রতি সন্ধান করিতেছেন। পাছে কেহ দর্শন করে, এই ভয়ে কখন কখন সচকিত চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতেছেন। কুমারী এইরূপভাবে আকর্ণনেত্রে অব্যর্থ কটাক্ষবাণ সংযোজিত করিয়া কুমারের প্রতি নিক্ষেপ করায় তিনি এককালে অধৈর্য হইয়া উঠিলেন। তিনিও নলিনাক্ষের ললিত ভাবভঙ্গি দ্বারা নলিনীর প্রচণ্ড নয়নবাণ খণ্ডন করিতে লাগিলেন। যখন নলিনী নয়নবাণ নিক্ষেপ করিতে ছিলেন, সেই সময়ে যদি লজ্জা প্রতিবন্ধক না হইত, কাহার সাধ্য সে শরসন্ধান হইতে মুক্তিলাভ করে। কুরঙ্গনয়নার সে কটাক্ষরূপাণে কত শত যোগী শ্ববি মুনিগণের মস্তক ঘর্ণিত হয় কিন্তু কুমার সে শর অনায়াসে সহ্য করিতেছেন। কেনইবা তাহা তাঁহার সহ্য না হইবে, যিনি স্বপ্ন দর্শন নিবসাবধি যে মোহিনীমূর্তিকে হৃদয়মন্দিরে সংস্থাপন করিয়া অনায়াসে দুর্গমপথ প্রাস্তর ও পর্বত প্রভৃতি অতিক্রম করিতে পারিয়াছেন, তিনি যে অদ্য কুমারীর কমলনেত্রের কটাক্ষের সহ্য করিবেন, তাহার আর বিচিত্র কি ? এইরূপ ভাবে উভয়ে নিজ নিজ আয়ত নয়নরঙ্গাক্ষে নীলমণিনিভ তারকারূপ নর্তকী চতুর্দিকের স্রষ্টামে নাচাইতে লাগিলেন। উভয়ে উভয়ের কৌশল পরিপূর্ণ নয়নভঙ্গিতে বিমোহিত।

সরলার কুমারের প্রতি চোরাপবাদ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রিয়ত্রয়

আর কথা না कहিয়া থাকিতে পারিলেন না । অমনি সরলাকে
সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হৃদয় ! কুমার সম্বন্ধে যে সকল বাক্য
প্রয়োগ করিলে ইহা কি ন্যায়ানুগত, না তোমার নিজের ইচ্ছামত ?
যদি তুমি অন্যায় ন্যায় বিচার করিয়া বলিতে তাহা হইলে কখনই
উল্লিখিত বাক্য সকল প্রয়োগ করিতে না । আমার বোধ হয় তুমি
নিজের ইচ্ছামতই বলিতে ছিলে, হাস্তাননে ! তোমাদের রাজনন্দিনী
ক্ষীণাক্ষী হইয়াও লজ্জারূপ দুস্তর তরঙ্গিণী সম্ভরণ করত কুমারের
কোমল হৃদয়ে প্রবিষ্টা হইয়া পলকের মধ্যে তাঁহার মন প্রাণ হরণ
করিয়া চলিয়া আসিলেন । বল দেখি তাহার পর কি কুমারী আর
কুমারের অনুসন্ধান করিয়া ছিলেন । কুমারত নিজে আসিয়া কুমা-
রীর মন হরণ করেন নাই । যদি বল কুমারের প্রতিকৃতি দর্শন করিয়া
মোহিত হন ভাল, সে প্রতিকৃতি ত কুমারীরই নিকটে ছিল । কিন্তু
স্বপ্নাবলোকিতা নলিনীমূর্ত্তি কুমারের নিকট ক্ষণমাত্র ছিল কিনা
সন্দেহ । এখন বল দেখি কেচোর, আমার কুমার না তোমাদের
কুমারী । হুচতুরে ! আর রথা বাদানুবাদে প্রয়োজন নাই ।
কাহারইবা দোষ দিব, উহার উভয়েই উভয়ের পবিত্র প্রেমে আবদ্ধ ।
কুমারী কুমারের জন্য ব্যাকুলা, কুমারও কুমারীতে বিমোহিত, বলিব
কি চন্দ্রাননে ! হেমে কঠিনতা আছে বলিয়া কুমার, কুমারীরনাম নির্মল
নলিনী রক্ষা করিয়াছেন । অন্য হইতে তোমরা কুমারীকে
“নির্মলনলিনী” বলিয়া আস্থান করিও । নলিন নয়না নলিনীর
কুমার রক্ষিত নুতন নাম অবগণ করিয়া সরলা ও চপলার হুচাক
আসো হাসি ধরেনা । তাহার উভয়ে কথোপকথন করিতে
লাগিল, কুমার ভিন্ন কুমারীর এমন কোমল নাম কেহ কি রাখিতে
পারে ? হিমাংশু ব্যতীত অন্যে কুমুদিনীর মর্ম্ম কি বুঝিবে ? মণি
পরীক্ষক ভিন্ন অপরে কি মণি চিনিতে পারে ? যে ব্যক্তি নয়নহীন
সে কি কখন-স্বর্ণপ্রতিমার গুণ ব্যাখ্যা করিতে পারে । দেখ
দেখি কুমার, কুমারীর কেমন মূললিত নাম রক্ষা করিয়াছেন ।

বাস্তবিক আমাদের হেমনলিনী নির্ধূল নলিনীই বটেন। কেমন, হেয় পছোঁ আর নির্ধূল পছোঁ অনেক বিভিন্নতা আছে কি না? কনকপছোর গুণের মধ্যে ত কাঠিন্য ও মলিনতা। সেই জন্যই বোধ হয় মকরন্দও সঙ্গাঙ্ক সরোজেরই অবস্থিতি করে। যে পছারস বিরহিত ও গোবিন্দ পদারবিন্দ পূজায় বকিত, সে অতিশয় শোভাশালী ও মহামূল্য হইলেও কি রসরাজ অলিরাজের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে? না মনুজবৃক্ষের আগ্নেয়গিরির তৃপ্তিসাধন করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। কুমার যে হেম শব্দের পরিবর্তে নির্ধূল শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাতে আমরা যৎপরোনাস্তি প্রীতিলাভ করিলাম। এখন রাজনন্দিনীর নাম প্রকৃত হইয়াছে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে কুমারীর চম্পককুমুদমণ্ডিত নিরন্তর নির্ধূলতা ও কোমলতা পূর্ণ এবং পদ্যগন্ধ সংযুক্ত, নলিনীতে যদি এত গুণ না থাকিত, তাহা হইলে কি তিনি ব্রহ্মদিশোদিশপতি ভূপাল কেশরীবীর্যের পুত্র বিজয়-কিশোরের চিত্তভবনে প্রবিষ্ট হইয়া চকিতের মধ্যে মন হরণ করিতে পারিতেন?

কণকাল পরে সখীরা কুমারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, রাজ-মুত! আর আমরা এ রঙ্গভূমিতে আপনাদের কুরঙ্গনয়নের ঘোরতর রণ দেখিতে পারি না। গুণনিধান! এ যে অতি ভীম রণ, যে রণে রতিপতি সারথি, সে রণে সকলকেই পরাস্ত হইতে হয়। নলিনীনব প্রগল্ভ! আপনারা উভয়েই নয়নবাণ ক্ষেপণে বিশেষ পটু তাহা আমরা ঘৃণিলাম; রণপণ্ডিত! আমাদের একান্ত বাসনা যে রণ-পণ্ডিতা রাজমুতাকে বামে বসাইয়া সচীসহ সচীপতির ন্যায় কুমারী সহ আপনাকে অবলোকন করিয়া বহুদিনের পরিশুদ্ধ মনোরথ মছীকহ পল্লবিত ও জীবন সার্থক জ্ঞান করি। প্রিয়ব্রতও সেই সময় সখীদের কথায় যোগ দিয়া তাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিলেন, মুন্দরীগণ! তোমাদের কথা শুনিয়া আমি পরম প্রীতিলাভ করিলাম, আমারও একান্ত ইচ্ছা একবার কুমার কুমারীর যুগলমুষ্টি

দর্শন করিয়া চিরপিপাসী নয়নচকোরের পিপাসা নিবৃত্ত ও সকল শ্রম সকল বোধ করি। প্রিয়তম ও সখীদের কথা শ্রবণ করিয়া কুমার মৌনাবলম্বন করিলেন।

সখীরা কুমারের মৌনই সখ্যতির লক্ষণ বিবেচনা করিয়া কুমারীর কোমল ভূজবল্লী করকমলে ধারণপূর্বক তাঁহাকে কুমার সমীপে লইয়া যাইতে উদ্যত, লজ্জাবনতযুখী অবগুণ্ঠনবতী রাজকুমারী প্রথমতঃ শরীর সঙ্কোচ প্রভৃতি অস্বভাব দ্বারা অমিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন কিন্তু সখীরা তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া কুমারবামে লইয়া বসাইল। আহা! কি শোভা, যেন কনকযুগালে বিশুদ্ধ কনক কমল বিকসিত হইল। কাকন কাকনবক্ষে যেন কথিত কাকনলতা জড়িত হইল। বিচ্ছেদ অন্ধকার তিরোহিত হইয়া অবিচ্ছেদ অকণের অভ্যুদয় হইল। চিরকষ্ট দূরীভূত হইয়া উভয়ের অন্তরে সুখসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। আহা! অদ্য কি সুখের দিন, প্রিয়তম কুমার কুমারীর অনুপম যুগলরূপ দর্শনে বিমোহিত ও আশ্চর্য্যম্বিত পলক পড়িতেছিল কিনা সন্দেহ। অনন্তর সরলা ও চপলা ললব্যস্তে মন্দিরাভাস্তর হইতে মল্লিকা কুসুমমালা আনয়ন করত কুমার ও কুমারীর করে অর্পণ করিল। পরে অনেক অনুরোধের পর লজ্জাবনতযুখী রাজনন্দিনী কোনরূপে স্বীয় করস্থ মালা কুমারের কণ্ঠে না প্রদান করায়, সখীরা তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কুমারের গলে মালা প্রদান করাইলেন। কুমারও সহস্তু মালা পরিবর্তন করিলেন। এইরূপে সঙ্কোপনে শিব-মন্দিরে কুমার কুমারীর শুভা উদ্বাহকর্মা সুসম্পন্ন হইল।

যখন বাহ্যলোচনা রাজনন্দিনী অবগুণ্ঠনবতী হইয়া কুমারের বাম-ভাগে উপবিষ্টা আছেন এবং রাজনন্দনও স্নিতানন হইয়া সখিলন-সুখসলিলে সন্তরণ দিতেছেন; এমন সময়ে সরলা সহসা গগনাক্রমে নেত্রপাত করিয়া দর্শন করিল। বিভাবরী বিধৌত কৌমুদীবসন পরিধান করিবার উপক্রম করিতেছেন। নীলাশ্বর এক একটা করিয়া স্নুজ্জল হীরকখণ্ড সদৃশ নক্ষত্রাভরণ অঙ্গে সুসজ্জিত করিতে লাগি-

লেন । পূর্ষদিক হইতে চন্দ্রমা মণ্ডলাকার রথোপরি আরুঢ় হইয়া জগজ্জননী ও জীবনচয়কে সুশীতল করিবার জন্য সিতকর প্রসারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । এমন সময়ে সরলা শশব্যস্ত হইয়া সুমধুর স্বরে কুমারকে কহিল, গুণাকর ! রজনী সমাগতা আর অধিকক্ষণ ত এখানে রাজদুহিতার ও আমাদের অবস্থিতি করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না, যেহেতু আমরা সকলের অজ্ঞাতসারে অতি সঙ্কোপনে শিবালয়ে আসিয়াছি । কি জানি যদি রাজমহিষী কোন কারণে উদ্যানে আগমন করেন, তাহা হইলেই ত ঘোর বিপদ । করুণাকর ! বিপদ ঘটিতে কতক্ষণ, একারণ নিবেদন করিতেছি, আমাদেরকে বিদায় অনুমতি ককন । আমরা রাজনন্দিনীকে লইয়া উপবনান্তিমুখে গমন করি । অবকাশমত আসিয়া আপনার পাদপদ্ম দর্শন করিব । এবং যাহাতে অঁচিরে প্রকাশ্য পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, তদ্বিবয়ে বিশেষ সচেষ্টিত থাকিব । আপনি ভাবিত হইবেন না । আপনার বিবাহরুক্ষে যখন কুমারকৌরক দেখা দিয়াছে তখন আর তাহা বিকসিত হইতে বিলম্ব কি ?

কুমার সহসা সরলার মুখ বিনির্গত অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হৃদয়বিলাসিনীর বিদায় বাক্য শ্রবণে চমকিত হইয়া উঠিলেন । হৃদয় শুক হইল, তাঁহার আপাততঃ সুস্থ মন পুনঃপার বিচ্ছেদাশঙ্কায় উচাটন হইল । সুপ্রসন্ন মুখমণ্ডল বিষন্ন হইল, মনে মনে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন । হায় আমি কি দুর্ভাগ্য ! অদৃষ্টকণ্ঠে এত দিনের পর প্রণয়িনী নলিনীকে একবার নয়নে দর্শন ও বামে বসাইয়া জীবন মন ও জন্ম সার্থক জ্ঞান করিতেছিলাম ; এখন কিনা আবার তাঁহাকে বিদায়দিতে হইবে । হায় ! আমি কেমন করিয়া দেহে প্রাণ থাকিতে এরূপ নিদাকণ বাক্য মুখ হইতে নির্গত করিব । বিনোদিনীর বিদায়ে নিশ্চয়ই আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে । কত কষ্ট কত যন্ত্রণার পর যদি প্রেয়সীকে অদ্য একবার দর্শন করিলাম, আবার কিনা তাঁহার অদর্শনরূপ শানিত অসির আঘাত শরীরে সহ্য করিতে হইবে । রে কর্ণ ! তুই

যদি সরলার মর্ষভেনী কঠিন বিদায় প্রার্থনার সময় বধির হইতিল ? তাহা হইলে আমাকে পুনরায় মনস্তাপ পাইতে হইত না । রে পাণ প্রাণ ! প্রাণাধিকা প্রেমসীর বিদায় প্রার্থনারূপ পামাণে এখন কেন তুই চূর্ণ হইলি না ? মনে মনে এইরূপ ক্ষোভ ও আত্মতিরস্কার করিয়া সরলার বিদায় প্রার্থনার কোন উত্তর না দিয়া কুমার অধোবদনে রহিলেন ।

অনন্তর সুবিজ্ঞ সচিবহুত সরলার বাক্য সারসঙ্গত করিয়া ভাবিলেন, রাজনন্দিনীর সঙ্গিনী যাহা বলিল সকলই ন্যায়ানুগত । রাজকন্যার রজনীতে শিবালয়ে অধিক্ষণ অবস্থিতি করা সাধু-সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, পদে পদে বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা, একে কুমার বিপদগ্রস্ত, ইহার উপর যদি আবার কোন বিপদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাঁহার মনোরথ সফল হওয়া কঠিন হইয়া উঠিবে । ইহাদের যখন পূর্ক হইতেই মনে মনে মিল হইয়াছে, অদ্য শিবালয়ে একরূপ উদ্বাহও হইয়া গিয়াছে ; তখন যে কুমারের সহিত কুমারী মিলিতজীবন হইবেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । তবে হয় শীঘ্র, না হয় কিছু দিন বিলম্বে । শীঘ্র হওয়ারই অধিক সম্ভাবনা । যাহাই হউক, তাহা বলিয়া কখন কুমারীকে আর অধিক্ষণ শিবালয়ে অবস্থিতি করিতে বলাযাইতে পারেন । কুমার-ত দেহে জীবন থাকিতে জীবনাধিক রাজবালাকে কোন ক্রমেই বিদায় দিতে পারিবেন না । রজনীরও ক্রমে রক্তি হইতেছে । প্রিয়তম মনে মনে এইরূপ তর্কবিতর্ক করিয়া সরলাকে কহিলেন, বুদ্ধিমতে ! রাজনন্দন কি প্রাণ থাকিতে প্রাণাধিকা প্রেমসীকে বিদায় অনুমতি করিতে পারেন, স্বপ্নাবধি যাঁহাকে অন্তরে অবিরত অবলোকন করিতেছিলেন, অদ্য তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া কি কখন নিদাক্ষণ বিদায় বাক্য অনুমতি করিতে পারেন ? হুন্দরি ! কুমারের অনুমতি অপেক্ষা করিবার কোন প্রয়োজন নাই । রজনী প্রায় চতুর্থ দণ্ড অতীত হইল, আমি বলিতেছি তোমারা কুমারীকে লইয়া

দ্বারায় গমন কর । তোমাদের অধিক আর আমি কি বলিয়া দিব । কুমারীর অবস্থা ত বিশেষরূপ পরিজ্ঞাত আছি, কুমারের অবস্থাও ত স্বচক্ষে দর্শন করিয়া চলিলে, এক্ষণে যাহা ভাল বিবেচনা হয় করিবে ।

সরলা ও চপলা কুমারের অনুমতি প্রতীক্ষা না করিয়া শ্রিয়ত্নত বাক্য শিরোধার্য পূর্বক কুমারীকে বলিলেন, কোমলাঙ্গি ! যামিনী অধিক হইয়াছে, আর ক্ষণকালও এখানে অবস্থিতি করা বিধেয় নহে । হেমাঙ্গি ! অতএব শীঘ্র গাত্ৰোত্থান করুন । যুদ্ধগমনে উপবনাভিমুখে গমন করা যাউক । শুভানুধ্যায়িনী সন্ধিনীদের শুভ-করী ভারতী তখন কুমারীকে ভাল লাগিল না । কেমন করিয়াইবা তাঁহাকে ভাল লাগিবে, কুমারী যে তখন গরজে জ্ঞান শূন্য, সখীদের বাক্য অমৃতময় হইলেও তখন তাঁহাকে বিবৎ বোধ হইল । কি করিবেন গমনের কথা শুনিয়া মন অতিশয় চকল হইলেও সখীদের বাক্যে একবার উঠিতে চেষ্টা করিতেছেন ; পরক্ষণেই অমনি অনিচ্ছা আসিয়া পথাবরোধ করিতেছে । কখন অজিনাসন হইতে অর্দ্ধাঙ্গ অতি কষ্টে উদ্ধিত করিতেছেন, তৎক্ষণাৎ আবার স্বস্থানে সমাসীন । কখন মন কুমারের নিকট, কখন সখীদের বাক্যের অনুবর্তী, কুমারীর এইরূপ রঙ্গ দর্শন করিয়া চপলা বলিল, ওগো রাজনন্দিনি ! অকলম্পর্শে যখন আপনার এই, না জানি অঙ্গস্পর্শে আরও কি হইবে । চল, রাত্রি অনেক হইয়াছে আর বিলম্ব করিওনা । চপলার মুখ নিঃসৃত লজ্জাকর বাক্য শ্রবণে কূলকামিনী নলিনী আর কোন রূপেই একাসনে থাকিতে সমর্থ হইলেন না । তখন তিনি উদ্ধিত হইয়া বিরসবদনে উপবনাভিমুখে গমন করিলেন । গমনের সময় কুমারের পদকমলে কুমারীর সজল সরোজনয়ন পতিত হওয়ায় বোধ হইল যেন রাজনন্দিনী নয়নভঙ্গি দ্বারা আপনি এ অধিনীর প্রতি যতদিন অনুকূল না হইবেন ; ততদিন আপনার পাদ-পাশ ছদয়ে সংস্থাপনপূর্বক নয়ননীরে নিরন্তর অভিষেক ও অনা-

হারিণী হইয়া ধ্যান করিব। এই বলিয়া কুমারের নিকট বিদায় লইলেন।

অনন্তর কুমারী সখীদ্বয় সহ উপবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কুমারকে না দেখিয়া ত নিরন্তরই বিরহানলে জ্বলিতে ছিলেন। দর্শনান্ত পুনর্বিচ্ছেদে সে অনল পুনর্বার নবীভূত হইল। অতীপ্তিত বস্তু না দেখিতে পাওয়ায় একরূপ কষ্ট, দর্শন করিয়া তত্প্রভোগে বঞ্চিত হওয়া আর একরূপ কষ্ট। পিপাসিত ব্যক্তি সম্মুখে জল থাকিলেও কোন কারণ বশতঃ তাহা পান করিতে না পারিয়া যেরূপ কষ্টানুভব করে। কুমার নিকটে থাকিতেও কুমারী তাঁহার সহবাস হৃৎ হইতে বঞ্চিত হইয়া তাদৃশ ক্লেশানুভব করিতে লাগিলেন। আহা! সেই নলিননয়না বিজয়ললনা অনবরত নয়ন-সলিলে শরীরকে ভাসাইতে লাগিলেন। যেমন তরল নীলকান্ত মণি যুগল প্রমদার হৃদয়োপরি শোভা পাইয়া থাকে, কুমারীর কুরঙ্গ নয়ন যুগল হইতে সজ্জ্বল অশ্রুবিম্বু তাঁহার হৃদয়ে পতিত হওয়ায় তিনি তরুণ শোভাশালিনী হইলেন। তখন তাঁহাকে প্রেমরস সরোবরস্থ উৎফুল্ল সরোজ বলিয়া প্রতীতি হইত। তাহা যদি না হইবে, স্মরণের শিলীযুথ রূপ অলিকূল তাঁহাতে সমাকুলিত হইবে কেন? আহা! সেই বিরহভাপিনী রাজনন্দিনী অসামান্য ধীশক্তি-শালিনী হইয়াও সে সময়ে লুপ্তবুদ্ধি হইয়া ছিলেন। কখন উদ্ভ্রান্তা, কখন রোদনপরায়ণা, কখন বা ধৈর্য্যশূন্যা। যখন চেতনা হইত তখন নানাবিধ বিলাপ করিয়া বক্ষে করাঘাত করিতেন। কখন নয়ন, আমার নয়নরঞ্জন রাজনন্দনের অদর্শনে নিরন্তর নীর ভ্যাগ করিয়াও শেষে প্রত্যক্ষ করিয়া কেন তাঁহা হইতে অপমৃত হইল। কখন লজ্জার যদি লজ্জা থাকিত তাহা হইলে সে কখনই পরিত্যক্ত স্থানে পুনর্বার আশ্রয় লইত না। চিত্রপট দর্শন দিবসাবধি সে আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল; প্রাণনাথকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিবার সময় কেন আমার অঙ্গে পুনর্বার আসিয়া প্রবেশ করিল। সে যদি তখন

আমাকে গুরুজনের ও কুলের ভয় না দেখাইত। তাহা হইলে কখনই তাঁহার পাদপদ্ম সেবায় ও তাঁহার সহিত সদালাপে বঞ্চিত হইতাম না। এইরূপ নানাবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন; ক্রমে দুই চারি দিবস অতিত হইলে কুমারী এক দিন সখাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সঙ্গিনীগণ তোমরা আমার বিরহানল নির্মাণ করিয়া পুনর্বার কেন তাহা প্রজ্জ্বলিত করিলে? কি জন্যই বা হৃদয়নাথের নিকট লইয়া গমন করিলে? কি কারণেই বা আবার ক্ষণকাল পরে প্রত্যাগমন করিলে? ইহা অপেক্ষা আমাকে তথায় না লইয়া যাওয়াই ভাল ছিল, যাহা হউক সহচরীগণ! এক্ষণে যাহাতে শীঘ্র জীবিত-স্থরের সহিত সম্মিলিত করিতে পার, তদ্বিষয়ে তোমরা বিশেষ যত্নবতী হও। আর আমি বিচ্ছেদগঙ্গায় সন্ধ্যা করিতে পারি না, এই বলিয়া ধরাসনে পতিতা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখকমল বিবর্ণ শরীর শীর্ণ ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিল। বিজয়চিন্তায় নিতান্ত নিমগ্ন হইয়া বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কখন উর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত ধ্যান করিতেন, কখন কক্ষপাণে আহত হইয়া বিচেতনশ্রায় হইতেন, কখন বা তাঁহাকে উন্মত্তের ন্যায় বোধ হইত, শয়নাশন অন্যান্য বিষয়োপভোগে তাঁহার কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না। নিদ্রাসহচরী কি দিবা কি বিভাবরী কোন সময়েই সেই কামিনীর নয়নাবলম্বিনী হইত না। তিনি কেবল বাস্পাকুল লোচনে হা হতাশ্বি বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

সরলা ও চপলা পুনর্বার কুমারীর অঙ্গে বিলক্ষণ বিষম বিরহ কুলক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া যার পর নাই চিন্তিত হইল। মনোমধ্যে নানাবিধ সংশয় উপস্থিত, তখন চপলা সরলাকে কহিল, সখি! বল দেখি এখন কি করা কর্তব্য? এষে বিষম সঙ্কট দর্শন করি, আশু সম্মিলন ব্যতীত কুমারীকে কোনরূপেই শান্ত করিবার উপায় দেখিতেছি না, ভাল, কুমারকে উপবনে আনয়ন করিলে হয় না? সর্বদাই কিছু রাজমহিষী উদ্যানে আইসেন না। আর যদি আসিয়া পড়েন,

সেই সময় সতর্কতার সহিত কার্য করিলেই হইবে । তদ্বিষয়ত
কুমারীর বন্ধুণা নিবারণের অন্য উপায়স্বরূপ দেখিতেছিল । আর
বিবেচনা করিয়া দেখ, আমাদের রাজনন্দিনী কিছু অযোগ্য পাত্রে
ঐহার প্রীতি সমর্পণ করেন নাই । বিজয়কিশোর রাজবংশ সম্বন্ধে
অতুল্য রূপলাবণ্য সম্পন্ন, সুধীর ও সুবিজ্ঞ । যদিই প্রকাশ হইয়া
পড়ে, তাহাতেই বা বিশেষ ক্ষতি কি ? মনোমত মঞ্চ সমূহ জামাতা
সন্দর্শনে রাজার আনন্দ হইবারই সম্ভাবনা, সখি ! আমিত বলি এই
পথ অবলম্বন করাই কর্তব্য, নতুবা বিলম্ব হইলে রাজবালার জীবনে
আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা ।

চপলার বাক্য শ্রবণ করিয়া সরলা হাসিতে হাসিতে বলিল,
চপলে ! তুমি ভাই যে সকল কথা বলিলে, সকলই তোমার নামের
সঙ্গে ঐক্য আছে, সখি ! তুমি কোন্ সাহসে কুমারকে উপহাসে
আনয়ন করিতে কহিলে ? জাননা, এ রাজোদ্যান এখানে পশুপক্ষী
প্রভৃতিও কম্পমান, প্রহরিগণ দিবানিশি কুলালচক্রের ন্যায়
চতুর্দিকে পর্য্যটন করিতেছে । কুমারের সমাগম কি এখানে সম্ভব
হইতে পারে ? কুমারী কুমারের জন্য অধীরা হইয়াছেন সত্য, তাই
বলিয়া কি স্বীলোকের সাহসাতীত কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত ?
সহচর ! কুমারীত এখন জ্ঞান শূন্য ও হিতাহিত বিবেচনা রহিত ।
আমরাত আর উদ্ব্যস্ত হইনাই । মনে কর যদি আমরা কুমারীর মনঃপ্রতি
সাধন জন্য কোন কোশলে কুমারকে উদ্যানে আনয়ন করি, কোন
কারণ বশতঃ প্রকাশ হইলে তখন যে কুমারসহ কুমারী ঘোর বিপদে
পতিত হইবেন । আমরাও রাজা ও রাজ্ঞীর নিকট চিরজীবনের
জন্য অবিম্বসনীয় হইব এবং মহারাজেরও কীর্ত্তিশরচ্ছন্ন চিরকালের
জন্য দুঃপণ্যে অপবাদকলঙ্কে কলঙ্কিত হইবে । সখিনি ! সেই
জন্যই বলিতেছি ভবিষ্যৎ বিবেচনা না করিয়া সহসা কোন কার্য
করিতে নাই । আর দেখ, কুমারী কুমারের একান্ত অনুরাগিনী এবং
ঐহাকে জীবন মন সমর্পণ করিয়াছেন । এখন যদি কীর্ত্তিবাসপুত্র

কার্তিকেয় ও দেবরাজ ইন্দ্র আসিয়া পরিণয় প্রার্থনা করেন, রাজনন্দিনী একবার তাঁহাদের প্রতি কটাক্ষপাতও করিবেনা, সখি ! আমি বলি না হয় রাজমহিষীকে এই সকল বিষয় পরিজ্ঞাত করা যাউক, তিনি অবশ্যই কোন না কোন সছুপায় উদ্ভাবন করিবেন ।

সখীদ্বয়ের এইরূপ কথাবার্তা চলিতেছে এমন সময়ে তাহারা দর্শন করিল, রাজমহিষী বিলাসবতী কন্যা দর্শন মানসে বয়স্যগণে পরিবৃত্তা হইয়া মরাল গমনে বিলাসোদ্যানের দিকে আগমন করিতেছেন । ক্রমে তিনি তনয়ার ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । নলিনী ও তাঁহার সঙ্গিনীগণ রাজ্ঞীকে সমাগত দেখিয়া সসম্মুখে গললগ্নীকৃত-বসনা হইয়া কৃতজ্ঞলিপুটে তাঁহার সম্মিথানে দণ্ডায়মানা হইল । বিলাসবতী ক্ষণকাল প্রাণাধিকা তনয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন ; দেখিলেন কন্যার সে কমনীয় কাঙ্ক্ষি নাই । শরীরও যৎপরোনাস্তি ক্ষীণ, কারণ কি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সরলাকে কহিলেন, সরলে ! নলিনীর অন্য একরূপ ভাব দর্শন করি কেন ? বিবল-বদন, তনুক্ষীণ, কন্যারত আমার কোন অসুখ হয় নাই ? জননীর এই বাক্য শ্রবণমাত্র নলিনী লজ্জিতাননে ভবনান্তস্তরে গমন করিলেন । সখীরা রাজ্ঞীকে সাতিশয় চিন্তাকুলা দর্শন করিয়া শঙ্কিত-মনে কাতরবচনে কহিল, দেবি ! রাজনন্দিনীর এমন কোন অসুখ হয় নাই, তবে বয়োধর্ম্মে একরূপ দেহ ক্ষীণতা প্রায় সকল রমণীরই হইয়া থাকে । অবিবাহিতাপূর্ণযৌবনারমণীদের শরীরে একরূপ ভাবান্তর প্রায়ই ঘটিয়া থাকে । দেবি ! আপনার নলিনী উদ্ধাহ যোগ্যা হইয়াছেন, এক্ষণে কুমারী যাহাতে যনোমত পতি লাভ করিতে পারেন তাহাই কর্তব্য । আপনার নিকট কুমারী কোনক্রমে মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিবেন না । আমরা সমস্তই পরিজ্ঞাত আছি । রাজমহিষীও তনয়ার অকচিৎসাদি দর্শনে ও সখীদের বাক্যে স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, কুমারী সত্য সত্যই সাত্ত্বিকভাবাক্রান্তা । অনন্তর রাজ্ঞী সরলা ও চপলাকে কহিলেন, তোমরা কুমারীকে সর্বদা সাব-

খানে রাখিবে ও শাস্ত্রনা বাক্যদ্বারা সতত পরিতুষ্ট করিবে। আমি অদ্যই রাজাকে সমস্ত বিষয় অবগত করিয়া কুমারী যাহাতে সত্ত্বর মনোমত পতি লাভ করিতে পারে, নিশ্চয়ই তাহার চেষ্টা করিব। এই বলিয়া রাজ্ঞী বিনম্রবদনে গৃহে গমন করিলেন।

রাজমহিষী রজনীতে শয়নভবনে একাকিনী করকমলে কপোল-
দেশ বিন্যাসপূৰ্ণক কুমারী সঙ্কল্পে নান। চিন্তা করিতেছেন, এমন
সময়ে মহীপাল বীরসেন তথায় প্রবেশ করিয়া দর্শন করিলেন, মহিষী
অস্বস্তমান হইয়া যেন কি ভাবিতেছেন। মহারাজ অমনি অস্থির হইয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রিয়তমে! কি কারণে অদ্য বিনম্রবদনে একা-
কিনী অবস্থিতি করিতেছ। প্রিয়ে! আমার সমীপে সত্ত্বর মনোভাব
প্রকাশ কর, তৎপ্রতিবিধানে বিশেষ যত্নবান হইব। বিলাসবতী
রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া সকাতির বলিলেন, প্রাণনাথ! দুঃখের
কথা কি কহিব, আমি অদ্য উপবনে কন্যা দর্শন করিতে গমন করিয়া-
ছিলাম। দেখিলাম জীবনাধিক নলিনী আমার সাত্ত্বিক ভাবাক্রান্ত
হইয়া ধরাসনে শয়ন করিয়া আছেন। শরীর অস্থিমাত্র সার হইয়াছে,
তনয়ার সেই নিদাক্ষণ অবস্থা অবলোকন করিয়া সে সময় আমার
হৃদয় যে কেন বিদীর্ণ হইলনাবলিতে পারিনা। আপনি ত কেবল বিষয়
বৈভবে মত্ত হইয়া সকলই বিন্মৃত হইয়া আছেন। এদিকে যে
কন্যার বিবাহকাল উত্তীর্ণ হইতেছে তাহা একদিনের জন্যও ভাবেন
না, নাথ! আর আপনাকে অধিক কি বলিব এক্ষণে প্রাণাধিকা
নলিনী যাহাতে পতি লাভ করিতে পারে তদ্বিষয়ে সচেতিত হউন।
প্রেয়সীর বাক্যাবসানে রাজা কহিলেন, প্রিয়ে! সামান্য কারণে তুমি
এতদূর কাতর হইয়াছ। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি কল্য হইতে
কন্যার স্বয়ংস্বরের উদ্যোগ করিব, অচিরে তনয়া যাহাতে সৎ-
পাত্রস্থ হয় তদ্বিষয়ে আমি বিশেষরূপ মনোযোগী থাকিলাম, এইরূপ
কথা প্রসঙ্গে সে যামিনী অতিবাচিত হইল।

• রজনী প্রত্যাতা হইলে সুনিখিল সূর্য্যমণ্ডল যেমন উদ্গিত হইয়া

সমেককে উদ্ভাসিত করিয়া থাকেন তজ্জনপ ভূপাল তৎপরদিন সভা-
 যোগে পারিষদবর্ণে সমবেত ও নানা রাগরঞ্জিত রত্নসিংহাসনো-
 পরি উপবিষ্ট হইয়া সভা সমুজ্জ্বল করিলেন । সভার শোভা সন্দ-
 র্শনে বোধ হইল যেন অমরাবতী সদৃশ উজ্জয়িনী নগরীতে দেবরাজ
 দেববৃন্দকে লইয়া বিরাজ করিতেছেন । সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়াই
 মহারাজ প্রাণ অমাত্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মন্ত্রিবর !
 কন্যা উদ্ধাহ যোগ্য হইয়াছে, আর কোনরূপেই কালাতিপাত করা
 কর্তব্য নহে । অদ্য হইতেই স্বয়ম্বরসভার আয়োজন কর এবং
 প্রত্যেক রাজ্যে রাজকুমারদিগকে নিমন্ত্রণ পত্র প্রদানের জন্য
 দূত সকল প্রেরণ কর । জনপদবাসী লোকদিগকে এই শুভ সংবাদ
 পরিজ্ঞাত করাও ; পুরীর শোভা সম্পাদন করিবার জন্য লোকসকল
 নিযুক্ত করিতে 'তৎপর হও ।' সচিবশ্রেষ্ঠ ! তোমার আর অধিক
 কি বলিব বাহাতে অচিরে কার্য সম্পন্ন ও কন্যার অভীষ্ট পূর্ণ হয়
 তাহাই করিবে । দেখিও যেন কোন কার্যের ত্রুটি না হয় । মন্ত্রী
 রুতাজ্জলিপুটে রাজ্যজ্ঞা শিরোধার্য করিলেন । মহীপতি মন্ত্রীকে
 স্বয়ম্বর কার্যের সমস্ত ভারার্পণ করিয়া হৃষ্টমনে অন্তঃপুরে প্রবেশ
 করিলেন ।

মন্ত্রিবর রাজ্যান্তানুবর্তী হইয়া সভায় সমস্ত লোককেই সাদর
 সম্ভাষণ পূর্বক বলিলেন, সভা মহোদয়গণ ! অদ্যকার সভায় মহীপতি
 যে আদেশ করিলেন তাহা বোধ হয় সকলেই পরিজ্ঞাত হইয়াছেন ।
 এক্ষণে অবিলম্বে বাহাতে অবনিপতির অনুজ্ঞা প্রতিপালন করিতে
 পারা যায় তদ্বিষয়ে বিশেষমনোযোগী হওয়া আবশ্যিক, মন্ত্রী মহাশয়
 সকলের প্রতি এই বাক্য নিয়োগ করিয়া সেই দিবসেই দূত সকলের
 দ্বারা প্রতি রাজ্যে নিমন্ত্রণ পত্র সকল প্রেরণ করিলেন । পোরবর্গ
 পুরীর শোভা সম্পাদন করিতে নিযুক্ত হইল । ভারবাহিসকল
 ভারে ভারে নানাবিধ রজত কাঞ্চন ভূষণ এবং উত্তম উত্তম উপাদেয়
 খাদ্যদ্রব্য সকল আনয়ন পূর্বক তবন পরিপূর্ণ করিতে লাগিল ।

বিপশি সকল পণ্যদ্রব্যে প্রাপ্ত হইয়া উঠিল। যেত প্রভা বিলিউ
 যেতচলের ন্যায় দেবগৃহ অট্টালিকা সকল ক্রমে ক্রমে অপূর্ণ শ্রী-
 রণ করিল। পুরোবর্তিনী পতাকা শ্রেণী নিজাকলরূপ কর সকা-
 লন দ্বারা যেন আগত প্রায় রাজকুমারদিগকে আহ্বান সঙ্কেত করিতে
 প্রবৃত্ত হইল। রমণীয় রাজপথ সকল পরিষ্কৃত ও গুণাসিত এবং
 কুমুদামে অলঙ্কৃত হইয়া দর্শকগণের আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিল।
 পথের উভয় পার্শ্বে দীপস্তম্ভ সকল সংস্থাপিত হওয়ায় বোধ হইল
 যেন রাজকুমারদিগের রজনীতে নীরাজন করিবার জন্য প্রণয়মান।
 নগরীর চতুর্দিক তোরণমালায় আবৃত হওয়ার বোধ হইল যেন
 উজ্জয়িনী নলিনীর স্নয়স্বর শ্রবণে আনন্দে অঙ্গে মালা ধারণ করিয়া
 বিরাজ করিতেছে। বহির্দ্বারে পয়ঃপূর্ণ ছেময়র কুণ্ড সংস্থাপিত,
 লোকালয় সকল সয্দিশালী ও সুদৃশ্য হইয়া উঠিল। অস্ত্রপুষ্ক
 রমণীগণ সকলেই আমোদ প্রমোদে নিমগ্ন, যুদ্ধযুদ্ধ প্রভৃতি সুম-
 ধুর ক্ষণীতে নগরী প্রতিক্ষণি হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে
 নর্তক নর্তকী গায়ক গায়িকাদিগের হৃদয়হারি সঙ্গীত শ্রবণে সকলেই
 বিমোহিত, আবালবৃদ্ধ বনিতা সকল আনন্দে উদ্ভূত হইল, বিদেশীয়
 লোকে রাজধানী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ দ্রাবিড়
 প্রভৃতি নানাদেশ হইতে সংকুলসম্বৃত রাজকুমারগণ হস্তাশ্বরথো-
 পারি সমারূঢ় এবং সৈন্য সামন্ত ও সচিব সকলে সমবেত হইয়া
 স্নয়স্বরের পূর্বদিনে উজ্জয়িনীনগরীতে আসিয়া সমাগত হইতে
 লাগিলেন। যাহারা সমগ্রবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন,
 যাহাদিগের শরীরশোভা স্নয়স্বরের শরনিকরের ন্যায় প্রকাশ পাই-
 য়াছিল, যাহারা তনুকাঙ্ক্ষি দ্বারা অধিনীকুমার ও জনকদেবকে পরাজয়
 করিয়াছিলেন, এবং রাজনন্দনগণ ক্রমে ক্রমে মালবদেশে সমু-
 পস্থিত হইতে লাগিলেন। স্নয়স্বর সভায় শুভাগমন করেন নাই
 এমন কোন সংকুলজাত রাজপুত্রই ছিলেন না। তৎকালে দিগঙ্গনা
 সকল পতিবিচ্ছেদে একাকিনী দুঃখিনীর ন্যায় অবস্থিতি করিতেছিল।

রাজকুমারদিগের সমাগমে এবং তাঁহাদিগের বহুল বল দ্বারা রাজ-
মার্গ এক্ষণ পূর্ণ হইরাছিল যে তিলকণার অবকাশ ছিলনা । মনুজ
সমাগমের বর্ণনা বর্ণ দ্বারা প্রকাশ করা কঠিন । লোকের সংঘর্ষে
ও হর্ষে এবং আরবে পরস্পরালে প্রবলবেগ সাগরে ঘোর নিনাদের
ন্যায় বোধ হইতে লাগিল । তখন সেই অমরাবতী সদৃশ উজ্জয়িনী
নগরীর স্বয়ম্বর সভা সন্দর্শনার্থি অভ্যাগত লোকসমূহের কলরবে
একান্ত আকুল হইয়া জলজন্তু বিলোড়িত মহাসাগরের ন্যায় শোভা
সম্পাদন করিতে লাগিল । সচিব মহাশয় বিনীত বাক্যে রাজনন্দন-
দিগের মর্যাদা প্রতিপালন পূর্বক রমণীয় রমণীয় ভবনে বাসস্থান
নির্দেশ করিয়া দিলেন ।

এদিকে রাজকুমারী স্বয়ম্বর হইবেন, এই শুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া
সরলা ও চপলার অন্তরে সহসা দুঃখ ও হর্ষ উদয় হইল । তখন
উভয় সখীতে রাজকুমারীর সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিল, রাজ-
নন্দিনি ! ধরাসন হইতে গাত্রোত্থান করুন । কল্যাণ আপনার বিবাহ,
নানাদিগদিগন্ত হইতে সুকুমার রাজকুমার সকল সমাগত হইতেছেন,
সুবর্ণ বর্ণে ! আহা ! কল্যাণ কি মুখের দিনই আপনার সুপ্রভাত হইবে,
শরীরস্থ সমস্ত জ্বালা দূরীভূত হইয়া শুশীতল সুখ সলিলে সম্ভরণ
করিবেন । আমরাও কল্যাণ বাসর গৃহে নয়ন পুরিয়া আপনাদের
যুগলরূপ দর্শন করিয়া জন্মসার্থক করিব । আমাদের বহুদিনের
মনোভিলাষ সযত্নে বিনা হস্তের মালা গ্রহণ করিয়া আপনাদের
উভয়ের কণ্ঠে অর্পণ করি । সুন্দরি ! সৌভাগ্যক্রমে সে মনোরথ
কল্যাণ পূর্ণ হইবে । চাক্ষুশীল ! আর কি এখন শোক করা কর্তব্য ?
একণে গাত্রোত্থান করুন ? আমরা অদ্য হইতে আপনার হেমাঙ্গকে
কুকুমরাগে রঞ্জিত ও চন্দনে চর্চিত এবং কেশপাশ সংযত করিতে
প্রবৃত্ত হই । অদ্য হইতে সুগন্ধিজলে আপনার সর্বাঙ্গকে সুমা-
র্জিত করি ।

রাজনন্দিনী সঙ্গিনীদের মুখ হইতে বিজয়কিশোর বিরহিত অনা

বাক্য শ্রবণে কিকিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, সঙ্গিনীগণ! এক্ষণ নিদারুণ কথা কেন আমাকে শ্রবণ করাইলে, সহচরীগণ! এতদিনের পর কি এ অভাগিনীর কপাল ডাঙ্গিল। সখি! এমন কি হবে যে বিজয়চন্দ্রের স্মৃতি শৃংগালে ডক্কণ করিবে। চিরসঙ্গিনি! এখন বল দেখি কিরূপে সেই হৃদয়নাথকে প্রাপ্ত হই। তোমাদের মুখে অস্বস্তির কথা শ্রবণ করিয়া আমার মস্তকে যেন অকস্মাৎ অশনি পতিত হইল, যাহা হউক আমি তোমাদের নিকট নিশ্চয় বলিতেছি, যাঁহার প্রতিমুত্তি দর্শন করিয়া মনে মনে মনোমালা অর্পণ করিয়াছি এবং তোমাদের সমক্ষে শিবালায়ে তাঁহার কণ্ঠে বরমালা ও অর্পণ করিয়াছি। আমার মনও নিরন্তর বলিতেছে যে তাঁহার সহিত তোমার শুভ সমাগম হইবে, সঙ্গিনি! এই সংস্কার যদি আমার হৃদয় মধ্যে প্রবল না থাকিত তাহা হইলে কি আমি এতদিন জীষিত থাকিতাম? প্রিয়সখি! আরও বিবেচনা করিয়া দেখ, যাঁহার প্রতি অস্তুঃকরণ একবার দৃঢ়রূপে অনুরক্ত হয় উদ্ধাহ কার্য সম্পাদন না হইলে ও কি তিনি পত্নিরূপে পরিণত হয়েন না? দেখ সাবিত্রী সত্যবানের বর্ষমাত্র পরমায়ু জানিয়াও কেন তাঁহার প্রণয়িনী হইতে সঙ্কুচিতা হয়েন নাই এবং দময়ন্তীই বা কি কারণে ইন্দ্রাদি দেবরক্ষকে পরিত্যাগ করিয়া নিবধরাজের দয়িতা হইয়াছিলেন। ফলতঃ যে রমণী একবার হৃদয়বৃত পতিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের প্রতি নেত্রপাত করিতে পারে, সখি! বলদেখি, পতি পরিত্যাগকারিণী পতিতা ধর্মবিবর্জিতা বারবনিতার সহিত তাহার বিশেষ কি? আমি তোমান্নিগের নিকট এই বলিতেছি; যদি জগদীশ্বরের সমীপে কোন অপরাধে অপরাধিনী না হইয়া থাকি, যদি স্বপ্নেও অন্য পুরুষ চিন্তা মনোমধ্যে উদিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই হৃদয়রঞ্জনের প্রিয়তমা ও প্রাণবল্লভা হইব; তাহার সন্দেহ নাই। প্রিয়সখীগণ! এক্ষণে তোমরা এই সম্বাদ লইয়া সত্ত্বর প্রাণনাথের নিকট গমন কর।

তাহা হইলেই তিনি কোন না কোন উপায় উদ্ভাবন করিবেন ।

সরলা ও চপলা কুমারীর কাতরবাক্য শ্রবণে আর উত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হইল না । অমনি তাহারা তাঁহার আদেশানুসারে আশ্রিতোষগন্ধিরাভিযুখে গমন করিল । তথায় উপস্থিত হইয়া কুমারকে সম্বোধন করিয়া বলিল, কুমার ! এত দিনের পর বুঝি সিংহের সামগ্রী সামান্য শৃগালে সংক্রান্ত করে । এবং চোরের ধন অন্যে গ্রহণ করে, রাজনন্দন ! আপনি কি কিছুই শ্রবণ করেন নাই ? কল্য যে মহারাজ আপনার প্রণয়িনী নলিনীর স্বয়ম্বর কার্য্য সুসম্পন্ন করিবেন, সে কারণ স্বয়ম্বর সভায় নানাস্থান হইতে রাজকুমারগণ সমাগত হইয়াছেন ; নলিনী প্রাণবল্লভ ! নলিনী আপনাকে সেই সভাতে যাইতে বারম্বার অনুরোধ করিয়াছেন, সেই কারণে আমরা আপনাকে সম্বাদ দিতে আসিয়াছি । আসিবার সময় কুমারী ক্রন্দন করিতে করিতে কাতরস্বরে আনাদিগকে বলিলেন, সন্ধিনীগণ ! কুমারকে এই কথা বলিও যদি সেই হৃদয়নাথ সভাতে সমাগত না হয়েন, সে সময় যদি তাঁহার সেই পুচ্চক চন্দ্রানন অবলোকন করিতে না পারি, তদ্বৎই জীবন নাশ করিব । নয়নানন্দ দায়ক ! নলিনী মনে মনে এই সঙ্কল্প করিয়াছেন । এক্ষণে আপনার যাহা কর্তব্য হয় করিবেন । আমরা আর অধিকক্ষণ এস্থানে অবস্থিতি করিতে পারিব না, যেহেতু রাজনন্দিনী উপবনে একাকিনী অবস্থিতি করিতেছেন ।

কুমার সখীদের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, সুন্দরীগণ ! আমি কিরূপে সভায় গমন করি বলদেখি ? ছদ্মবেশে এক্ষণে আসিয়াছি । এ অবস্থায় স্বয়ম্বরসভায় গমন করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? প্রিয়ভ্রাতৃ তখন সহাস্ত্রবদনে বলিলেন, কুমার ! আপনি ইহার জন্য এত ভাবিতেছেন, আপনি না হয় সন্ন্যাসীর বেশেই গমন করিবেন, তাহাতেই বা ক্ষতি কি ?

সরল! ও চপলা! সচিবদ্বয়ের সহুপায় বাক্য শ্রবণে সান্তিগয়
আনন্দিতা হইয়া বলিল, হৃদয়দর্শিন! আপনি অতি উত্তম বৃত্তি
স্থির করিয়াছেন, আমরা ইহাতে পরম প্রীতিলাভ করিলাম।
একণে যাই, কুমারীকে এই শুভ সম্বাদ প্রদান করিয়া সুস্থ করি।
আর দেখুন রাজনন্দন! সম্বাসীর বেশেই যদি আপনার সভাতে
যাওয়া স্থিরীকৃত হইল, আমাদের একটা প্রার্থনা শুনিতে হইবে,
সভার পার্শ্বদেশে এক প্রকাণ্ড বিল বৃক্ষ আছে, তাহার মূলদেশে
আপনি অজিনাসনে সমাসীন থাকিবেন, তাহা হইলেই কুমারী
অনায়াসে আপনাকে বরণ করিয়া কৃতকার্য হইতে পারিবেন।
এই কথা বলিয়া তাহার কুমারের নিকট বিদায় গ্রহণান্তে যতদূর
উপবনে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং রাজনন্দিনীসমীপে সমস্ত
বিষয় প্রকাশ করিয়া বলিল। কুমারী আশ্চর্য্যাপন্ন সমস্ত শ্রবণ
করিয়া অতিশয় আনন্দিতা হইলেন।

রাত্রি উপস্থিত হইল। অভাগত রাজকুমার সকল “নলিনীকি
আমার প্রণয়িনী হইবেন” ইত্যাকার নানাবিধ চিন্তায় যামিনীয়াপন
করিতে লাগিলেন। নলিনী সকল রাজকুমারেরই চিন্তার কারণ
হইয়াছিলেন, কিন্তু নলিনীর হৃদয়ে কেবলমাত্র কুমার বিজয়কিশোর
বিরাজিত। সে বিভাবরীতে অনেককে বিভাকরের প্রতীক্ষা করিতে
হইয়াছিল, আমন্ত্রিত রাজপুত্রগণ প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, কুমারী
নলিনীর ত কথাই নাই। রাজনন্দিনীর সে রজনী আর কোনরূপেই
প্রভাতা হয় না, অতি দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে
রজনী প্রভাতা প্রায়। প্রিয়সমাগমে যাপিত যামিনী অনিদ্রিতা
বধূনয়নের ন্যায় উষাদেবী পূর্ণগগনাস্তন হইতে আরক্ত নয়নে
জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। আহা! সেই দৃষ্টি
কাহার পক্ষে হৃদৃষ্টি, কাহার পক্ষে কুদৃষ্টি, কেহবা সুখবিবর্জিত,
কেহবা সুখমদে মত্ত, কাহার বা অভীষ্টপূর্ণ, কেহবা বিফলমনোরথ,
কাহার মুখে হাস্য প্রকাশমান, কেহবা বিরস, কেহ সম্বানিত, কেহ

অবমানিত, কেহবা ছদ্মবেশে জঘসার্থক করিতেছে, কেহবা প্রকাশ্য-বেশে জীবন বিফল জ্ঞান করিতেছে। উষা অন্তর্হিত হইলে জগ-জ্ঞাননী ক্রমে শুক্লাবাস পরিধান করিতে উদ্যত হইলেন। কমলিনী-কাস্ত, কাস্তার বিয়োগান্তুর করিবার কারণ অকণ্ঠ সহ হাস্যবদনে পূর্ষদিকে দেখা দিলেন। রাজপুত্রী কোলাহলময় হইল, অভ্যাগত রাজপুত্রগণ প্রাতঃকৃত্যাদি কার্যে নিযুক্ত হইলেন। মন্ত্রীরা আদেশানুযায়ী যে যে কার্যে নিয়োজিত হইয়াছিল; প্রভাত হইবামাত্র তাহারা স্ব স্ব কার্যে নিযুক্ত হইল। মহারাজ প্রভাতকালীন কার্যাদি সমাপনান্তে সভামণ্ডপে সমাগত হইয়া সচিবকে সাদর সম্ভাষণপূর্বক কহিলেন, সচিবশ্রেষ্ঠ! সম্প্রতি তুমি রূপগুণ সম্পন্ন রাজকুমারগণকে স্বয়ম্বর সভায় আনয়ন জন্য শীঘ্র সুবিজ্ঞ গুণীবর্গকে প্রেরণ কর। মন্ত্রী মহোদয় তদুত্তরে মন্ত্রীপতির আদেশ প্রতিপালন করিলেন।

ক্রমে রাজপুত্রগণ সভায় সমাগত হইতে লাগিলেন। মহারাজ প্রিয়বাক্যে তাঁহাদের সকলের সম্মান সন্তোষপূর্বক পৃথক পৃথক সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। যদ্রূপ সুমেক্ষণ্যে অধ্যাসীন অমরবৃন্দ শোভাশালী হইয়া থাকেন, রাজনন্দন সকলও সিংহাসনা-রূঢ় হইয়া তদ্রূপ শোভাশালী হইয়াছিলেন। শোভাদেবী জলদ-জাল মধ্যগত সে দামিনীর ন্যায় কুমারগণের কোমলাঙ্গে বিভক্ত হও-য়ায় তাঁহারা একান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন আহা! সে সময় সভা যে কি অনির্বচনীয় শোভাধারণ করিয়াছিল, তাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা দুর্লভ। মহীপাল স্বয়ম্বরস্থল একরূপ সুদীর্ঘ ও আয়ত এবং বহুবিধ মণিময় পদার্থাদিতে মণ্ডিত করাইয়াছিলেন, যে সেকরূপ নয়ন ও মনের তৃপ্তিকর সুসজ্জিত স্বয়ম্বরসভা কোন রাজকন্যার স্বয়ম্বর সময় হইয়াছিল কি না সন্দেহ। অধিক কি, যেমন অগস্ত্য-ঋষি করতলে জলধি ও ভূতভাবন ভগবান নারায়ণের জঠরে চতুর্দশ

ভূবন অবিরলরূপে অবস্থিতি করিয়াছিল, তদ্রূপ নিখিল জগৎগুলোর

রাজকুমার মণ্ডল একত্র মিলিত হইয়া মালবদেশাধিপতির সভায়ওপে অবিরল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। আত্মা সভাগত সেই সকল সৌন্দর্য্যশালী কুমারদিগের সুচাক বহুমূল্য অঙ্গভূষণপ্রভায় তত্বস্থ নভোবিভাগ চিত্র বিচিত্রিত হইয়াছিল। সভায়ওপে মুনিগণ যোগিগণ সতন্ত্র সতন্ত্র দিব্যাসনে উপবিষ্ট, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মগণ মধ্যস্থলে সমাসীন হইয়া ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নানাবিধ আলোচনা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে নলিনীর চিরপ্রণয়ী ত্রেকসিন্দেহাধিপতি রাজা কেশরীবার্হোর পুত্র কুমার বিজয়কিশোর সম্বাসীরবেশে সভাপার্শ্ববর্ত্তী পূর্ষ নিক্রপিত ত্রিফলভকমূলে কুরঙ্গচর্চাসনে উপবিষ্ট হইয়া মহারাজের সভার অত্যাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে যারপর নাই প্রীতীলাভ করিলেন। তৎকালে তন্দ্রপ্রলিপ্ত তরুমূলস্থ নবীন কপট সম্বাসী, স্বীয় শরীরের অনুপম সৌন্দর্য্যপ্রভাবে মহামূল্য সিংহাসনোপবিষ্ট সবুজল বেশধারী রাজনন্দনদিগের অঙ্গসে সর্বা গর্জ্জিত করিলেন। পানপাসমুদ্রমধ্যগত পারিজাতের ন্যায় নবীন সম্বাসী নিজ অঙ্গপ্রভাবে সকলকে পরাজয় করিলেন। অলিকূল যেমন সুগন্ধি পুষ্পপানপ পরিহার পূর্ষক মদশাবি বন্য গন্ধগাজে নিপতিত হইয়া থাকে তদ্রূপ সভাস্থ সকলের নয়নাবলী সেই ভুবনমোহনমুষ্টি সম্বাসীর প্রতি নিক্ষিপ্ত হইল। রাজবংশবেত্তা ব্রতিপাঠকেরা স্বর্গ ও চন্দ্রবংশীয় ভূপালগণের স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। অণ্ডকসমুৎপন্ন ধূপধূম পতাকা উকাত হইতে লাগিল। শঙ্খধ্বনি ও মাস্তুলিক তুর্ঘ্যানিনাদে দিগন্ত পরিপূর্ণ হইয়া গেল। রাজভবন সম্বিত্ত শিখিকুল সেই শঙ্খরব শ্রবণ করিয়া নীরদধ্বনি বোধে মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিল।

অনন্তর মহীপাল শুভক্লে কুমারীকে সভাস্থলে আনয়ন জন্য আদেশ করিলেন। যাহার লাবণ্যতরঙ্গ জলধিতরঙ্গকেও অতিক্রম করিয়াছে। যিনি দশনপ্রভা দ্বারা নক্ষত্রমণ্ডল, বদনপ্রভা দ্বারা সুধাকর, ও কেশপাশ দ্বারা আকাশমণ্ডল পরাতর করিয়াছেন। শিবিকা

রোহিণী জগন্মোহিনী সেই মালবদেশ রাজনন্দিনী হেমনলিনী
 বিবাহযোগ্যবেশে ক্রমে সভামণ্ডপে প্রবেশিত হইলে, বিবাহার্থি রাজ-
 নন্দনদিগের শত শত নেত্র সেই কন্যার ত্বের প্রতি পতিত হইল । অ-
 নন্তর কাদম্বিনী মধ্যগত সৌদামিনীর ন্যায় কুমারী শিবিকা মধ্য হইতে
 বহির্গত হইলে, তাঁহাকে দর্শন করিয়া সভাস্থলে এমন কোন রাজ-
 কুমারই ছিলেন না, যে তাঁহার অতুতপূর্ণ লাবণ্য অবলোকন করত
 কুমুদশরের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া কণ্টকিত কলেবর হয়েন নাই,
 তখন তাঁহারা মনে মনে বলিতে লাগিলেন, সুধাকর বৃষি নিজ সুধা-
 সমুদ্ভূত নবনীত দ্বারা এই অক্ষনার অক্ষ সৃজন করিয়াছেন এবং নিজ
 পূর্ণ কলেবরের অনুকরণ করিয়া এই রমণীর ত্বের বদনমণ্ডল সৃষ্টি করিয়া
 থাকিবেন । ক্রমে সন্ধ্যার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল । সমাগত
 রাজপুত্রগণের কুলশীলজ্ঞ বহুদশী জনৈক ভট্ট কুমারীর অগ্রে অগ্রে
 তাঁহাদিগের পরিচয় প্রদান করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন ।
 রাজনন্দিনীর পশ্চাত্তাগে সরলা ও চণলা সচন্দনবরমালাসজ্জিত-
 হেমময়পাত্র হস্তে গমন করিতে লাগিল । যেমন মুকুলিত কমল
 মধ্যে চন্দ্রকিরণ স্থান লাভ করিতে পারে না, তদ্রূপ কুলজ্ঞভট্ট
 মহোদয়ের রাজকুমারগণের পরিচয় বাক্য নলিনীর অন্তরে স্থান
 লাভ করিতে সমর্থ হইল না । তদ্রূপ রজনীতে সৌধ মধ্যগত দীপ-
 লিখা স্থানান্তরিত হইলে, সে স্থান তিমিরাবগুণিত হয় তদ্রূপ রাজ-
 নন্দিনী নলিনী যে যে রাজপুত্রগণকে অতিক্রম করিতে লাগিলেন,
 তাঁহারা অমনি বিবাদে বিবর্নভাব প্রাপ্ত হইলেন । ক্রমে কুমারী মহা-
 কুলসমুদ্ভূত কুলপ্রদীপ তাঁহার হৃদয়তন্তর নিজরাকিশোর যে বিলুবক্ষ-
 মুলে উপবেশিত তথায় সমুপস্থিত হইয়া লজ্জাসঙ্কোচ করত সাক্ষাৎ
 বরমাল্যের ন্যায় চিত্তপ্রসাদ নিবন্ধন প্রসন্নদৃষ্টি দ্বারা সন্ন্যাসীকে
 প্রতিগ্রহ করিলেন । তখন লজ্জা ও ভয়ে কিছুমাত্র অনুরাগপ্রকাশ
 করিতে পারিলেন না, কিন্তু তাহা রোমাঞ্চহলে তাঁহার অক্ষয়ি ভেদ
 করিয়া নিষ্কাশ হইল । করভোক বামনয়ন রাজকন্যা যুর্জিমান অনুরা-

গের ন্যায় সহচরীর নিকট হইতে বরমালা গ্রহণ করিয়া সম্মাসীবেশ-
ধারী কুমার বিজয়কিশোরের সূচাকণ্ঠে সম্মিবেশিত করিয়া দিলেন ।
উষাকালে একদিকে কমল সকল প্রফুল্লিত, অন্য দিকে কুমুদদল
মুকুলিত হইলে সরোবরের যেরূপ শোভা হয়, সম্মাসীগলে মালা
প্রদত্ত হইলে শয়শ্বরসভা তাদৃশ শোভা ধারণ করিল । একদিকে
সমাগত রাজকুমারদিগের বিবাদ, অন্যদিকে সখীগণ পরিবৃত্তা হেম-
নলিনী ও সম্মাসীর আনন্দ, রাজপুত্রগণ সেই দণ্ডেই বিবাদ ও
লজ্জাকে সঙ্গে করিয়া স্ব স্ব দেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ।

সেতু ভঙ্গ হইলে জলরাশি যেরূপ কমলকুলকে বিবাদে বিবর্ণ
করিয়া অনায়াসে প্রস্থান করে ; মদমত্ত করিণী যেমন মৃগাল ভোজ-
নার্থ লোচনানন্দকর পদ্মবনে প্রবিষ্ট হইয়া পদ দ্বারা শতদল সহস্র-
দলকে দলিত ও ভ্রীড়কট করিয়া থাকে ; তদ্রূপ কোমলাঙ্গী কন্যারত্ন
কুমারতুল্য রাজকুমারদিগকে বিবাদবারিধিতে নিমগ্ন করিয়া অজ্ঞাত-
কুলশীল সামান্য এক সম্মাসীর অযোগ্য কণ্ঠদেশে শুভহুচক বর-
মালা প্রদান করিল দর্শন করিয়া মহীপতি বীরসেন ক্রোধে নিদাঘ-
কালের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর মুক্তি ধারণ করিলেন ;
এবং তাঁহার শরীর প্রবল প্রভঞ্জনহিল্লোলে প্রকম্পিত পঙ্কজের ন্যায়
কম্পমান হইতে লাগিল । কিন্তু পূর্বে যে কমলানন আনন্দে সমু-
জ্জ্বল ছিল, সে বদন প্রাণাধিক কন্যার গর্ভিত ব্যবহারে সাময়-
িকালের কমলের ন্যায় শ্রীধারণ কবিল, তখন মহারাজ বীরসেন
লোকলজ্জা ও জনাপবাদ ভয়ে একান্ত ভীত ও নিতান্ত দুঃখিত
হইয়া অধোবদনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । কোনরূপেই
আর তাঁহার মুখ হইতে বাক্য নিঃসরণ হইল না । কেবল নয়নযুগল
হইতে দরদরিত জলধারা বিগলিত হইয়া ধরাকে সিঞ্চ করিতে
লাগিল । আহা ! সে সময়ে বোধ হইল যেন মহীপতি কুলকলঙ্ক-
ভয়ে ক্রন্দন করিতে করিতে মনে মনে মনস্তাপের কথা বহুমুত্তির
নিকট ব্যক্ত করিতেছেন ।

অনন্তর অবশিষ্ট কথকিঃ ধৈর্য্যাবলম্বনপূরক মনোমধ্যে
 হুহিতার অসম্ভবনীয় দুর্ঘটনার বিষয় বহু বিবেচনার পর স্থির করি-
 লেন যে কন্যা শৈশবাবধি মুলীলা, তাহাতে আবার নীতিশাস্ত্র অধ্য-
 য়ন করিয়া নির্মল জ্ঞান লাভ করিয়াছে ; সে স্মৃতি তনয়া সহসা
 নীতি বিগর্হিত সভাস্থিত সন্মুখমণ্ডিত সমুদয় রাজকুমারদিগকে
 পরিভ্যাগ করিয়া সামান্য সম্মাসীর কণ্ঠে মালা সমর্পণ করিবে, ইহা
 কখনই সম্ভবপর নহে । আমার বোধ হয় ঐ সম্মাসী মায়াবী
 মোহিনীমায়াবলেই মনোমোহিনী কন্যার মন হরণ করিয়াছে
 তাহাতে আর সন্দেহ নাই । এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিতে করিতে
 ধৈর্য্যগুণ তিরোহিত হইয়া অন্তরে পুনরার ক্রোধানল প্রজ্বলিত
 হইয়া উঠিল । আর কোন ক্রমেই নিস্তক্ক হইয়া থাকিতে পারিলেন
 না, তখন ভূপতি ভূতাগণকে আদেশ করিলেন, যে সম্মাসীকে শীঘ্র
 বন্ধন করিয়া আমার সম্মিথানে আনয়ন কর । রাজাজ্ঞায় তাহারা
 তদ্রূপেই সেই নবীন সম্মাসীকে উৎপীড়ন সহ বন্ধন করিতে উদ্যত
 হইল । আহা কি দুঃখের বিষয় ! যে রাজনন্দন নালিনী লাভার্থ
 অশেষবিধ কষ্টভোগ করিয়াছিলেন । কেবলমাত্র অপমান ও বন্ধন
 অবশিষ্ট ছিল, প্রাণাদিকা নালিনীর জন্য অদৃষ্টক্রমে অন্য স্রবশ্বর
 সভায় তাহাও ঘটিল । ভূতেরা যখন সম্মাসীকে রাজসমীপে
 লইয়া যাইয়া বহুতর তিরস্কার ও প্রহার করিতে লাগিল । এমন
 সময় হটাৎ তাঁহার কাপ্পনিক জটাবার ও শ্রুঞ্জি উঘোচন হওয়ায়
 সম্মাসীভাব তিরোহিত হইল ; তখন তিনি স্রবশ্বরসভায় রাহুখ
 বিনির্গত শারদীয় পূর্ণশশধরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন ।
 সেই সর্ষাপ সুন্দর পুরুষরত্নের শিখরীরজ্যোতিতে সভা সমুজ্জ্বল
 হইয়া উঠিল । তদ্রূপে সভাস্থ সকলেই বিমুগ্ধ ও আশ্চর্য্যাস্থিত
 হইয়া চিত্রাংগিতের ন্যায় তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ।

পবিত্রসভায় বিক্রমসেন নামে জনৈক সওদাগর উপবিষ্ট
 ছিলেন । বাণিজ্যার্থ ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানেই তাঁহার গমনা-

গমন ছিল। একারণ তিনি ত্রুক্ষদিশোধিপতি মহারাজ কেশরী-বীর্ঘের নিকট পরিচিত থাকায়, কুমার বিজয়কিশোরকে বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন। তিনি দেখিবামাত্র অনায়াসেই জানিতে পারিলেন, যে ঐ নবীন পুরুষ ত্রুক্ষদিশোধিপতির পুত্র, সওদাগর অমনি গাত্রোদ্ধানপূর্ণক কুমার সন্থীপে উপস্থিত হইয়া সন্নিবেশ ও রক্তাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, কুমার! আপনি ত্রুক্ষদিশোধিপতির পুত্র হইয়া সামান্য সম্মানসীরবেশে সভায় সমাগত হইয়াছেন? কি আশ্চর্য্য! এই বলিয়া সওদাগর বিজয়কিশোরের বন্ধন বিমোচন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাঠিতে লাগিলেন।

মহারাজ দীরসেন যখন দর্শন করিলেন, সওদাগর সন্নিবেশে কপট নবীন সম্মানসীকে ত্রুক্ষদিশোধিপতির পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতেছে, তখন উহার বিমর্ষ বদন কথঞ্চিৎ হর্ষযুক্ত হইল এবং মনোমধ্যে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, ঐ নবীন সম্মানসী প্রকৃত সম্মানসী নহে। যদিও যথার্থ সম্মানসী হইত, তাহা হইলে উক্তদিগের উৎপীড়নে জটিল ও শঙ্করাজি উদ্ভূত হইত না। আমার বোধ হয় রাজপুত্র, তাহা না হইলে সওদাগর সহসা রাজনন্দন বলিয়া সম্বোধন করিবে কেন? বিশেষতঃ উহার যেরূপ অঙ্গসৌন্দর্য্য ও মুচিকুদি দর্শন করিতেছি, ইহাতে সামান্য বংশসম্ভূত বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, আর আমার নিশ্চিন্ত থাকা কোনরূপে যুক্তিযুক্ত হইতেছেন। সওদাগরকে জিজ্ঞাসা করিলেই উহার প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারিব। যদ্বীপতি মনোমধ্যে এইরূপ স্থির করিয়া সওদাগরকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, বাগিজ্যোপজীবিন্! তুমি যখন ঐ নবীনযুবাকে রাজনন্দন বলিয়া সম্বোধন করিতেছ, তখন উহার বিষয় অবশ্যই বিদিত আছ। যাহা হউক, উহার প্রকৃত পরিচয় প্রদানে আমাকে সত্ত্বর সক্ষম কর। নতুবা তোমার সমক্ষে এই দণ্ডেই দুইটের শিরচ্ছেদন করিব।

* এই বাক্য শ্রবণমাত্র বণিক কম্পিত কলেবরে ও গললগ্নীকৃত-

বাসে নিবেদন করিলেন, রাজন ! আমি অতি সামান্য ব্যক্তি, আমার বাক্য যে আপনার বিশ্বাসযোগ্য হইবে, ইহা অতি অসম্ভব, অতএব হে তুপতে ! আমি ধর্ম্মরূপ ধার্মিকশ্রেষ্ঠ ধরণীপতির পুত্রের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিতেছি শ্রবণ করুন। বহুধাধিগতে ! বাণিজ্যার্থ আমার সকল রাজ্যেই গমনাগমন আছে, একারণ ইহাঁকে আমি বিশেষরূপ পরিজ্ঞাত আছি। ইনি ত্রক্ষর্ষিদেবধিপতির একমাত্র পুত্র, ইহার নাম বিজয়কিশোর, কি কারণে যে সম্রাসীর বেশে সভাতে সমাগত হইয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। আমার বোধ হয় কোন না কোন বিশেষ কারণ বশতঃ সম্রাসী হইয়া থাকিবেন, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। ধরণীপতে ! যত্বেপি এই সামান্য নরের বাক্য বিশ্বাসযোগ্য না হয়, তাহা হইলে বিলাসভবনস্থ রাজকুমারদিগের প্রতিমূর্ত্তি সকল আনয়ন করিয়া দর্শন করিলেই আপনার প্রতীতি হইতে পারিবে। মনুজেশ্বর ! ইতিপূর্বে আমি এই রাজনন্দনের প্রতিমূর্ত্তি আনয়ন করিয়া আপনার চক্রেবস্তীচিহ্নিত পদপঙ্কজে সমর্পণ করিয়াছিলাম ; এক্ষণে বোধ হয় তাহা বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন, এই বাক্য বলিয়া সওদাগর নিস্তক্ক হইলেন।

তুপতি সওদাগরের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভূত্যাগণকে বিলাসভবন হইতে রাজকুমারদিগের প্রতিমূর্ত্তি সকল শীত্র আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। আদেশমাত্র তাহার নানাদেশীয় নরপাতিনন্দনদিগের প্রতিকৃতি লইয়া তুপতির সম্মিধানে প্রদান করিল। তুপতি প্রত্যেক প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিলেন, অনন্তর যখন রাজাবীরসেন বিজয়কিশোর নামাঙ্কিত অতি আশ্চর্য্য প্রতিমূর্ত্তি হস্তে লইয়া অবলোকন করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার দুঃস্বপ্নের নিমেষ পতিত হইতে ছিল কি না সন্দেহ। বহুধাপতি বহুকক্ষে প্রতিকৃতি হইতে নয়নোস্তলন করিয়া মধ্যে মধ্যে কুমারের মোহিনীমূর্ত্তি অবলোকন করিতে লাগিলেন। যখন কুমারের মূর্ত্তি চিত্রপটের সহিত সম্মিলিত হইল, তখন তাঁহার বিষমবদনকমল ধর্বা-

কণে বিকসিত হইল, বিসাদস্ব করণ আনন্দে পুলকিত হইল । যমী-
পতি কুমারের প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া এবং কুমারের যুষ্টি
প্রতিযুক্তির সহিত মিলিত হইল নশন করিয়া যারপরনাই প্রীত
হইলেন । তখন তিনি লজ্জিতাননে রাজনন্দনকে অঙ্কে গ্রহণপূর্বক
বারম্বার চন্দ্রানন চুম্বন ও মস্তকদ্রাণ করিতে লাগিলেন, এবং দুর্লভ
কুমাররত্নকে রত্নসিংহাসনে উপবেশন করাইয়া বিনম্রবদনে বলিলেন,
কুমার ! আমি না জানিয়া আপনার প্রতি অতি গর্হিত ব্যবহার
করিয়াছি, আপনি ব্রহ্মদৈশোধিপতির ওনয় হইয়া সামান্য সম্মানসীর
বেশে সভায় সমাগত হইবেন, ইহা স্বপ্নের অগোচর ; অতএব রাজ-
নন্দন ! ইহার প্রকৃত কারণ নির্দেশ করিয়া আমার বিচলিত চিত্তকে
শুশ্রূ ককন । ভবাদৃশ মহাকুল সম্ভূত দুর্লভ পুরুষরত্নের শুভাগমনে
অদ্য আমার জন্ম, কর্ম, সকলই সকল বোধ হইল । আমি পূর্ব
জন্মে না জানি কতই পুণ্য ও তপস্যা করিয়া ছিলাম ; সেই হেতুই,
আপনি আমার জামাতা হইয়া মদীয় মুখ ও বংশ সমুদ্ভুল করি-
লেন । তন্নিম্ন ভবাদৃশ বিমলবংশ সমুৎপন্ন সর্গগুণসম্পন্ন পুরুষ-
রত্ন মাদৃশ মনুজেশ্বরের ভাগ্যে কখনই ঘটিত না । কুমার ! অধিক
আর আপনাকে কি বলিব, প্রাণাধিকা হেমনলিনীও আমার প্রাক্তন
জগো বহুতর সুরূতি করিয়া ছিল, সেইহেতু ভবদীয় মহাপুরুষের
পদপঙ্কজপরিচর্যায় নিযুক্ত হইল । পুরুষশ্রেষ্ঠ ! নলিনী যে
শৈশবাবধি মনোমত পতি লাভার্থ একান্তমনে মহাদেবের আরাধনা
করিয়া ছিল ; অদ্য যুগ্ম শঙ্কর সদয় হইয়া তাহার চিরমনোরথ পূর্ণ
করিলেন । এক্ষণে আমি জগদীশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে এই
প্রার্থনা করি যে, তোমরা উভয়ে দাম্পত্যরূপ বিশুদ্ধ রত্নশৃঙ্খলে
আবদ্ধ হইয়া চিরজীবন পরম সুখে অতিবাহিত কর ।

রাজা এই সকল মুখিষ্ট বাক্যে কুমারকে সন্তুষ্ট করিয়া সভাস্থ
সকলকে সাদর সম্ভাষণ পুরসের বলিলেন, কেশরীবীর্ঘের পুত্র
বিজয়কিশোরের সহিত কল্যা কন্যার প্রকাশ্য পরিণয়কার্য্য সুসম্পন্ন

১৬২

নিখিলনলিনী ।

হইবে ; অতএব মহাশয়েরা কলা সভায় সমাগত হইয়া শুভকার্য সম্পাদন করিবেন । এই বাক্যবসানে সভা ভঙ্গ হইল । অনন্তর ভূপাল কুমারের করকমল ধারণপূর্বক বিলাসভবনে উপস্থিত হইলেন, এবং রাজনন্দনের ভ্রাতৃত্বান্বিত কোমলকলেবর স্বহস্তে পরিমাঙ্কনা করিতে লাগিলেন । বহুমূল্য রাজপরিচ্ছদে অঙ্গ অলঙ্কৃত করিয়া রত্নসিংহাসনে উপবেশন করাইলেন । রাজনন্দনও রাজার বদ্রে যথেষ্ট সজ্জা হইয়া মনোমধ্যে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এতদিনের পর হৃদয়বিলাসিনী নলিনীর প্রাণবল্লভ হইলাম, অতএব আশাপেক্ষা সৌভাগ্যশালী ধরণীমণ্ডলে আর কে আছে । প্রকৃতিভাঙ্গ্যকরণে এই রূপ ভাবিতোছেন, এমন সময় ভূপতি স্নেহপূর্ণ বাক্যে কুমারকে সম্বোধন করিয়া পুনর্বার সম্যাসী হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, রাজনন্দন লজ্জাবনতবদনে আদ্যোপান্ত সমস্ত রত্নাঙ্ক নৃপতিসম্মিথানে প্রকাশ করিলেন । তজ্জ্বলে তিনি সাতিশয় বিস্ময়াগ্নিত হইলেন এবং ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে রাজহুতের প্রাণাধিক হৃদয়শ্রেষ্ঠ সচিবহৃত প্রিয়ব্রতকে বচাসমারোহে নিবালয় হইতে আনয়ন করাইয়া বিলাসভবনে বিজয়কিশোর ও প্রিয়ব্রতের সহিত নানা কথাপ্রসঙ্গে সে রজনী তথায় যাপন করিলেন ।

পরদিবস নৃপতির নির্দেশানুসারে কেশরী যেমন অচল মধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করে, তদ্রূপ কুমার কুমারবিনিম্বিত কলেবরে বিবিধ রত্নাভরণ ধারণপূর্বক কনকস্বস্ত্র সংযুক্ত তোরণরাজি বিরাড়িত রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিয়া বিশুদ্ধ বিচিত্র রত্নাসনে সমাসীন হইলে, নভোমণ্ডলে চন্দ্রমণ্ডল যদ্রূপ শোভমান হয়, তদ্রূপ তাঁহার সেই মণিকুণ্ডল-ঙ্কৃত মুচিঞ্চি চিকুরনিচ্যুত মুচাক সমুজ্জ্বল বদনমণ্ডল শোভা পাইতে লাগিল । তদ্বর্শনে সভাস্থ সকলের মনোমধ্যে এই ভ্রম উপস্থিত হইল যে, ঐ পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজকুমার, কি কুমার, কি অশ্বিনীকুমার, কি অনঙ্গদেব, তাহারা তখন কিছুই স্থির করিতে পারে নাই ।

এমন সময়ে মহীপতি বীরসেন সানন্দিতমনে সহাস্যবদনে সাল-
কৃত সাক্ষাৎ বিদ্যুৎগতা দুহিতাকে রাজকুমারের হস্তে সমর্পণ করিয়া
জীবন সার্থক জ্ঞান করিলেন । মরীচিমালীর মরীচিমালায় নিকষস্থ
কনকরেখা যেমন সম দীপ্তিমান হয়, মহারাজ কুমারীকে কুমারের
হস্তে প্রদান করায়, তাঁহার তদ্রূপ শোভমান হইয়া উঠিলেন ।
ক্ষণকাল পরে সভা ভঙ্গ হইল । রাজাজ্ঞায় বাহকেরা কন্যাসহ
কুমারকে শিবিকায় আরোহণ করাইয়া অস্ত্রপুরে প্রবেশ
করিলেন । অস্ত্রপুর্চারিণী রমণীগণ রাজকুমারকে প্রাপ্ত হইয়া
নানাবিধ আমোদ প্রমোদ করিতে প্রবৃত্ত হইল । মহারাজও সেই
দিবস হইতে বিজয়কিশোর ও প্রিয়ত্রতের বিলাসার্থ এক অতি
রমণীয় বিলাসভবন নির্দিষ্ট করিয়া রাখিলেন ।

আহা ! এতদিনের পর বিজয় নলিনীর বিবাহরূপ বিমলনলিনী
বিকসিত হইল । সুখরূপ সৌভে রাজ্যস্থ প্রাণিমাত্রই অপার
প্রীতিলাভ করিল । সকল গৃহেই নৃত্য, গীত, বাদ্য আরম্ভ হইল ।
যে যাহা প্রার্থনা করিল, মহারাজ তৎক্ষণাৎ তাহাকে তদ্ব্য প্রদানে
সম্মত করিলেন । এইরূপ ঘোর সমারোহে পরিণয়কাণ্ড সম্পা-
দিত হইল । ভূপাল যোগ্যপাত্রের কন্যা সমর্পণ করিয়া যারপর-
নাই সুখানুভব করিতে লাগিলেন । যাহার পরিশ্রমে যত্রে ও ঐকা-
স্তিকতায় কুমার নলিনীলাভ করিলেন ; অতুলগুণসম্পন্ন অতিশয়
অধ্যবসায়ী অকণ্টকহৃদয় প্রকৃত প্রণয়ের একমাত্র উদাহরণস্থল
সচিবতনয় প্রিয়ত্রতের এতদিনের পর সকল আশা পূর্ণ হইল ।
কোমল কুমুদশস্যের নিশায় নবদম্পতীর হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত ও
লজ্জা লজ্জা প্রাপ্ত হইয়া স্থানান্তরিত হইল । উভয়ে উভয়ের মনোগত-
ভাব প্রকাশ করিলেন । নিশিথিনীতে নিশানাথ যেমন প্রণয়িনী
কুমুদিনীর মনস্তৃষ্টি সম্পাদন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ কুমার বিজয়-
কিশোর বিভাবরীতে শ্মিতপূর্ণাভিভাবিণী প্রণয়িনী নলিনীসহ
অভিমুহুর্ত হইয়া নিত্য নিত্য নব নব সুখানুভব করিতে লাগিলেন ।

এক্রূপে একমাস দ্বিতীয় মাস করিয়া ক্রমে চতুর্থমাস অতিবাহিত হইল ।

একদিবস রাজনন্দন শৌর্য্যশালী মুহুদশ্রেষ্ঠ প্রিয়ত্রতের সহিত বিলাসভবনে উপবিষ্ট হইয়া নানাবিষয়িণী বাণীপ্রসঙ্গে কালান্তিপাত করিতেছেন । এমন সময় তাঁহার জনক জননীর কথা সহস্রাশ্রয়পথে আকৃষ্ট হওয়ায় সহাস্যবদন ক্রমে মলিন হইয়া আসিল । সর্বাঙ্গ রোমাক্ত হইয়া উঠিল । দরদরিত বাম্পবারি বক্ষস্থল অভিষেক করত পরিধেয় বসন আদ্র করিয়া তুলিল । উন্নত নাসারন্ধ্র হইতে মুদীর্ঘনিশ্বাস নির্গত হইতে লাগিল । পরিতাপবেগে উপবিষ্ট থাকিতে না পারিয়া অবসন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন । শোকানল সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া আর্তিহরে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন ; হায় আমি কিনরাধম ! কি কুলাঙ্গার ! কি পায়ণ ! যে জনক জননী হইতে এই ভ্রমণল দর্শন করিলাম ; যে জননী আমার জন্য দশমাস দশদিন নিদ্যকণ গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন । আমি সেই সর্বোৎকৃষ্ট গুণজন জননীকে বিস্মৃত হইয়া রাখিয়াছি । হায় ! আমি কি পায়র ! হা মাতঃ ! হা তাত ! আপনার কি আমার বিরহে অদ্যাপি জীবিত আছেন । কণকালমাত্র আমি চক্ষুর অন্তরাল হইলে চতুর্দিক শূন্যময় দর্শন করিতেন ; হা পুত্র ! হা পুত্র ! বলিয়া ক্রন্দন করিতেন । আমি কোথায় রূত জ্ঞাপাণে বদ্ধ থাকিয়া আপনাদের পদপঙ্কজ পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিব, তাহা দূরে থাকুক, একবার আপনাদের কথা মনেও ভাবিলাম না । কেবল সামান্য প্রেমের অধীন হইয়া পরমমুখে কাল হরণ করিতেছি, হায় আমি কি রুতন ! তাহা না হইলে জনক জননীকে শোকাগ্রে ভাসাইয়া স্নয়ং সুখাভিলাষী হইব কেন ? ইত্যাকার হৃদয়ভেদী বাকা বারম্বার উচ্চারণ করত ককণথরে বাম্পাকুললোচনে রোদন করিতে করিতে আপনাকে শত শত ধিকার দিতে লাগিলেন । প্রিয়ত্রতও কুমারের সহিত অজস্র অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন ।

আহা ! এতদিনের পর রাজকুমারের বিগর্হিত কার্যসমূহের পশ্চাত্তাপ আরম্ভ হইল । বিগর্হিত কার্য করিলেই পশ্চাত্তাপ করিতে হইবে, ইহা বিধাতৃ বিহিত, শাস্ত্রেও কথিত আছে যে “ বিধাতৃ বিহিতং মার্গং নকশিতিবর্ততে,” অর্থাৎ বিধাতা যাছা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তাছা অতিক্রম করা কাহারও সাধ্য নহে ; অদ্যই হউক, বা কলাই হউক, বা দশদিবস পরেই হউক, ঈদৃশ কার্যের অনুতাপ নিশ্চয়ই করিতে হইবে । পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের অজ্ঞাতনারে এবং তাঁহাদিগকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া রাজকুমার ও সচিবতনয় যে বিদেশগামী হইয়াছিলেন । অদ্য তাহার অনুতাপ আরম্ভ হইল । উভয়েই শোকে অতিশয় অধীর হইয়া নানাবিধ খেমটুক বাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন । অনন্তর মস্ত্রিপুত্র উদ্ভূত শোকাবেগ কিয়ৎ পরিমাণে সম্বরণ করিয়া কুমারকে সাস্তুনা করিতে লাগিলেন । রাজনন্দন প্রিয়তম বাক্যে শাস্ত হইয়া উভয়ে স্থির করিলেন যে, অচিরে রাজ্যাজ্ঞা গ্রহণপূর্বক ব্রহ্মধি-রাজ্যভিযুগে যাত্রা করিবেন ।

সে দিব্যভাগ বিলাপ ও পরিভাপেই অভিযুক্ত হইল । রাজনীযোগে রাজনন্দন কুমুমকোমলশয্যা পরিভাগপূর্বক কঠিন মৃত্তিকাসনে পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন । তাঁহার নিকম্ব নয়নযুগল হইতে অবিরত শোকাশ্রু বিগলিত হওয়ায়, দুঃনয়ন জবাকুমুহের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল । যে বিজয় বিভাবরীতে হৃদয়বিলাসিনী নলিনীর সহিত সুখসেবায়নে শয়ন করিয়া কতই সুখানুভব করিতেন, অদ্য তিনি ঊনক জননীশোকে অতিশয় কাতর হইয়া সে সুখশয্যা কণ্টকশয্যা বোধে ধরাশয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন । এমন সময়ে বিজয়বিনোদিনী নলিনী আসিয়া দর্শন করিলেন যে, প্রাণনাথ পর্য্যাক পরিভাগ করিয়া পৃথিবী-শয্যায় পতিত হইয়া রহিয়াছেন, এবং তাঁহার আকর্শননয়নযুগল হইতে অবিরল অশ্রুজল বিগলিত হইতেছে । তদর্শনে কুমারীর

কলেবর কম্পিত ও মস্তক ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিল। কণকাল পরে বিজয়বিলাসিনী প্রাণবল্লভের ভাবান্তরের কারণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার চিত্ত অতিশয় চঞ্চল হইল, তখন তিনি বাণী-কুললোচনে কাতরবচনে জীবিতনাথকে সন্মোদন করিয়া বলিলেন, জীবিতেশ্বর! সহসা আপনার শরীর মধ্যে এমন কি শোক প্রবিষ্ট হইল যে, ধবলমুখশয়ন পরিত্যাগপূর্ব্বক ধরাসনে শয়ন করিয়া সুচারু সরোজনয়ন যুগল হইতে শোকাশ্রু ত্যাগ করিতেছেন? প্রিয়তম! বহুতর ক্রেশ ও যন্ত্রণার পর আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছি; অতএব নাথ! আর এ অধিনীকে মনস্তাপ প্রদান করিবেন না, শীঘ্র শোকের কারণ ব্যক্ত করুন, এই বলিয়া রাজনন্দিনী রাজনন্দনের পদপঙ্কজ ধারণপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন।

কুমার কুমারীর কাতরবাক্যে ও বিলাপে কথঞ্চিৎ শোক সম্বরণ করিয়া মজলনয়নে গদগদবচনে মধুরভাষিণী প্রাণয়িনী নলিনীকে সন্মোদন করিয়া বলিলেন, প্রাণাধিকে! শোকের কথা আর তোমার নিকট কি বলিব, অদ্য আমার অন্তরে যে শোকানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, সে ছত্ৰাশন পরমশুভ পিতা মাতার পাদপদ্ম দর্শন ব্যতীত কিছুতেই নির্মাণ হইবে না! প্রিয়তমে! আমি কি কঠিন হৃদয়! কি নির্য়ম মনুজাধম দেখ দেখি! যে অনিন্দ্য সুখের জন্য অনায়াসে জনক জননীকে বিস্মৃত হইয়া এতাব্যকাল পরম সুখে কাল হরণ করিতেছি। তাঁহারা হয়ত পুত্রশোকে ভীষন ত্যাগ করিয়া থাকিবেন। অতএব শ্রিয়ে! আমি অবিলম্বেই স্বদেশাভিযুখে প্রতিগমন করিব। আমার চিত্ত অতিশয় অস্থির হইয়াছে; এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

অকপটহৃদয়া পতিব্রতা নলিনী প্রাণনাথের শোকপ্রসবিনী বাণী ও রোদন ধ্যানি শ্রবণ করিয়া বিনম্রবদনে মজলনয়নে মৃদুমধুর-স্বরে শোকাশ্রু জীবিতনাথকে সন্মোদন করিয়া বলিলেন, নাথ!

আপনি যখন একদিবসের মধ্যেই এতদূর কাতর হইয়াছেন; তখন

অচিরকাল মধ্যে রাজ্যভিত্তিতে প্রতিগমন করা কর্তব্য । কান্ত ! আপ-
 নিত একান্তই যাইতে উৎসুক হইয়াছেন, অনুমতি করিলে এ অধি-
 নীও আপনার অনুগামিনী হয় । হৃদয়ে ! চন্দ্রিকা কি চন্দ্রমাকে
 ক্ষণকাল পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে ? প্রাণেশ ! আমারও
 পরম সৌভাগ্য যে, আপনার সহিত গমন করিয়া স্বপুত্র এবং স্বস্ত্র-
 ঠাকুরাণীর শ্রীচরণকমল সম্মর্শন করিব । নলিনী নাকি একান্ত
 পতিগতপ্রাণ তজ্জনাই মনোগত ভাব গোপন না করিয়া অকপট-
 হৃদয়ে স্বামি সম্মিথানে প্রকাশ করিলেন । রাজনন্দন প্রাণ থাকিতে
 প্রাণাধিকা প্রিয়সীকে মুহূর্তকাল পরিত্যাগ করিয়া কি থাকিতে
 পারেন ? “প্রিয়ে ! তোমাকে আমার সঙ্গিনী হইতে হইবে,” একথা
 তাঁহাকেই উচ্চারণ করিতে হইত । যাহা হউক ব্রহ্মসিদ্ধেশ্বরগমন
 রাজ্যজ্ঞানাত্র অবশিষ্ট রহিল । পরদিন প্রিয়তম নৃপতি সম্মিথানে
 অতীত দিবসের যাবতীয় বিষয় উল্লেখ করিয়া স্বদেশগমনাভিলাষ
 প্রকাশ করিলে, মহারাজ অতিশয় দুঃখিত হইয়া মনোমধ্যে এই চিন্তা
 করিতে লাগিলেন ; যে কুমার আমার একমাত্র জামাতা, নলিনী
 আমার একমাত্র কন্যা, আমার দ্বিতীয় পুত্র অথবা কন্যা নাই, যে
 তাহাকে লইয়া মুখে কাল হরণ করিব । বিজয় নলিনীর বিমল
 বিধুবদন দর্শন না করিলে, ক্ষণকালমাত্র নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না,
 অধিক কি, নিদাক্ষণ গমনবাস্তা অবগে আমার হৃদয় দুঃখানলে দগ্ধ
 হইতেছে । আমি প্রাণ থাকিতে এক্ষণ পাষণ সম অতি কঠিন বাক্য
 প্রয়োগ করিতে কখনই পারিব না । মনোমধ্যে এইরূপ নানাবিধ
 আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কোনরূপেই ব্রহ্মসিদ্ধেশ্বর গমনে অনুমতি
 প্রদান করিতে সক্ষম হইলেন না । অনন্তর অবনিপতি রাজকুমার
 ও প্রিয়তমকে অতিশয় শোকার্ত ও স্বদেশগমনে একান্ত উৎসুক
 অবলোকন করিয়া অনুমতি প্রদান না করিয়া আর থাকিতে পারি-
 লেন না, অগতাই কুমার ও প্রিয়তমকে স্বদেশগমনের অনুমতি
 প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন । অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণ ক্রমে এই

কথা নৃপতিজাম্বীর কর্ণগোচর করিল। রাজ্ঞী অমনি চমকিত হইয়া উঠিলেন, রাজমহিষী নাকি একমাত্র কন্যাধন হেমনলিনীকে লইয়াই পরমমুখে কালবাণন করিতে ছিলেন। সেই প্রাণাধিকা কন্যা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বশ্রবণে গমন করিবেন, এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণে বিলাসবতী বিবাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। কণকাল পরে পরিচারিকা-দিগের দ্বারা জামাতাকে স্বদেশ গমনে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা পাইতে লাগিলেন ; কিন্তু কোনরূপেই রূতকার্য্য হইতে পারিলেন না। কি করিবেন, অগত্যা মনকে প্রবোধ দিয়া কন্যাকে স্বশ্রবণ প্রেরণার্থ যাবতীয় আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজ্যজায় দেশ বিদেশ হইতে বহুবিধ মহাশয় ও মনোহর সামগ্রী সকল আনীত হইল। সুশিক্ষিত অশ্ব উৎকৃষ্ট হস্তী ও দিব্যরথ সলক মুসজ্জিত হইতে আরম্ভ হইল। এদিকে অস্ত্রপূরুষ নরনারী সকলেই শোকসাগরে নিমগ্ন। নলিনী নাকি যাবতীয় নারীগুণে অলঙ্কৃত ছিলেন ; তাঁহার মধুরতাময় বাক্য শ্রবণ করিলে শোকসন্তপ্ত ব্যক্তিগণও প্রতियুগল সুশীতল হইত। তিনি একরূপ বুদ্ধিমতি ও নম্র-প্রকৃতি ছিলেন যে, তাঁহাকে সমস্ত নারীগুণের আধার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঈদৃশী অতুলগুণসম্পন্ন অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী একান্ত পতিপরায়ণা হেমনলিনীর স্বদেশ ত্যাগবাস্তা শ্রবণে নিতান্ত পামণ্ডের পাবাংকুদয়ও জ্বলিত হয়, তখন যে অপর মনুষ্যের চিত্ত অধীর হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি ?

ক্রমে ত্র্যম্বিরাজাগমনের নির্দিষ্ট দিবস উপস্থিত হইল। রাজপথ সৈন্যময় ও কোলাহলে পূর্ণ হইল। গন্ধবহ নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্যের গন্ধসংযোগে আবেশিতের তৃপ্তিসাধন করিতে লাগিল। রাজনন্দন স্বশ্রবণ ও স্বশ্রীকুরাগীর চরণকমলে প্রণতি-পূর্ব্বক প্রিয়বয়সা প্রিয়তম সহ মুসজ্জিত দিব্যরথে আরোহ হইলেন। রাজনন্দিনী হেমনলিনীও জনক জননীর পদারবিন্দে প্রণিপাত, তৎপরে অন্যান্য গুরুজনদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক

প্রিয়বয়স্যা সরলা ও চপলা বয় সমভিষাহারে সজল যুগ-
 শাবলোচনে অপর এক সজ্জিত সান্দ্রনোপরি সমারূঢ়া হইলে,
 বোধ হইল যেন সোমসিঁদুনি স্বপ্নভবনে গমন করিবার কারণ
 বিমর্ষবদনে বিমানোপরি আরোহণ করিলেন। অস্ত্র শস্ত্রে
 সুসজ্জিত অসংখ্য বীরপুরুষসকল প্রতিপদবিক্ষেপে পৃথিবী
 কম্পিত করিয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। কণ-
 কালমধ্যে তাঁহারা সৈন্যসামন্তের সহিত রাজভবন অতিক্রম করিয়া
 গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা দৃষ্টিপথের বহির্ভূত
 হইলে সকলে হতাশ হইয়া বিষাদমুগ্ধকরণে নিজ নিজ গৃহ
 প্রতিগমন করিল। এইরূপ ঘোর সমারোহের সহিত মালবদেশ
 হইতে নিক্রান্ত হইয়া রাজকুমার প্রথমতঃ ভূপালরাজ্যে আসিয়া
 উপনীত হইলেন। আহা দৈবের কি আশ্চর্য্য ঘটনা! মহারাজ
 কেশরীবীর্ঘের আদেশানুসারে কুমার বিজয়কিশোরের অনুসন্ধানার্থ
 ব্রহ্মবিদেশ হইতে যে সকল সৈন্যসামন্ত বহিষ্কৃত হইয়াছিল,
 তাহারাও সেই সময় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কুমার সহসা
 সমাগত সৈন্য সকল অবলোকন করিয়া অনায়াসে বৃত্তিতে পারি-
 লেন, যে ইহারা নিশ্চই ব্রহ্মসিঁদুরাজ্যের বলিষ্ঠ বল, বোধ হয়
 আমার অনুসন্ধানার্থ মহারাজ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া থাকিবে।
 মনোমধ্যে এইরূপ স্থির করিয়া তিনি তাহাদিগকে পিতা মাতা ও
 রাজ্যের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা কৃতজ্ঞলিপুটে ব্রহ্মসি-
 রাজ্যের আদ্যোপান্ত সমস্ত বিষয় তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলে,
 তিনি পূর্ষাপেক্ষা আরও অধীর হইয়া উঠিলেন। পরে কিকিৎ
 বৈর্য্যাবলয়ন পূর্ষক পূর্ষ প্রতিজ্ঞানুসারে তথাকার মহীপতি চন্দ্র-
 শেখরের কন্যার সহিত প্রাণাধিক প্রিয়ত্বের সহিত পরিণয়কার্য্য
 সম্পন্ন করিয়া কতিপয় দিবস সেখানে অবস্থিতি করিলেন। অন-
 স্তর রাজনন্দিনী হিরণ্ময়ীকে সঙ্গে করিয়া সকলে মহারাজ প্রতাপা-
 দিত্যের রাজ্য প্রতাপগড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য রাজকুমার বিজয়কিশোরের সহিত মস্ত্রিপুত্র প্রিয়ত্রত আগমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া অসীম আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন । অনন্তর অবনিপতি বহু সম্মানপূর্বক তাঁহা-দিগকে এক অপূর্ব আবাসে লইয়া যাইয়া রত্নসিংহাসনে উপবেশন করাইলেন । বহুধাধিপতি বহুদিবসের পর প্রিয়ত্রত ও রাজনন্দ-নের বিমল বদনচন্দ্রমা অবলোকনে অপার প্রীতিলাভ করিয়া সঙ্গসাবরণে সম্ভ্রমসম্মানপূর্বক তাঁহাদিগের কার্যের কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, কুমার সমস্ত বিষয় নৃপতি নিকটে প্রকাশ করিলেন । ভূপতি মহাসমারোহের সহিত প্রাণাধিকা প্রভাবতীকে প্রিয়ত্রতের হস্তে সমর্পণ করিয়া আত্মাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন ।

এদিকে পতিবিরহে ক্ষীণা মলিনা পঙ্কজিনী প্রাতঃকালে প্রাণনাথ প্রতাপকরকে দর্শন করিয়া যেক্রপ আনন্দিতা হয় ; প্রভাবতীও তজ্জপ বহুদিবসের পর প্রাণাধিক প্রিয়ত্রতকে প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন । তাঁহার পরিশুদ্ধ প্রেমাত্মক প্রিয়ত্রত প্রাপ্তিরূপ সলিলে মুগ্ধরিত হইল । শুক সুখসিন্দু সচিবমুত্তের শশিধূধাবলোকনে উচ্ছলিত হইয়া আনন্দরূপ বেলা অতিক্রম করিল । প্রিয়ত্রত প্রভাবতীকে লইয়া রাজা প্রতাপাদিত্যভবনে সুখে কালহরণ করিতে লাগিলেন । একদিন মস্ত্রিপুত্র রজনীযোগে শয়নতরনে প্রেমসীর সহিত প্রেমলাপ করিতে করিতে প্রভাবতীকে প্রিয়সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, প্রিয়ে ! প্রাণাধিক রাজনন্দনকে প্রতিজ্ঞাশীল হইতে প্রযুক্ত করিবার কারণ তোমার অজ্ঞাতসারে আমাকে পুনর্মারি বিবাহ করিতে হইয়াছে । প্রিয়তমে ! আমি কুমারের একান্ত অনুগত তাঁহাকে প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ রাখা আমার কখনই কর্তব্য নহে ? চন্দ্রাননে ! যদিচ তোমার অনভিমতে আমি অনভিজ্ঞের মায়্য কার্য্য করিয়াছিলাম ? কিন্তু সে কেবল জীবনাধিক রাজনন্দনের বাক্য প্রতিপালন ব্যতীত অন্য অভিসন্ধি নাই, ইহা তুমি নিশ্চয় জানিবে । এই কথা বলিয়া মস্ত্রিপুত্র লজ্জিত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ।

প্রভাবতী প্রাণনাথকে অতিশয় লজ্জিত ভাবাপন্ন দর্শন করিয়া নিতাননে সাদরসম্ভাষণ পূর্বক বলিলেন, নাথ! সামান্য কারণে এ অধিনীর নিকট এতদূর লজ্জিত হওয়া কি, আপনার উচিত? ভবাদৃশ দ্বিজীবী বিবেচক ব্যক্তি, বহুবিবাহ করিলেই কি, অবলা জাতির প্রতি অনাদর করিয়া থাকেন? প্রিয়তম! দেখুন দেখি, নিশানাথ কি চিরপ্রণয়িনী রোহিণী ও কুয়ুদিনীর প্রতি সমান স্নেহ ও সমান আনন্দ প্রকাশ করেন না? অতএব কান্ত! ত্রাস্ত্যজিলোকের ন্যায় আপনার ভাবনা করা অসুচিত। প্রাণেশ! আমরা উভয় সপত্নীতে সম্মিলিত হইয়া আপনার যুগল পদপঙ্কজ পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিব। জীবিতেশ্বর! তজ্জন্য এ দাসীর নিকটে লজ্জিত হইবার কোন প্রয়োজন নাই; এইরূপ কথাপ্রসঙ্গে যামিনীযাপন করিলেন।

এদিকে রাজপুত্র দেখিলেন যে প্রভাপগড়ে পঞ্চদশদিবস অতীত হইয়া গেল; অতএব আর এখানে অবস্থিতি করা ত যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে না, এই বিবেচনা করিয়া প্রিয়তমকে একদিবস বলিলেন, যুগলশ্রেষ্ঠ! এখানে আর দিবসান্তিবাচিত করা উচিত হইতেছে না; অতএব প্রিয়তম! অদ্যই তুমি মহারাজের অনুমতি গ্রহণ করিবে কল্যা প্রত্যয়েই স্বদেশাভিমুখে গমন করিব। মন্ত্রিপুত্র রাজনন্দনের অনুমতানুসারে সেই দিবসই তূপতি প্রভাপাদিত্যের আদেশ গ্রহণ করিলেন এবং উভয়েই প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে প্রযুক্ত হইয়া যারপরনাই প্রীতি অনুভব করিতে লাগিলেন। পরদিন রাজনন্দন হেমনলিনী, হিরণ্যময়ী ও প্রভাবতী এবং শিষ্যবয়স্য প্রিয়তম সহ পিতৃ রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পশ্চিমধ্যে প্রায় পঞ্চমাস অতীত হইয়া গেল। পরে কুমার বিজয়কিশোর বহুজন সমভিব্যাহারে অসংখ্য গজাস্বরথসহ ত্রক্ষসি রাজ্যোপাশ্বে উপস্থিত হইয়াই দূতদ্বারা স্বীয় আগমন সমাচার নরপতি সমীপে প্রেরণ করিলেন। রাজা দূতমুখে স্তুতাগমন-

বার্তা শ্রবণ করিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন । অজস্র অশ্রু-
বর্ষণে যে নয়নযুগল নিম্নীলিত ছিল, তাহা এক্ষণে উন্নীলিত হইল ।
শয্যাগতা মৃতপ্রায়া রাজমহিনী জীবনাধিক নয়নমনোতৃপ্তিকর হৃদ-
য়েরধন বিজয়ধনের শুভাগমনবার্তা শ্রবণ করিয়া যে কি অনুপম
সুখানুভব করিয়াছিলেন, তাহা তিনি ভিন্ন কে বলিতে পারে ? রাজ-
সিমস্তিনীর কি একরূপ আশা ছিল, যে পুনর্বার পুত্রের মুখচন্দ্রমা অব-
লোকন করিতে পারিবেন ! আহা ! সেই বিজয়ধন অদ্য গৃহে আগমন
করিবে, নৃপজায়া আর কি ক্ষণমাত্র নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন ! কত-
ক্ষণে পুত্রের মুখাবলোকন করিবেন, কতক্ষণে তাঁহাকে অঙ্কে লইয়া
মুখচুশন করিবেন, কতক্ষণে বিজয়রত্ন জননী বলিয়া অঙ্কারোহণ-
পূর্বক অঙ্ক সূশীতল করিবে, এই চিন্তায় ব্যাকুল । বহুদিবসের পর
রাজমহিষীর শোকঘনাচ্ছাদিত হৃদয়াকাশে অদ্য আনন্দরূপ অংশুমালা
সমুদিত হইল । রাজভবন আনন্দকোলাহলে পরিপূর্ণ হইল ।
মন্ত্রী ও মন্ত্রিপত্নীর দুঃখশ্রোত অপনীত হইয়া আনন্দশ্রোত প্রবা-
হিত হইতে লাগিল । রাজ্যের সর্বত্রই আনন্দচিহ্ন লক্ষিত হইতে
লাগিল । রাজবাটী লোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল । সকলেই
কুমারের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ।

মন্ত্রীমহোদয় রাজকুমারের অভ্যর্থনার্থ কিয়দূর অগ্রবর্তী হই-
লেন । কুমার ও প্রিয়তম অনতিদূর হইতে তাঁহাকে আগমন করিতে
দর্শন করিয়া উভয়ে অমনি রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন । অনন্তর নিষ্কট-
বর্তী হইয়া উভয়ে তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন । মন্ত্রীমহোদয় ও
যথাবিহিত আলিঙ্গনাস্ত্রে বদনে বারম্বার চুশন ও মস্তকাত্মাণ করিয়া
তৎপরে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দ্বিতীয়রথে কে সমারূঢ় ?
এই বাক্য শ্রবণে উভয়ে অতিশয় লজ্জিত হইয়া প্রথমতঃ কোন উত্তর
প্রদান করিতে পারিলেন না । মন্ত্রীমহাশয় যখন পুনর্বার জিজ্ঞাসা
করিলেন, তখন কুমার আর প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া থাকিতে পারি-
লেন না । অগত্যাই তিনি সলজ্জরূতাজ্জলিপুটে বলিলেন, মান্যবর !

আপনাদিগের অজ্ঞাতসারে আমরা অতি অনতিজ্ঞের ন্যায় কার্য
করিয়াছি, অতএব মহাশয় ! এবিষয়ের সমস্ত অপরাধ পরিমার্জন
করিবেন । মান্যস্পদ ! বিধাতার লিখনানুসারে মালবদেশরাজন-
ন্দ্দিনীর সঙ্কীর্ণ আমার এবং প্রতাপগড় ও ভূপালদেশ রাজকন্যার
সঙ্কীর্ণ প্রাণাধিক প্রিয়ত্বের পরিণয় কার্য সুসম্পন্ন হইয়াছে । সেই
বিবাহিতা বধূত্রয় দ্বিতীয়রূপে সমাক্রান্ত । এই বাক্য প্রয়োগ করিয়া
কুমার পূর্ণাপেক্ষা আরও লজ্জিত হইলেন । পরম প্রীতিপ্রদ বাক্য
শ্রবণ করিয়া মন্ত্রীমহাশয়ের আর আনন্দের সীমা রহিল না, তৎক্ষণাৎ
নববধূদিগকে রাখাবরোহণ করাইয়া শিবিকারোহণে পৃথক পথে
অস্তঃপুরে প্রেরণ করিলেন । পরে তিনি কুমার ও প্রিয়ত্বের
সঙ্কীর্ণ নৃপতি সম্মিথানে গমন করিতে লাগিলেন । কুমারাবলোকনে
আনন্দাপ্রসূতে সকলেরই বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল । যাহার
দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহারই নয়ন যুগল হইতে অজস্র আন-
ন্দাপ্রসূ বিগলিত হইতেছিল । ক্রমে কুমার ও প্রিয়ত্ব রাজসমীপে
উপনীত হইয়া প্রথমতঃ হস্তাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান তদনন্তর সাক্ষাৎ
প্রদীপিত করিলেন । পূজ্যশোকে নিতান্ত জীর্ণকায় ও কঙ্কালাব-
বিশিষ্ট দেহ হইলেও, রাজা গাত্রোত্থানপূর্বক তাঁহাদিগকে ধরাতল
হইতে উত্তোলন করিয়া গলদশ্রলোচনে আনন্দরিকম্পিতবদনে উভ-
য়ের চন্দ্রানন পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিলেন । তৎপরে সিংহাসনপার্শ্বে
উপবেশন করাইয়া অজস্র অশ্রুস্রবণ করিতে লাগিলেন । কুমার
এবং প্রিয়ত্বও তাঁহার সঙ্গে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন । কণ-
কাল পরেই সকলেরই নেত্র নীরশন্য হইল । নরপতি, কুমার ও প্রিয়-
ত্বতসহনান দুঃখালাপ করিতেছেন, এমন সময়ে মন্ত্রিমহোদয় কহিলেন,
মহারাজ ! রাজকুমার নববধূ সমভিব্যাহারে আগমন করিয়াছেন ।
সচিবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজার হৃদবেগ প্রবলবেগে প্রবাহিত
হইতে লাগিল । রাজনন্দন রাজার হৃদয়নিহিত বিষয় শোকশেল
উন্মোচন করিয়া প্রিয়ত্বের সহিত অস্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন ।

বহুবিকলাস্তে রাজনিমন্ত্রিতী বিলাসবতী দূর হইতে প্রাণায়িক
 প্রিয়পুত্রের বদনমুখের দর্শন করিয়া সংজ্ঞাহীনভাবে ধরনীতলে
 নিপতিত হইলেন । লোচনমুগ্ধ হইতে অবিরত বাঁধাবারি বিগলিত
 হইয়া বহুচেতনা নৃপজারায় বিষমবদন আর কহিয়া তুলিল ।
 আশুপক্ষদণ্ডিত আলুলায়িত কৃষ্ণবর্ণ চিকুরজাল ধূলাবলুণ্ঠিত হইতে
 লাগিল । কুমার দর্শনমাত্র জননী'র নদীপবতী হইয়া চরণমুগ্ধ
 ধারণপূর্বক ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, মাতঃ ! আমি আপ-
 নার চরণে বহুতর অপরাধ করিয়াছি । আমার মত পাপমতি ও
 কৃত্তর এই মহীমণ্ডলে আর দ্বিতীয় নাই । কিন্তু জননি ! নির্দোষ
 পুত্র অপরাধী হইলেও আপনাকে তাহা ক্ষমা করিতে হইবে ।
 হায় ! আমি হইতেই এই অকলঙ্ক রাজবংশ কলঙ্কিত হইল । আমি
 কুলের কুলাকার হইয়া জঘগ্রহণ করিয়াছি । জননি ! এই জীবাবশম
 পাপাত্মাকে গর্ভে ধারণ করিয়া আপনাকে যে কত কষ্ট
 ভোগ করিতে হইতেছে ; তাহা বলিতে পারি না । মাতঃ !
 আপনি আমার অপরাধ মার্জনা না করিলে, আমি কখনই
 এ পাপজীবন রাখিব না । পুত্রের ঈদৃশ পাবনভেদী অতি
 নির্দাক্ষণ রোদনধ্বনি, অচেতন্যা বিলাসবতীর অবগতির প্রবিক
 হইবামাত্র, তিনি সংজ্ঞালাভ করিয়া দর্শন করিলেন, বিজয়কিশোর
 চরণতলে পতিত হইয়া কাতরস্বরে মা মা বলিয়া ক্রন্দন করিতেছে ।
 রাজ্ঞী অকলের নিধি ক্ষয়ের ধন পুত্রের মুখাবলোকন করিয়া
 এককালীন সমস্ত দুঃখই বিন্দু হইলেন । বাম্পাকুললোভনে
 গলগদবচনে কুমারকে জোড়ে বসাইয়া বারবার মুখচুম্বন করিতে
 লাগিলেন । বহুদিবসের পর বিজয়ের বিজয় বিধুবদন অবলো-
 কনে কেহন সমস্ত শোক একবারে দূরীভূত হইল । মন্ত্রী, মন্ত্রিপত্নীও
 প্রিয়পুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া বেন আকাশের চক্রে হস্ত প্রাপ্ত হইলেন ।
 এইরূপে কুমার ও প্রিয়ভ্রাতৃ অন্তঃপুরস্থ সকলকে যথাবিধিত সম্মান
 পুরস্কার বহির্ভবনে প্রজ্ঞাপিত করিলেন । অনন্তর রাজ্যদেশে প্রিয়

